নক্‌শে সোলেমানী
তাবিজের কিতাব

সম্পাদনায়
মৌঃ মোহাম্মদ সোলায়মান
ও
মাওলানা আজিজুল হক

পরিবেশনায়
সোলেমানীয়া বুক হাউস
৭নং আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম

চৌধুরী এণ্ড সন্স
৩৬নং বাংলা বাজার
দোতলা ঢাকা

প্রকাশক
মোঃ সোলায়মান
চৌধুরী এণ্ড সন্স
৩৬নংবাংলাবাজার
দোতলা ঢাকা

সর্বসত্ব প্রকাশকের

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ১৯৯৪

হাদিয়া নিউজ—৭৫.০০ টাকা
হাদিয়া সাদা—১১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আফতাব আর্ট প্রেস
তনুগঞ্জ সুত্রাপুর
ঢাকা

বাঁধাই
এম. ডব্লিউ খাঁন বাইণ্ডার্স
৩৮/১ নর্থব্রুক হল রোড

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমালিয়াতেরবিবরণ	১৭
আমল বা তাবিজ লিখিবার দিন-ক্ষণ	১৯
তাবিজের প্রকার ভেদ	১৯
আতশী, আবী, বাদী ও খাকী তাবিজ লিখিবার শর্তসমূহ	২০
আমলের যাকাতের নিয়ম	২০
দোয়া করিবার নিয়ম-পদ্ধতি	২১

প্রথম অধ্যায়

ধন সম্পদ, রুজী বৃদ্ধি, ব্যবসায় উন্নতি অভাব মোচন ও ঋণ মুক্তির আমল ও তদবীর, রোগীর অবস্থা ও রোগ চিনিবার তদবীর	২৩
রোগীর রোগ চিনিবার দ্বিতীয় তদবীর	২৪
রোগীর রোগ পরীক্ষার তৃতীয় তদবীর	২৪
জ্বিন-পরীর আছর বা রোগ পরীক্ষার চতুর্থ তদবীর	২৪
রুজী বৃদ্ধি ও সকল প্রকার সমস্যা হইতে মুক্তির আমল	২৫
রুজী বৃদ্ধির জন্য বিশেষ একটি আমল	২৬
রুজী বৃদ্ধি ও করজ মুক্তির আমল	২৬
রিজিক বৃদ্ধির জন্য তদবীর	২৭
ধন দৌলত বৃদ্ধির জন্য তদবীর	২৭
রুজী বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উন্নতির তদবীর	২৮
কাহারো নিকট মুখাপেক্ষী না হওয়ার তদবীর	২৮
গায়েবী মদদে রুজী বৃদ্ধির তদবীর	২৮
রিযিক ও মান-সম্মান বৃদ্ধির তদবীর	২৯
রিযিক বৃদ্ধির জন্য একটি আমল	২৯
রিযিক বৃদ্ধির জন্য আর একটি আমল	৩০
রিযিক বৃদ্ধির জন্য একটি অমূল্য আমল	৩০
রিযিক বৃদ্ধির জন্য আর একটি আমল	৩০
রুজী বৃদ্ধির জন্য বিছমিল্লাহ্ শরীফের আমল	৩০
রিযিক বৃদ্ধি ও অভাব দূর হওয়ার তদবীর	৩১
গায়েবী মদদে রিযিক বৃদ্ধির তদবীর	৩১
রিযিক বৃদ্ধির জন্য আর একটি তদবীর	৩১
রুজী বৃদ্ধি ও উদ্দেশ্য লাভের তদবীর	৩২
রুজী বৃদ্ধির জন্য সূরা ছাফ্‌ফাতের তদবীর	৩২
রুজী বৃদ্ধির ও ধন লাভের তদবীর	৩৩
রুজী বৃদ্ধির জন্য সূরায় ছাফ এর তদবীর	৩৩
রুজী বৃদ্ধি ও মকছুদ হাছিলের তদবীর	৩৩
রিযিক বৃদ্ধি ও শত্রুর উপর জয় লাভের তদবীর	৩৪
রুজী বৃদ্ধির জন্য একটি আমল	৩৪
রুজী বৃদ্ধি ও চাকুরীতে উন্নতির তদবীর	৩৫
রুজী বৃদ্ধির আর একটি তদবীর	৩৫
ঋণ গ্রস্থ হইলে এই দোয়া আমল করিবে	৩৫
ঋণ মুক্তির জন্য আমল	৩৬
করজ হইতে মুক্ত হওয়ার তদবীর	৩৭
করজ আদায় ও উদ্দেশ্যে হাছিলের তদবীর	৩৬

করজ হইতে মুক্ত হওয়ার তদবীর ৩৭
ঋণ পরিশোধ হওয়ার তদবীর ৩৭
ঋণ আদায়ের তদবীর ৩৮
ঋণ হইত মুক্ত হওয়ার আমল ৩৮
ঋণ হইতে মুক্ত হওয়ার তদবীর ৩৮
ঋণ আদায় হওয়ার ও বিপদ মুক্তির তদবীর ৩৯
অভাব দূর ও রুজী বৃদ্ধির তদবীর ৪০
অভাব অনটন দূরীকণের তদবীর ৪০
অভাব অনটন দূরীকরণের দ্বিতীয় তদবীর ৪১
অভাব দূরীকরণের তৃতীয় তদবীর ৪১
অভাব দূরীকরণের চুতর্থ তদবীর ৪২
অভাব দূর হওয়ার পঞ্চম তদবীর ৪২
অভাব দূরীকরণের ষষ্ঠ তদবীর ৪২
অভাব দুরীকরণের সপ্তম তদবীর ৪৩
অভাব ও দারিদ্রতা দূরীকরণের অষ্টম তদবীর ৪৩
দোকানের উন্নতি ও বিক্রয় বেশী হওয়ার তদবীর ৪৩
ধনী হওয়ার তদবীর ৪৪
দোকানে উন্নতি হওয়ার তদবীর ৪৪
ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার তদবীর ৪৪
দোকানের উন্নতির তদবীর ৪৫
দোকানে উন্নতির অন্য তদবীর ৪৫
অভাব দূর হওয়ার তদবীর ৪৫
ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির তদবীর ৪৬
ব্যবসায় উন্নতির অন্য তদবীর ৪৬
ব্যবসায় উন্নতি ও ধনী হওয়ার তদবীর ৪৬
ধন দৌলত বৃদ্ধির তদবীর ৪৭
ধন দৌলত বৃদ্ধির অন্য তদবীর ৪৭
গায়েবী সাহায্য লাভের তদবীর ৪৮
মাল হেফাজতের তদবীর ৪৮
জান ও মালের হেফাজতের তদবীর ৪৮
মাল ও ফসল হেফাজতের তদবীর ৪৯
মালে বরকত হওয়ার তদবীর ৪৯
জান মালের হেফাজতের তদবীর ৪৯
জান ও মাল হেফাজতের দ্বিতীয় তদবীর ৫০
জান মালের হেফাজতের তৃতীয় তদবীর ৫০
জান ও মালের হেফাজতের চতুর্থ তদবীর ৫১
জান ও মালের হেফাজতের পঞ্চম তদবীর ৫২
মালের হেফাজতের ষষ্ঠ তদবীর ৫২
অভাব দূর ও ঋণ আদায়ের তদবীর ৫২
রুজী বৃদ্ধি ও হেফাজতের তদবীর ৫২
ঋণ আদায় ও ধনী হওয়ার তদবীর ৫২
রুজী বৃদ্ধি ও ধনী হওয়ার তদবীর ৫২
ধনী হওয়ার তদবীর ৫৩
অভাব দূর হওয়ার তদবীর ৫৩
ধনী ও মালদার হওয়ার তদবীর ৫৪
রিযিক বৃদ্ধির তদবীর ৫৪
ধন সম্পদ লাভ ও অভাব দূর হওয়ার তদবীর ৫৫
ধন সম্পদ হওয়ার তদবীর ৫৬
মাল সম্পদ বৃদ্ধি ও রক্ষার তদবীর ৫৬
অভাব দূর হওয়ার তদবীর ৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেম, ভালবাসা, মহব্বত, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কীয় ও বশীকরণের তাবিজ তদবীর

স্ত্রীকে বাধ্য করার তাবিজ ৫৭
স্ত্রীর মহব্বত বাড়াইবার তদবীর ৫৭
স্বামী অথবা স্ত্রীকে বাধ্য করার তদবীর ৫৮
স্বামীকে বাধ্য করার তদবীর ৫৮

ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার তদবীর ৫৯
দুই জনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর ৫৯
ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার তদবীর ৬০
প্রেমে আবদ্ধ করার তদবীর ৬০
মাশুককে কাছে পাওয়ার তদবীর ৬০
দুই জনের মধ্যে মিল হইবার তদবীর ৬১
ভালবাসা ও ইজ্জত লাভের তদবীর ৬১
দুই জনের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টির তদবীর ৬১
মহব্বতে ছুটিয়া আসার তদবীর ৬২
মাশুককে নিকটে পাওয়ার তদবীর ৬২
বন্ধুত্ব লাভের তদবীর ৬৩
কোন মানুষকে বাধ্য করার তদবীর ৬৩
কোন মানুষকে বাধ্য করার দ্বিতীয় তদবীর ৬৪
স্ত্রীকে বাধ্য করার তদবীর ৬৫
স্বামী স্ত্রীর ভিতরে ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর ৬৫
স্বামীর বাড়ী হইতে স্ত্রী পলায়ন করিলে তাহার তদবীর ৬৫
ঐ অন্য তদবীর ৬৬
ঐ তৃতীয় তদবীর ৬৬
স্বামীর অবৈধ প্রেম বন্ধ করার তদবীর ৬৬
অবৈধ ভালবাসা ছিন্ন করার তদবীর ৬৭
অবৈধ ভালবাসা বিচ্ছিন্ন করার তদবীর ৬৭
শরীয়াত মোতাবেক বিচ্ছেদ ঘটাইবার তদবীর ৬৮
অবাধ্য স্বামী স্ত্রীর তদবীর ৬৮
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দূর করার তদবীর ৬৯
ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর ৬৯
প্রেমে আবদ্ধ করিবার তদবীর ৭০
মহব্বতে আবদ্ধ করার তদবীর ৭০
স্বামী স্ত্রীর অমিলের তদবীর ৭১
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশী মহববতের তদবীর ৭১
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনের তদবীর ৭২
স্বামীকে স্ত্রীর বাধ্যগত রাখার তদবীর ৭২
মহব্বত পয়দা হওয়ার তদবীর ৭৩
কাহাকেও মহব্বতে বাধ্য করার তদবীর ৭৩
মানুষকে মহব্বতে বাধ্য করার তদবীর ৭৩
ভালবাসার তদবীর ৭৩
ভালবাসার অন্য তদবীর ৭৩
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল হইলে মিলের তদবীর ৭৪
মহব্বত সৃষ্টির পঞ্চম তদবীর ৭৫
মহব্বত সৃষ্টির ষষ্ঠ তদবীর ৭৫
মহব্বত সৃষ্টির সপ্তম তদবীর ৭৬
মহব্বত সৃষ্টির অষ্টম তদবীর ৭৬
মহব্বত সৃষ্টির নবম তদবীর ৭৬
কাহাকেও বশীকরণের তদবীর ৭৭
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠার তদবীর ৭৭
মহব্বত ও শত্রুতার তদবীর ৭৭
প্রেমাশক্তি সঞ্চারের তদবীর ৭৭
কাহাকেও আশেক করিবার তদবীর ৭৮
মহব্বত পয়দা হইবার তদবীর ৭৮
মহব্বত সৃষ্টির চতুর্দশ তদবীর ৭৯
মহব্বত সৃষ্টির পঞ্চদশ তদবীর ৭৯
মহব্বত সৃষ্টির ষষ্ঠদশ তদবীর ৭৯
মহব্বত সৃষ্টির সপ্তদশ ৮০
মহব্বত সৃষ্টির অষ্টাদশ তদবীর ৮০
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য মহব্বত নিবিড়

করিবার তদবীর ৮০
মহব্বত সৃষ্টির দশম তদবীর ৮১
মহব্বত সৃষ্টির একাদশ তদবীর ৮১
মহব্বত সৃষ্টির দ্বাদশ তদবীর ৮১
মহব্বত সৃষ্টির ত্রয়োদশ তদবীর ৮২
অবাধ্য স্বামীকে বশ করিবার তদবীর ৮২
স্বামীকে স্ত্রীর বাধ্যগত রাখার দ্বিতীয় তদবীর ৮৩
আশেক মাশুকের মধ্যে মিলনের তদবীর ৮৩
আশেক মাশুকের মিলনের দ্বিতীয় তদবীর ৮৪
কাহাকেও আসক্ত করার তদবীর ৮৪
মহব্বত সৃষ্টি করার তদবীর ৮৫
মহব্বত সৃষ্টির দ্বিতীয় তদবীর ৮৫
মহব্বত সৃষ্টির তৃতীয় তদবীর ৮৬
মহব্বত সৃষ্টির চতুর্থ তদবীর ৮৬

তৃতীয় অধ্যায়

জ্বিন–ভূতের তদবীর
প্রথম তদবীর পানি পড়া ৮৭
দ্বিতীয় তদবীর তৈল পড়া ৮৮
তৃতীয় তদবীর তাসা বা সূতা পড়া ৯৩
চতুর্থ তদবীর তৈল পড়া ৯৩
পঞ্চম তদবীর লটকাইবার তাবিজ ৯৪
ষষ্ঠ তদবীর বাড়ী ঘর বন্ধের জন্য ৯৪
সপ্তম তদবীর হেরেজে আবুদজানা ৯৫
অষ্টম তদবীর নিদ্রায় ভূত–প্রেতের আছর হইলে ৯৭
নবম তদবীর বাড়ী বন্ধ করার নিয়ম ৯৭
চেহেল কাফের আমল ৯৮
দশম তদবীর বাড়ীঘর হইতে জ্বিন ভূত দূর করার জন্য ৯৮
একাদশ তদবীর আছীর দূর করার জন্য ৯৯
বদনজর ও আছির দূর করার তদবীর ৯৯
জ্বিন–পরীর আছর দূর করার তদবীর ১০০
মোয়াক্কেল হাযির করিবার নিয়ম ও চেল্লা ১০০
প্রথম প্রকার আমল ১০১
মোয়াক্কেল হাযির করার দ্বিতীয় আমল ১০২
মোয়াক্কেল হাযির করার তৃতীয় আমল ১০৩
জ্বিনের বাদশাকে হাযির করিবার আমল ১০৪
আমলকারীর সঙ্গী দুষ্ট জ্বিন হাযির করার আমল ১০৫
জ্বিন–ভূত রোগীর উপর হাজির করার তদবীর ১০৫
জ্বিনেধরা রোগীর উপর মোয়াক্কেল হাযির করার তদবীর ১০৬
জ্বিন–পরী দূর করার তদবীর ১০৭
জ্বিনের আছর দূর করার তাদবীর ১০৭
জ্বিন–ভূতের আছর দূর করার তদবীর ১০৮
দুষ্ট জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর ১০৯
জ্বিনের আছর দূর করার পরীক্ষিত তদবীর ১০৯
বদ জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর ১১০
সর্ব প্রকার জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর ১১১
জ্বিন–ভূত হাজির করিয়া হত্যা বা বন্দি করার তদবীর ১১১
দুষ্ট জ্বিনকে জ্বালাইবার তদবীর ১১৩
জ্বিন ছাড়াইবার তদবীর ১১৪
জ্বিন–ভূত দফে করার তদবীর ১১৪
জ্বিন–পরী দফে করার তদবীর ১১৪
জ্বিন–পরী দফে করার অন্য তদবীর ১১৫

বাড়ীঘর হইতে জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর ১১৫
জ্বিনে বাড়ীঘরে ঢিল নিক্ষেপ করিলে উহার তদবীর ১১৬
জ্বিন–পরী জ্বালাইবার তদবীর ১১৬
ভূত–পেত্নী জ্বালাইবার অন্য তদবীর ১১৬
জ্বিন–ভূত ছাড়াইবার বিশেষ তদবীর ১১৭
জ্বিন–ভূত দূর করার অন্য তদবীর ১১৭
জ্বিন–ভূতের আছর দফা করার জন্য তদবীর ১১৭
জ্বিন–ভূতের আক্রমণ হইতে রক্ষার তদবীর ১১৮
জ্বিন–ভূতের আক্রমণ দুর করার তদবীর ১১৮
জ্বিন–ভূত দমন করার তদবীর ১১৮
দেও–দানব, জ্বিন–ভূত ও সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষার তদবীর ১১৯
জ্বিনকে আগুনে জ্বালাইবার তদবীর ১২০
জ্বিনকে পোড়ইয়া ফেলার তদবীর ১২০
দুষ্ট জ্বিনকে জ্বালাইবার তদবীর ১২১
জ্বিন–শয়তান জ্বালাইবার তদবীর ১২২
জ্বিনকে বোতলে ভরিবার তদবীর ১২৩
জ্বিন–ভূত দূর করার তদবীর ১২৩
জ্বিন দূর করার জন্য তদবীর ১২৩
জ্বিন দূর করার অন্য তদবীর ১২৩
জ্বিন–ভূত দূর করার অন্য তদবীর ১২৪
ঘরে জ্বিন–পরীতে ঢিল মারিলে উহার তদবীর ১২৪
জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর ১২৪
জ্বিনের আছর দূর করার অন্য তদবীর ১২৫
জ্বিনের আছর দূর করার অন্য তদবীর ১২৫
জ্বিনের আছর দূর করার অন্য তদবীর ১২৬
জ্বিনের আছর দূর করার অন্য তদবীর ১২৬
জ্বিনের আছর হইতে বাচ্চাদের রক্ষার তদবীর ১২৬
গৃহ হইতে জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর ১২৭
সূরায় জ্বিনের নকশা ১২৭
জ্বিন দূর করার জন্য চেহেল কাফের নকশা ১২৭
জ্বিন–ভূত তাড়াইবার তদবীর ১২৮
জ্বিন–ভূতের আছর এবং রোগ পরীক্ষার তদবীর ১২৮
বাড়ী বন্ধ করার তদবীর ১২৯
শরীর বন্ধ করার পরীক্ষিত তদবীর ১৩১
জ্বিন হাজির করার নিয়ম ও আমল ১৩২
ছোট বাচ্চাদের জ্বিনের আছর হইলে উহার তদবীর ১৩৩
জ্বিন হাজির করিয়া কোন বিষয় জানার তদবীর ১৩৪
জ্বিনের সর্দারকে উপস্থিত করিয়া তাহার দলের জ্বিনদের উৎপাত বন্ধ করার তদবীর ১৩৫
জ্বিনের আছর নষ্ট করার তদবীর ১৩৬
জ্বিন–পরীর আছর নষ্ট করার তদবীর ১৩৭
জ্বিন–ভূতের আছর দূর করার তদবীর ১৩৭
জ্বিন ভুতের আছর দূর করার তদবীর ১৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

যে কোন ব্যথা বেদনার তদবীর ও স্মরণ শক্তির তদবীর, নিখোঁজ ও পলাতক ব্যক্তির তদবীর
মাথার ব্যথা দূর করার তদবীর ১৩৯

মাথা ব্যথার তদবীর ১৩৯
মাথা ব্যথা আরোগ্যের তদবীর ১৩৯
মাথা ব্যথা ঝাড়িবার তদবীর ১৪০
মাথার ব্যথা উপশমের তদবীর ১৪০
অর্দ্ধ মাথা ব্যথার তাবিজ ১৪১
চোখের ব্যথা দূর করার তদবীর ১৪১
চোখের বেদনা উপশমের তদবীর ১৪১
চোখের ব্যথা লাঘবের তদবীর ১৪১
কান ব্যথার তদবীর ১৪২
কান ভোঁ ভোঁ শব্দের তদবীর ১৪২
দাঁত ব্যথা দূর হওয়ার তদবীর ১৪২
ঘারে বেদনার তদবীর ১৪২
গলার বেদনা ঝড়িবার তদবীর ১৪৩
গলায় ব্যথা হইলে উহার তদবীর ১৪৩
কন্ঠ নালীর ব্যথার তদবীর ১৪৩
হাতের ব্যথার তদবীর ১৪৪
হাতের ব্যথা ঝড়িবার তদবীর ১৪৪
বুক ব্যথার তদবীর ১৪৫
মেয়েলোকের বুক ব্যথার তদবীর ১৪৫
কলিজা বেদনার তদবীর ১৪৫
কলিজা বেদনার ও হৃদকম্পের তদবীর ১৪৬
হৃদকম্প ও কলিজা বেদনার তদবীর ১৬৪
মহিলার বুক ও স্তনে ব্যথার তদবীর ১৪৭
পেট বেদনার তদবীর ১৪৭
পেট হইতে রক্ত বাহির হইলে উহার তদবীর ১৪৮
পিঠ ব্যথার তদবীর ১৪৮
কোমর বেদনার তদবীর ১৪৮
কোমর ব্যথা দূর করার তদবীর ১৪৯
কোমর বেদনার তদবীর ১৪৯
মস্তিষ্কের দুর্বলতার তদবীর ১৪৯
মস্তিষ্কের দুর্বলতার আমল ১৫০
কপাল ব্যথার তদবীর ১৫০
গলা ব্যথার তদবীর ১৫০
পেটের অসুখ ও ব্যথার তদবীর ১৫০
অতিরিক্ত কফ আসিলে উহার তদবীর ১৫১
ক্ষুধা বৃদ্ধির তদবীর ১৫১
হজম শক্তি বৃদ্ধির তদবীর ১৫২
নাভী বেদনার তদবীর ১৫২
নাভীর নিচে ব্যথা করিলে উহার তদবীর ১৫২
চোখ উঠিলে উহার তদবীর ১৫৩
গলা ফুলার তদবীর ১৫৩
মাথা ব্যথার মোবারক তদবীর ১৫৩
স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির তদবীর ১৫৩
স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির অন্য তদবীর ১৫৪
স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির অন্য তদবীর ১৫৪
পরীক্ষায় পাসের তদবীর ১৫৪
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তদবীর ১৫৫
নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান লাভের তদবীর ১৫৫
নিখোঁজ ব্যক্তির খবর জানার তদবীর ১৫৬
নিখোঁজ ব্যক্তিকে হাযির করার তদবীর ১৫৬
পলায়নের অভ্যাস পরিত্যাগ করার তদবীর ১৫৭
পলাতক ব্যক্তির জন্য অন্য তদবীর ১৫৭
হারানো ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনার তদবীর ১৫৭
পলাতক বা হারানো ব্যক্তির জন্য তদবীর ১৫৭
পলাতক বা হারানো ব্যক্তির জন্য অন্য তদবীর ১৫৮
পলাতক ব্যক্তির জন্য অন্য তদবীর ১৫৮

পলাতক বা হারানো ব্যক্তির অন্য তদবীর ১৫৯
হারানো বা নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান লাভের তদবীর ১৬০
হারানো লোক বা নিখোঁজ লোককে ফিরাইয়া পাইবার তদবীর ১৬০
নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য তদবীর ১৬০
পলাতক ব্যক্তিকে হাজির করার তদবীর ১৬১
বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনার তদবীর ১৬১
পলাতক ব্যক্তির সন্ধান লাভের তদবীর ১৬১
পলায়নের অভ্যাস দূর হওয়ার তদবীর ১৬২
পলাতক ব্যক্তিকে ফিরাইয়া পাওয়ার তদবীর ১৬২
পলাতক ব্যক্তিকে ফিরাইয়া পাওয়ার জন্য তদবীর ১৬২

পঞ্চম অধ্যায়

মামলা–মকদ্দমা, জেল–জুলুম ও কয়েদ খালাসীর তদবীর

মামলায় খালাস পাওয়ার তদবীর ১৬৩
নির্দোষ ব্যক্তি মামলায় খালাস পাওয়ার তদবীর ১৬৩
মোকদ্দমা হইতে খালাস পাওয়ার তদবীর ১৬৩
মকদ্দমা ও কয়েদ খালাসীর তদবীর ১৬৪
মকদ্দমায় খালাস পাইবার তদবীর ১৬৪
কয়েদ হইতে মুক্তি পাওয়ার তদবীর ১৬৪
নির্দোষ ব্যক্তি কয়েদ হইতে মুক্তির তদবীর ১৬৫
জেলখানা হইতে মুক্তির তদবীর ১৬৫
কারাগার হইতে খালাস পাইবার তদবীর ১৬৫
বন্দী মুক্তির তদবীর ১৬৬
কয়েদ খালাসীর তদবীর ১৬৬
কয়েদ খালাসীর অন্য তদবীর ১৬৭
কয়েদ খালাসীর তদবীর ১৬৮
বিচারক সদয় ও বিপদ হইতে রক্ষার তদবীর ১৬৮
হাকিমকে বাধ্য করার অন্য তদবীর ১৬৯
হাকিম মেহেরবান হওয়ার তদবীর ১৭০
হাকিম রাজী হওয়ার তদবীর ১৭০
বিচারক মেহেরবান হওয়ার তদবীর ১৭০
বচারক মেহেরবান হওয়ার অন্য তদবীর ১৭০
চাকুরী চলিয়া গেলে তাহা পাইবার তদবীর ১৭১
হাকিমকে বাধ্য করার মোবারক তদবীর ১৭১
জালেম হইতে রক্ষা পাইবার তদবীর ১৭২
অত্যাচারীকে দমন করার তদবীর ১৭২
অত্যাচারী শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদবীর ১৭২
শত্রুকে নত রাখার তদবীর ১৭২
শত্রুকে দমন করার তদবীর ১৭৩
দুই লোকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির তদবীর ১৭৩
শত্রু দমন করার তদবীর ১৭৪
শত্রু দমন করার অন্য তদবীর ১৭৪
শত্রু দমনের অন্য তদবীর ১৭৪
শত্রুকে ধ্বংস করার তদবীর ১৭৫
শত্রুকে দমন করার অন্য তদবীর ১৭৫
শত্রুকে দমন করার অন্য তদবীর ১৭৬
শত্রু ধ্বংশের অন্য তদবীর ১৭৬
শত্রু হালাক হওয়ার তদবীর ১৭৭
শত্রুর উপর জয়ী ও হাকিমকে বাধ্য

করার তদবীর ১৭৭
শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদবীর ১৭৮
শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার তদবীর ১৭৮
শত্রুর জবান বন্ধ করার তদবীর ১৭৯
শত্রুর শত্রুতা বন্ধের তদবীর ১৭৯
শত্রুর জবান বন্দির তদবীর ১৮০
শত্রুর জবান বন্দির অন্য তদবীর ১৮০
শত্রুর নিদ্রা বন্দের তদবীর ১৮১
শত্রুর নিদ্রা বন্দের অন্য তদবীর ১৮১
যুদ্ধে জয়ী হওয়ার তদবীর ১৮১
যুদ্ধে আহত না হওয়ার তদবীর ১৮২
বিভেদ সৃষ্টির তদবীর ১৮২
শত্রুর শত্রুতা হইতে রক্ষার তদবীর ১৮৩
দুই দলের মধ্যে বিরোধ মিটাইবার তদবীর ১৮৩
শত্রুকে দমন করার তদবীর ১৮৪
শত্রু দমনের অন্য তদবীর ১৮৪
শত্রু নিপাতের তদবীর ১৮৪
শত্রুর উপর জয় লাভের তদবীর ১৮৫
শত্রুর উপর বিজয়ের তদবীর ১৮৫
শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদবীর ১৮৬
হাকিমকে রাজী করার তদবীর ১৮৬
জালেমের জুলুম হইতে রক্ষার তদবীর ১৮৬
শত্রু পরাজিত হওয়ার তদবীর ১৮৭
অত্যাচারী হাকিমের অত্যাচার হইতে রক্ষার তদবীর ১৮৭
শত্রু মিত্র হইবার তদবীর ১৮৭
দুশম দমনের তদবীর ১৮৮
শত্রুর ভয় দূর হওয়ার তদবীর ১৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাবতীয় বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পাওয়া এবং উদ্দেশ্য সফল হওয়ার তদবীর ১৮৯
ভয় ও হেফাজতের জন্য আমল ১৮৯
ভয় ভীতি দূর করার আমল ১৯০
ভয় ও মুছিবত দূর হইবার আমল ১৯০
যে কোন ভয় ও মুছিবত হইতে নাজাতের আমল ১৯১
যাবতীয় বিপদ আপদ হইতে মুক্তির আমল ১৯১
ভয় ভীতি হইতে নাজাতের জন্য ছালাতুল এছমাতের আমল ১৯২
বিপদ আপদ হইতে রক্ষার জন্য ছালাতি ছেহ্হাতিন্না ফছের আমল ১৯৩
যাবতীয় বিপদ হইতে মুক্তির তদবীর ১৯৪
যাবতীয় বিপদ ও ছফরে নিরাপদে থাকার জন্য আয়াতুল কুরছির আমল ১৯৪
বিপদ মুক্তির জন্য সূরায় কাহাফের নকশা ১৯৬
বিপদ ও শত্রুতা হইতে রক্ষা এবং ধন সম্পদ ও মর্যাদা লাভের জন্য সূরায় মরিয়ামের নকশা ও আমল ১৯৬
কঠিন কাজসহজ ও শোক চিন্তা দূর হওয়ার জন্য কালেমায়ে তাইয়্যেবার নকশা ও আমল ১৯৭
বিপদ হইতে রক্ষা, জনপ্রিয়তা লাভ ও বদনজর হইতে রক্ষার জন্য দোয়ায়ে ছায়ফীর নকশা ১৯৭
বিপদ হইতে নিরাপদে থাকার ও ধনী হইবার তদবীর ১৯৮
বিপদ হইতে রক্ষা ও আগুন-পানি হইতে রক্ষার তদবীর ১৯৮
বিপদাপদ হইতে মাহফুজ থাকার তদবীর ১৯৯
রোগ শেফার তদবীর ১৯৯
নেক উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আমল ২০০
উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আমল ২০০

উদ্দেশ্য সফলের জন্য খতমে গাওছিয়ার আমল ২০১
উদ্দেশ্য সফলের জন্য সূরায় এখলাছের নকশা ও আমল ২০১
মকছুদ হাছিলের তদবীর ২০২
মকছুদ হাছিলের জন্য অন্য তদবীর ২০২
মকছুদ হাছিলের অন্য তদবীর ২০২
মকছুদ বা উদ্দেশ্য হাছিলের অন্য তদবীর ২০৩
উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য দায়েরাতুল কদর এর তদবীর ২০৩
আশকানে ছাবয়া এর তদবীর ২০৪
উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য আসকালে ছারয়া এর নকশা ২০৪
উদ্দেশ্য হাছিলের তদবীর ২০৫
সমস্যার সমাধান, রুজী বৃদ্ধি, সন্তান লাভ, জুলুম হইতে রক্ষার তদবীর ২০৫
উদ্দেশ্য সফল, মালে বরকত ও আশা পূর্ণের তদবীর ২০৬
মুশকিল আছানির তদবীর ২০৮
উদ্দেশ্য সফল ও মুছিবতের তদবীর ২০৮

সপ্তম অধ্যায়

জ্বর, বসন্ত, কলেরা ও বিভিন্ন রোগের তদবীর
জ্বর উপশমের তদবীর ২০৯
কম্পজ্বরের তদবীর ২০৯
কম্প জ্বর উপশমের তদবীর ২০৯
কম্প জ্বর দূর হওয়ার তদবীর ২০৯
কম্প জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার তদবীর ২১০
পুরাতন জ্বরের তদবীর ২১০
কম্প জ্বরের জন্য অন্য তদবীর ২১১
জ্বরের জন্য তদবীর ২১১
গাতাজ্বর বা আড়াজ্বরের তদবীর ২১২
উষ্ণতার কারণে জ্বর হইলে তাহার তদবীর ২১২
জ্বরের জন্য অন্য তদবীর ২১২
কম্প জ্বরের বিশেষ তদবীর ২১৩
বসন্ত রোগের তদবীর ২১৩
বসন্ত রোগের অন্য তদবীর ২১৩
কলেরার আক্রমণ থেকে রক্ষার তদবীর ২১৪
কলেরা হইতে বাঁচার তদবীর ২১৪
কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির তদবীর ২১৫
মহামারী হইতে রক্ষার তদবীর ২১৫
মহামারী রোগ থেকে উদ্ধার লাভের তদবীর ২১৫
মহামারী হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর ২১৬
মহামারী থেকে রক্ষার তদবীর ২১৬
প্লীহা রোগের তদবীর ২১৭
প্লীহা রোগ নিবারনের তদবীর ২১৭
প্লীহা রোগ আরগ্যের তদবীর ২১৭
অর্শ রোগ নিবারনের তদবীর ২১৮
অর্শ রোগ আরগ্যের তদবীর ২১৮
রক্ত অরিশের অন্য তদবীর ২১৯
মিরগী রোগের তদবীর ২১৯
মিরগী রোগ আরগ্যের তদবীর ২১৯
মৃগী রোগের অন্য তদবীর ২২০
মৃগী রোগের অন্য তদবীর ২২০
মিরগী রোগের অন্য তদবীর ২২০
মৃগী রোগের অন্য তদবীর ২২১
মৃগী রোগের অন্য তদবীর ২২১
নাকছির বা নাক অরিশের তদবীর ২২২
নাকছির রোগের অন্য তদবীর ২২২
রাতকানা রোগের তদবীর ২২৩
পাথরী রোগের তদবীর ২২৩
হাঁচি রোগের তদবীর ২২৩
পেশাব বন্ধ হইলে অথবা জ্বালা করিলে বা পাথরী হইলে তদবীর ২২৩
মানুষ বা পশুর পেশাব বন্ধের তদবীর ২২৪

মানুষ বা পশুর পেশাব বন্ধের অন্য তদবীর ২২৪
রক্ত অরিশের অন্য একটি তদবীর ২২৫
অর্দ্ধাঙ্গ রোগীর তদবীর ২২৫
কুষ্ঠ রোগ ও শ্বেতরোগের তদবীর ২২৫
কম্পন রোগ, শ্বেতরোগ ও কুষ্ঠ রোগের তদবীর ২২৬
শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগের জন্য আমল ২২৬
অগ্নি নিভানোর তদবীর ২২৬
অনা বৃষ্টির তদবীর ২২৭
বৃষ্টি হইবার তদবীর ২২৭
বৃষ্টি বন্ধ করিবার তদবীর ২২৭
দুর্ভিক্ষ রোধের আমল ২২৭
মান সম্মান বৃদ্ধির তদবীর ২২৭
মান সম্মান লাভের তদবীর ২২৮
মানুষের নিকট প্রিয় হওয়ার তদবীর ২২৮
ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধির তদবীর ২২৮
চাকর ও নকর বাধ্য করিবার তদবীর ২২৯
সম্মান লাভের তদবীর– ২২৯
কঠিন সমস্যা দূর করার তদবীর ২২৯
জনপ্রিয়তা লাভের তদবীর ২৩০
মিরগী রোগ আরগ্যের তদবীর ২৩০
মিরগী রোগের অন্য তদবীর ২৩১
দাস্ত রোগের তদবীর ২৩১
কুয়ার পানি শুকাইয়া গেলে উহার তদবীর ২৩১
শ্বেত রোগের জন্য তদবীর ২৩২
পাগলামী দূর করার তদবীর ২৩২
নৌকায় ভ্রমণের সময় হেফাজতের তদবীর ২৩২
ঐ অন্য তদবীর ২৩৩
সফরে নিরাপত্তার তদবীর ২৩৩
নাভী টলিয়া গেলে উহার তদবীর ২৩৪
নাভী টলিয়া ব্যথা হইলে উহার তদবীর ২৩৪
যে কোন রোগের তদবীর ২৩৬
বিভিন্ন রোগের জন্য সূরা ফাতেহার তদবীর ২৩৬
আয়াতে শেফার নকশার তদবীর ২৩৭
যে কোন রোগ শেফার তদবীর ২৩৭
যে কোন রোগ আরগ্যের তদবীর ২৩৮
যে কোন রোগ মুক্তির তদবীর ২৩৯
যাবতীয় রোগ মুক্তির তদবীর ২৩৯
যেকোন বিমারের জন্য একটি মোবারক নকশা ২৩৯

অষ্টম অধ্যায়

চোরের যাবতীয় তদবীর, হারানো বস্তু ফেরৎ পাওয়ার তদবীর এবং যৌনশক্তি বৃদ্ধির তদবীর

চোর চিনিবার তদবীর ২৪১
চোর ধরিবার উপায় বা তদবীর ২৪১
চোর চিনিবার আশ্চর্য তদবীর ২৪২
চোর ধরিবার পরীক্ষিত তদবীর ২৪২
চোর মাল সহ হাযির করিবার তদবীর ২৪৩
চোরের পরিচয় জানার তদবীর ২৪৪
মালসহ চোর উপস্থিত করার তদবীর ২৪৪
হারানো মাল ও পলাতক লোককে ফেরত পাওয়ার তদবীর ২৪৫
চোরের উৎপাত হইতে বাঁচার তদবীর ২৪৫
চোরের উপদ্রব হইতে বাঁচার তদবীর ২৪৬
হারানো জিনিষ ফেরত পাইবার তদবীর ২৪৬
হারানো বস্তু ফেরৎ পাওয়ার তদবীর ২৪৬
হারানো বস্তু বা লোক ফেরৎ পাওয়ার

অন্য তদবীর ২৪৭
চোর ধরিবার তদবীর ২৪৭
চোরাই মালপত্র পাওয়ার তদবীর ২৪৭
চুরি যাওয়া মাল ফেরৎ পাওয়ার তদবীর ২৪৭
চোর চিনিবার ফল দায়ক তদবীর ২৪৭
চোর ধরিবার ফল দায়ক তদবীর ২৪৮
চোর ধরিবার উত্তম তদবীর ২৪৮
মাল চুরি না যাওয়ার তদবীর ২৪৯
চোর চিনিবার অন্য তদবীর ২৪৯
হারানো মাল পাইবার তদবীর ২৫০
যৌন শক্তি বৃদ্ধির তদবীর ২৫০
মর্দামী শক্তি বৃদ্ধির তদবীর ২৫১
যৌন শক্তি কমিয়া গেলে উহার তদবীর ২৫১
স্ত্রী সহবাসের শক্তি বৃদ্ধির তদবীর ২৫১
পুরুষত্বহীনতার তদবীর ২৫২
পুরুষত্ব লাভের তদবীর ২৫২
দেরীতে বীর্য পাত হইবার তদবীর ২৫৩
যৌন শক্তি বৃদ্ধির উপায় ২৫৩
যৌন শক্তি বৃদ্ধির অন্য তদবীর ২৫৩
স্বপ্ন দোষ বন্ধ হইবার তদবীর ২৫৪
স্ত্রীলোকের যৌনশক্তি বৃদ্ধির তদবীর ২৫৪

নবম অধ্যায়

সাপ বিচ্ছুর দংশন, জীব জন্তুর আক্রমন, ইদুর ও পোকা মাকড়ের উৎপাত ও ফসল রক্ষা এবং গরু ছাগলে দুধ বৃদ্ধির তদবীর

সাপের বিষ নষ্ট করার তদবীর ২৫৭
সাপের বিষ ও যাবতীয় জন্তুর বিষ নষ্ট করার তদবীর ২৫৭
সাপ বিচ্ছু দংশন করিলে উহার তদবীর ২৫৮
সাপে কাটা রোগীর তদবীর ২৫৮
বিচ্ছুর দংশনের তদবীর ২৫৯
বিচ্ছুর বিষ দমনের তদবীর ২৫৯
বিচ্ছুর বিষ নষ্ট করার তদবীর ২৫৯
বিচ্ছুর বিষ ঝড়িবার তদবীর ২৫৯
বিচ্ছুর দংশন হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর ২৬০
সাপ ও বিচ্ছু দমন করিবার তদবীর ২৬০
মশা মাছি ও পিড়ার উৎপাত বন্ধের তদবীর ২৬০
মশার উপদ্রব বন্ধের তদবীর ২৬১
মশার উৎপাত দূর করার তদবীর ২৬১
ইদুরের উৎপাত দূর করার তদবীর ২৬২
ইদুর দূর করিবার টোটকা তদবীর ২৬২
ইদুর ও পোকা মাকড় দূর করার তদবীর ২৬২
পঙ্গপাল দূর করার টোটকা তদবীর ১৬৩
বন্য পশুর আক্রমণ হইতে ক্ষেত রক্ষার তদবীর ১৬৩
শস্য ক্ষেত হেফাজতের তদবীর ২৬৩
শস্য ক্ষেতের ফসল নিরাপদে রাখার তদবীর ১৬৪
বাগানের হেফাজত ও ফলন বেশী হইবার তদবীর ২৬৪
গাছে অধিক ফল লাভের তদবীর ২৬৫
বাগান নিরাপদে থাকার তদবীর ২৬৫
কুকুরে কামড়াইলে তাহার তদবীর ২৬৬
পাগলা কুকুরে বা শৃগালে কামড়াইলে উহার তদবীর ২৬৬
কুকুরে কামড় দিলে উহার তদবীর ২৬৬
পাগল কুকুর বা শৃগালের কামড়ের ঔষধ ২৬৭
বাঘ বা হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষার তদবীর ২৬৭
হিংস্র জন্তুর আক্রমণ বন্ধের তদবীর ২৬৭

কোন গৃহ পালিত পশু অবাধ্য হইলে তাহার তদবীর ২৬৮
গরু হলে বহনে শুইলে তাহার তদবীর ২৬৮
গাভী বাছুরকে দুধ না দিলে তাহার তদবীর ২৬৮
ঘোড়ার পেশাব বন্ধ হইলে তাহার তদবীর ২৬৯
ঘোড়া অবাধ্য হইলে তাহার তদবীর ২৬৯
সওয়ারী দ্রুতগামী হইবার তদবীর ২৭০
গরু, মহিষ ও ছাগলের দুধ বেশী হওয়ার তদবীর ২৭০
গাভী, মহিষ ও বকরীর দুধ বৃদ্ধির তদবীর ২৭০

দশম অধ্যায়

হায়েজ, নেফাছ, গর্ভ হওয়া, গর্ভ খালাছ, গর্ভ নষ্ট বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভ, বন্ধ্যাকরণ, ছেলে সন্তান লাভ, স্তনে দুধ বেশী হওয়া ও শিশুদের যাবতীয় তদবীর এবং মেয়েদের বিচ্ছেদের তদবীর।

হায়েজ নেফাছ জারির তদবীর ২৭১
অনিয়মিত হায়েজ নেফাছের তদবীর ২৭১
অতিরিক্ত রক্ত স্রাবের তদবীর ২৭২
অতিরিক্ত রক্ত স্রাব বন্ধের তদবীর ২৭২
গর্ভরক্ষক তদবীর ২৭৩
গর্ভ রক্ষার অন্য তদবীর ২৭৩
গর্ভ রক্ষা পাওয়ার তদবীর ২৭৩
গর্ভপাত না হওয়ার তদবীর ২৭৪
গর্ভপাত রক্ষার তদবীর ২৭৪
বন্ধ্যা মেয়েলোকের গর্ভধারণের তদবীর ২৭৫
বন্ধ্যা মেয়েলোকের সন্তান হওয়ার অন্য তদবীর ২৭৫
গর্ভ নষ্ট হইলে তাহার তদবীর ২৭৬
গর্ভ নষ্ট না হওয়ার তদবীর ২৭৬
অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধের অন্য তদবীর ২৭৭
অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধের অন্য তদবীর ২৭৭
যে কোন রক্তস্রাব বন্ধের তদবীর ২৭৭
স্বামী স্ত্রী কাহার দোষে গর্ভ হয়না তার জানিবার তদবীর ২৭৮
গর্ভ হওয়ার তদবীর ২৭৮
গর্ভ সঞ্চারের তাবিজ ২৭৮
বন্ধ্যা স্বামী স্ত্রীর সন্তান হওয়ার তদবীর ২৭৮
যে নারীর সন্তান হয়না তাহার তদবীর ২৭৯
বন্ধ্যা নারীর সন্তান হওয়ার তদবীর ২৭৯
বন্ধ্যা নারীর সন্তান হওয়ার আমল ২৭৯
বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হওয়ার তদবীর ২৮০
বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চারের তদবীর ২৮০
বন্ধ্যা নারীর পুত্র সন্তান হওয়ার তদবীর ২৮০
সন্তান লাভের তদবীর ২৮১
ছেলে সন্তান লাভের তদবীর ২৮১
ছেলে সন্তান লাভের অন্য তদবীর ২৮১
গর্ভাবস্থায় কষ্ট হইলে তাহার তদবীর ২৮২
গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে ভয় পাইলে তাহার তদবীর ২৮২
যাঁহার সন্তান বাচেনা তাহার তদবীর ২৮২
যাহার সন্তান মরিয়া যায় তাহার তদবীর ২৮৩
যাহার শিশু ছোট বেলায় মরিয়া যায় তাহার তদবীর ২৮৩
প্রসব বেদনার তদবীর ২৮৪

প্রসব বেদনার অন্য তদবীর ২৮৪
সন্তান না জন্মনোর তদবীর ২৮৫
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার তদবীর ২৮৫
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার অন্য তদবীর ২৮৫
মেয়েলোকের স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর ২৮৬
স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর ২৮৬
কোন মহিলা বা পশুর দুধ কমিয়া গেলে তাহার তদবীর ২৮৭
গর্ভবতীর পেট বেদনার তদবীর ২৮৭
প্রসব বেদনার তদবীর ২৮৮
স্তনের দুধ নিয়া গেলে তাহার তদবীর ২৮৮
কোন স্ত্রীলোকের দুধ কমিয়া গেলে তাহার তদবীর ২৮৮
মহিলার স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর ২৮৯
দুধ বৃদ্ধি হওয়ার তদবীর ২৮৯
স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর ২৮৯
মেয়েলোকের স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর ২৯০
শিশুকে দুধ ছাড়াইবার তদবীর ২৯০
দুগ্ধবতী নারীর স্তন ফুলিয়া গেলে তাহার তদবীর ২৯০
প্রসবের পরে ফুল পড়িবার তদবীর ২৯০
শিশুর বেশী কান্না বন্ধের তদবীর ২৯১
শিশুর কান্না নিবারনের তদবীর ২৯১
ঘুমের মধ্যে শিশু ভয় পাইয়া কাঁদিলে উহার তদবীর ২৯১
যে শিশু শুধু কাদে ঘুমায়না তাহার তদবীর ২৯২
যেই শিশু বেশী কাদে নিদ্রা যায় না উহার তদবীর ২৯২
যেই শিশু বেশী কাঁদে তাহার তদবীর ২৯২
শিশুর অতিরিক্ত কান্না বন্ধের তদবীর ২৯৩
যেই শিশু ঘুমের মধ্যে চমকাইয়া উঠে তাহার তদবীর ২৯৪
শিশুর অতিরিক্ত কান্না বন্ধের তদবীর ২৯৪
শিশুর দুধ ছাড়াইবার তদবীর ২৮৪
শিশুর দীর্ঘায়ুর জন্য তদবীর ২৯৫
শিশুর জবান পরিস্কার হইবার তদবীর ২৯৫
শিশুর পাঁজর ব্যথার তদবীর ২৯৬
শিশুর পাঁজর ব্যথার অন্য তদবীর ২৯৬
শিশুর হেফাজতের জন্য তদবীর ২৯৬
উন্মুছিবইয়া (মাতৃকা) রোগের তদবীর ২৯৬
মাতৃকা রোগের অন্য তদবীর ২৯৭
মেয়ের বিবাহ শিঘ্রই হইবার আমল ২৯৮
অবিবিবাহিতা যুবতী কন্যার বিবাহের তদবীর ২৯৮

একাদশ অধ্যায়

যাদু টোনা বান, বদনজর ও মুখ দোষের তদবীর
যাদু টোনার লক্ষ্য ও উহা দূর করার তদবীর ২৯৯
যাদু দমন করার প্রথম তদবীর ২৯৯
যাদু দমন করার দ্বিতীয় তদবীর ২৯৯
যাদুর আছর দমনের তৃতীয় তদবীর ৩০০
যাদুর আছর দমন করার চতুর্থ তদবীর ৩০০
যাদুর আছর দূর করার পঞ্চম তদবীর ৩০১
যাদুর আছর দূর করার ষষ্ঠ তদবীর ৩০১
যাদুর আছর নষ্ট করার সপ্তম তদবীর ৩০১
যাদু টোনা নষ্ট করার অমূল্য অষ্টম

তদবীর ৩০২
যাদু টোনার আছর নষ্ট করার পরীক্ষিত নবম তদবীর ৩০২
ছোট বালক বালিকাদের যাদুর আছর দূর করার তদবীর ৩০৪
যাদু টোনার আছর নষ্ট করার দশম তদবীর ৩০৪
যাদু টোনা নষ্টের একাদ্বশ তদবীর ৩০৫
যাদু টোনার আছর নষ্টের দ্বাদ্বশ তদবীর ৩০৫
যাদুর আছর নষ্ট করার ত্রয়োদ্বশ তদবীর ৩০৬
যাদুর আছর নষ্ট করার চতুর্দ্বশ তদবীর ৩০৬
যাদু টোনার আছর দূর করার উনিশতম তদবীর ৩০৭
বান ও যাদুর আছর দূর করার বিশতম তদবীর ৩০৭
যাদুর আছর নষ্ট করার একুশতম তদবীর ৩০৮
যাদুর আছর ব্যর্থ হইবার তদবীর ৩০৯
জ্বিনের মাধ্যমে যাদুর আছর দূর করার তদবীর ৩০৯
জ্বিন শয়তানের যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার তদবীর ৩১০
বদনজর বা মুখ দোষ চিনিবার তদবীর ৩১০
বদ নজরের তদবীর ৩১২
বদ নজর দূর করার তদবীর ৩১৩
বদ নজরের আছর দূর করার তদবীর ৩১৩
বদ নজর হইতে রক্ষার তদবীর ৩১৪
বদ নজর দূর করার অন্য তদবীর ৩১৫
বদ নজর ও জ্বিন ভূতের আছর হইতে রক্ষার তদবীর ৩১৫
বদ নজরের অন্য তদবীর ৩১৬
বদ নজরের অন্য তদবীর ৩১৬
জ্বিন ও মানুষের বদ নজরের তদবীর ৩১৬
বদ নজরের অন্য তদবীর ৩১৭
বদ নজরও মুখ দোষের তদবীর ৩১৮
বদ নজর দূর করার জন্য তদবীর ৩১৮
শিশুদের উপর বদনজরের তদবীর ৩১৮
মুখ দোষের তদবীর ৩১৯
বদ নজর মুখ দোষের আছর দমন করার তদবীর ৩১৯
মুখ দোষের তদবীর ৩২০
বদ নজরের আছর দূর করার তদবীর ৩২০
বদ নজর দূর করার অন্য তদবীর ৩২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমালিয়াতের বিবরণ

কুরআন শরীফ মুমিন বান্দাদের জন্য অপূর্ব নিয়ামত স্বরূপ। ইহা যেমন মানুষদিগকে তাহাদের রূহানী রোগ-ব্যধি বিদূরিত করিয়া খাঁটি মানুষরূপে গঠন করিয়া থাকে, তেমন মানবকুলের রোগ-ব্যধি, শোক-তাপ,দুঃখ-দুর্দশা, বালা-মুছিবত, অভাব-অনটন ইত্যাদি বিদূরিত করিয়া তাহাদেরকে শান্তিময় জীবন যাপনের সুযোগ দান করিয়া থাকে।

পবীত্র কালামে পাকে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থঃ- আর আমি কুরআন শরীফের এরূপ কতিপয় অংশ নাযিল করিয়াছি যাহা মুমিনদিগের জন্য শেফা ও রহমত স্বরূপ।

ধর্মানুরাগী বুযুর্গ আলেমগণরা কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত সমূহের আমল করিয়া অপূর্ব ফল লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহা ব্যতিত তাহারা অন্যান্য মানুষদিগের উপকার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং দোয়া, কালাম ও তাবিজের মাধ্যমে অশেষ উপকার করিতেছেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, বহু লোকে কঠিন বিমারে আক্রান্ত হইয়া ডাক্তারী মতে অনেক টাকা পয়সা খরচ করিয়া আরগ্য না হইয়া হতাশাগ্রস্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত একজন বুজুর্গ আলেমের একটু পানি ও তৈল পড়া বা তাবিজ ব্যবহার করিয়া তাহারা আরগ্য লাভ করিয়াছেন। এইরূপ উদাহরণ হাজার হাজার পাওয়া যায়। যেমন জ্বিন-পরীর আছর বা যাদুটোনা ও বাণের আছর ডাক্তার দ্বারা কখনো ফল পাওয়া যায় না ইহা শুধু আল্লাহর কালামের দ্বারা বুজুর্গ লোকের মাধ্যমে ঝাড়-ফুক ও তাবিজের দ্বারা আরগ্য লাভ হইয়া থাকে।

আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে যে কোন আমলের ফল অবশ্যম্ভাবী। চেষ্টা সাধনা কখনো বিফল হয় না, যদি উহার ফলাফল সম্পর্কে দিলের

ভিতর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে আমলের মাধ্যমে কোন ফল লাভ হয় না। আমল কারীকে কতকগুলি শর্তাবলী পালিত করিতে হয়, উহা নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ-

১। আমলকারী সর্বদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলিবে না, শয়তানী ধারণা হইতে অন্তরকে পাক রাখিতে হইবে, সর্বদা হালাল খানা খাইতে হইবে। আমল করিবার সময় উদ্দেশ্যের নিয়ত করিয়া অন্তরে উহার খেয়াল রাখিয়া মনোযোগী হইতে হইবে। নতুবা উহার দ্বারা কোন উপকার হইবে না।

২। আমলকারী যে উদ্দেশ্যে যতদিন আমল করিবে, তখন কোন জীব-জন্তুর গোস্ত খাইবে না। এবং মাছ, ডিমও ভক্ষণ করিবেনা, পিয়াজ ও রশুন না খাওয়া উত্তম। এই বস্তুগুলি হইতে আমলকারী বিরত থাকিলে তাহার আমলে উপকার আশা-করা যায়।

৩। আমালিয়াতের জন্য সময় নির্দ্ধারণ করা একান্ত জরুরী। যেমন যে কোন আমল প্রথম দিন জালালী বা জামালী সময়ের ভিতরে আরম্ভ করিতে দৈনিক ঐ সময়ের ভিতরেই সেই আমল করিবে। সময়ের হেরফের করিলে ক্ষতির সম্ভাবণা থাকে।

৪। আমলের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। জরুরী কারণ ব্যতীত স্থান পরিবর্তন করা উচিৎ হইবে না। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একই বিছানার উপর আজিফা পড়িতে হইবে, স্থান পরিবর্তন করিবে না।

৫। যখন যেই আমল শুরু করিবে উহা চন্দ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের পূর্বে অর্থাৎ চৌদ্দ তারিখের পূর্বে শুরু করিবে।

৬। যে সময় আমল করিতে মনস্থ করিবে, তখন সর্বাগ্রে তিনবার অথবা সাতবার ছার ফুঁক দিবে। তারপর শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা বসার স্থানের চতুর্দিকে রেখা টানিয়া বন্ধকী দিয়া লইবে। তারপর যথা নিয়মে আমল করিবে।

৭। যখন যেই এছেম বা দোয়া পাঠ করিবার এরাদা করিবে যদি উহার প্রথম অক্ষর এবং পাঠকারীর নামের প্রথম অক্ষর জালালী অথবা জামালী হয় তবে তাহার ফলাফল শিঘ্রই ফলিবে।

৮। যখন কোন আলেম আমলের যাকাত আদায় করিয়া থাকে, তখন তাহার জন্য কর্তব্য হইবে যে প্রতিদিন সাত বার অথবা ১২বার কিংবা তাহার চেয়ে আরো বেশী পরিমাণে উহা পাঠ করা। খেয়াল রাখিতে হইবে উহা যেন কোন দিন বাদ না যায়। যাকাতের নিয়মাবলী সম্মুখে বর্ণনা করা হইবে।

৯। আমল করিবার জন্য বুজুর্গ আলেম বা পীর মাশায়েখের এজাজত একান্ত জরুরী। এজাজত ছাড়া আমল করিলে ক্ষতি হইবে। অতএব আমল কারীকে অবশ্যই এজাজত লইতে হইবে।

আমল বা তাবিজ লিখিবার দিন—ক্ষণ

প্রতি মাসকে দশ দিন করিয়া তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম দশ দিন–রুজী রোজগার, ধনদৌলত বৃদ্ধি, উদ্দেশ্য সফল এবং বিজয় লাভের জন্য। দ্বিতীয় দশদিন–প্রেম, ভালবাসা, মহব্বৎ ও অবাধ্যকে বাধ্য করিবার জন্য। তৃতীয় দশদিন–শত্রুর শত্রুতার জন্য। সকল আমলকারীকে আমল করিবার সময় উপরোক্ত দিনক্ষণের প্রতি লক্ষ রাখিতে হইবে।

রোগমুক্তি, রুজী বৃদ্ধি এবং অপরকে বাধ্য করা বা বশীভূত করার জন্য সোমবারে আমল বা তাবিজ লিখিবে। ধন–দৌলত বৃদ্ধির বা উন্নতির জন্য বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ছাড় শনিবার, রবিবার ও শঙ্গলবার আমল করিবে। আর জবান বন্ধ করিবার জন্য রবিবার ও বুধবার আমল করিবে।

তাবিজেরপ্রকারভেদ

তাবিজ বিশারদগণ সমস্ত তাবিজকে চার ভাগে ভাগ করিয়াছেন যথা—

১। আতশী, ২। আবী, ৩। বাদী ও ৪। খাকী।

প্রথম প্রকার আতশী তাবিজ ঐসকল তাবিজকে বলা হয় যাহা আগুণের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয় কিংবা চুলার মধ্যে বা পার্শ্বে গাড়িয়া রাখা হয়। এই সকল তাবিজ বিজয়, জবান বন্ধ কিংবা নিদ্রা বন্ধের জন্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার বাদী তাবিজ ঐ সকল তাবিজকে বলা হইয়া থাকে যাহা কোন বৃক্ষের ডালে বাঁধিয়া রাখা হয় কিংবা কোন উচু স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখা হয় যাহাতে উহা বাতাসের দ্বারা নড়াচড়া করিতে পারে। এই প্রকারের তাবিজ প্রেম-ভালবাসা ও মহব্বতের জন্য হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার আবী তাবিজ ঐ সকল তাবিজকে বলা হইয়া থাকে যাহা সাগর, নদী কিংবা যুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকারের তাবিজ বন্দীমুক্তি ; নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান কিংবা অবাধ্যকে বাধ্য করিবার জন্য হইয়া থাকে।।

চতুর্থ প্রকার খাকী তাবিজ ঐসকল তাবিজকে বলা হইয়া থাকে যাহা খাটের নীচে, রাস্তার চৌমাথায় কিংবা যেকোন রাস্তায় অথবা করব স্থানে ও পাহাড় পর্বতে গাড়িয়া রাখা হয়। এই প্রকারের তাবিজ অবাধ্যকে বাধ্য করা বিংবা উভয়ের মধ্যে জুদায়ী অথবা শত্রু ধংশ করার জন্য হইয়া থাকে।

আতশী, আবী, বাদী, ও খাকী তাবিজ লিখিবার শর্ত সমূহ

১। আতশী তাবিজ লিখিবার শর্ত হইতেছে-আলেমকে পূর্বদিকে মুখ করিয়া চুলা অথবা প্রজ্জলিত আগুনের নিকট বসিয়া লিখিতে হইবে।

২। বাদী তাবিজ লিখিবার শর্ত হইতেছে-আলেমকে পশ্চিমমুখী হইয়া উঁচু স্থানে যেখানে বাতাস চলাচল করে সেখানে বসিয়া তাবিজ লিখিবে।

৩। আবী তাবিজ লিখিবার শর্ত হইতেছে-আলেমকে উত্তরমুখী হইয়া নদীর কিনরায় বা পুকুরের পাড়ে অথবা যেকোন জলাশয়ের নিকট বসিয়া তাবিজ লিখিবে। যদি উপরোক্ত প্রকারের স্থান পাওয়া না যায় তাহা হইলে একটি কলসীতে পানি ভর্তি করিয়া উহার পার্শ্বে বসিয়া তাবিজ লিখিবে।

৪। খাকী তাবিজ লিখিবার শর্ত হইতেছে-দক্ষিণ মুখী হইয়া খালী গৃহে সুগন্ধি জালাইয়া তাবিজ লিখিবে।

আমলের যাকাতের নিয়ম

সকল প্রকার আমলের নিয়ম হইতেছে এই যে, যে এছেম বা যে দোয়া ও আয়াতের আমল করিবার এরাদা করিবে তাহার আবজাদী সংখ্যা বাহির

করিতে হইবে। এবং সেই হিসাবের সংখার পরিমান নির্দিষ্ট স্থানে একই সময়ে চল্লিশদিন পর্যন্ত সেই দোয়া বা এছেম কিংবা আয়াত পাঠ করিতে হইবে।

আর তাবিজের যাকাতের নিয়ম এই যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত নকশার যত সংখা হইবে তত সংখ্যা পরিমাণ তাবিজ লিখিয়া আটার ভিতরে আলাদা ভাবে ভরিয়া গুলি বানাইবে। এরপর সমস্ত গুলি নদীতে নিক্ষেপ করিবে। এইভাবে চল্লিশ দিন পুরা হইলে পর তাবিজের যাকাত আদায় হইবে। ইহার পরে সেই তাবিজ যে রোগের জন্য লিখিয়া দিবে উহার ফলাফল শিঘ্রই লাভ করিবে।

দোয়া করিবার নিয়ম—পদ্ধতি

হযরত রাছূলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন–যখন দোয়া করিবে তখন সর্ব প্রথম আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিবে, তাহার পরে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে। ইহার পরে স্বীয় গুনাহের কথা স্বীকার করিয়া কান্নাজরিত কণ্ঠে কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট মাফ চাহিবে এবং দোয়া কবুলের বাসনা অন্তরে রাখিবে। আল্লাহর রহমতে দোয়া কবুল হইবে। কিন্তু কোন পাপ কার্যের জন্য দোয়া করিলে কিংবা আত্মীয়তা ছিন্ন করিলে দোয়া কবুল হইবে না। দোয়া কবুল হইবার তিনটি স্তর বা নিদর্শন রহিয়াছে।

প্রথমত সেই বিষয়ের জন্য দোয়া করা হয় আল্লাহ তাআলা তাহাই বাস্তবায়িত করেন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নিকট যেই বিষয়ের জন্য দোয়া করা হইয়াছে উহা বাস্তবায়িত না করিয়া অন্য কোন বিপদ যাহা তাহার উপর প্রবর্তিত হইবার ছিল তিনি তাহা দূর করিয়া দেন। তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে সেই দোয়ার প্রতিফল না দিয়া আখেরাতের জন্য উহার ছওয়ার জমা রাখিয়া দেন।

হযরত রাছুলে করীম (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন- যেই সকল দোয়ার প্রতিফল পৃথিবীতে দেওয়া হয়না উহা কেয়ামতের দিন দেওয়া হইবে। সেই লোক কেয়ামতের দিন মহা বিপদের সময় উহার প্রতিফল দেখিয়া

বলিবে যে, হে আল্লাহ তাআলা! আমি আগেই জানিয়া ছিলাম, আমার দোয়ার বদলা এত অধিক। তখন সে ব্যক্তি আফছুছ করিয়া বলিবে যে, যদি পৃথিবীতে আমার কোন দোয়া কবুল না হইত তবে এখন কতইনা ভাল হইল। অতএব দোয়ার প্রতিফল দুনিয়াতেই যে ফলিবে এমন ধারণা করা ঠিক নয়। আবার অনেক সময় দোয়ার প্রতিফল অনেক দেরিতেও ফলিয়া থাকে। যেমন হযরত নূহ (আঃ) এর কওমের জন্য যে বদদোয়া করিয়া ছিলেন উহা চল্লিশ বৎসর পরে তুফান হিসাবে ফলিয়াছিল। মূল কথা হইতেছে এই যে, আল্লাহর দরবারে দোয়া করিয়া উহার প্রতিফলের জন্য তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা কোন কোন দোয়ার প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গে কবুল করিয়া থাকেন। আবার কখনো দেবিরতে প্রতিফল দিয়া থাকেন বা কখনো উহা কেয়ামতের জন্য জমা করিয়া রাখেন।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে নিয়াশ হওয়া ঠিক নয়। তিনি কোরআন শরীফে ঘোষণা করিয়াছেন– "তোমরা আল্লাহ তাআলার রহমত হইতে কখনো নিরাশ হইওনা।"

দোয়া কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত হইতেছে, দোয়াকারীকে অবশ্যই হালাল রুজী ভক্ষণ করিতে হইবে। যাহার হারাম বস্তু পানাহার করিবে ও হারাম পোষাক পরিধান করিবে তাহাদের দোয়া কখনো কবুল হইবে না। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। বিশেষভাবে যাহারা আমল করিবে, তাবিজ ইত্যাদি লিখিবে, তাহারা অবশ্যই হালাল বস্তু পানাহার করিবে ও মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তাবিজের কিতাব

প্রথম অধ্যায়

ধন সম্পদ, রুজি বৃদ্ধি, ব্যবসায় উন্নতি, অভাব মোচন ও ঋণমুক্তির আমল ও তদবীর, রোগীর অবস্থা ও রোগ চিনিবার তদবীর

যে কোন রোগীর কিংবা জ্বিনে পাওয়া ব্যক্তির অবস্থা জানার প্রয়োজন হইলে, সেই রোগীর কপালের চুলের গোড়া হইতে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথার নখ পর্যন্ত নীল রংয়ের সাতটী সূতা দ্বারা মাপ দিবে। তারপর উক্ত সূতার উপর একবার দুরূদ শরীফ, সাতবার সূরা ফাতেহা ও একবার আয়াতুল কুরছী পাঠ করিয়া প্রতিবারে দম করিবে। ইহার পর নিম্নোক্ত দোয়াটি সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবার সূতায় ফুঁক দিবে। দোয়া এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قَيُوْشٍ مَقُشٍ رَجْمُشٍ مِيْعَاشٍ شَاقِيْشٍ مَاشٍ اَبُوْشٍ- بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ– ক্বায়ুশিন মাক্বশিন রাজমাশিন মিআশিন শাক্বিছিন মাশিন্ আবুশিন, বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

ইহার পর পূর্বের মত সুতাটি রোগীর কপাল হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত মাপ দিবে। যদি উক্ত সূতা এক আঙ্গুল কম হয় তবে মনে করিতে হইবে যে, রোগীর উপর দানবের আছর আছে। যদি দুই আঙ্গুল কম হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার উপর জ্বিনের আছর আছে। আর তিন আঙ্গুল কম হইলে মনে করিতে হইবে যে, তাহার উপর যাদু টোনা করা হইয়াছে। আর চার আঙ্গুল কম হইলে বুঝিতে হইবে যে উনম্মুছ্বিবিয়ান হইয়াছে। যদি উক্ত সূতা এক আঙ্গুল বর্দ্ধিত হয় তবে বুঝিতে হইবে তাহার উপর বদ নজর বা মুখ দোষ লাগিয়াছে। দুই আঙ্গুল কম হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভূত প্রেতের আছর হইয়াছে। তিন আঙ্গুল

কম হইলে বাস্তবাতাশের দোষ লাগিয়াছে মনে করিবে। চার আঙ্গুল কম হইলে জ্বর মনে করিবে। আর যদি উক্ত সূতা কম- বেশী কিছুই না হয় অর্থাৎ সমান থাকে তবে শারীরিক রোগ মনে করিবে।

রোগীর রোগ চিনিবার দ্বিতীয় তদবীর

যে কোন একটি পাত্রের উপর নিম্নোক্ত তাবিজটি কালি দিয়া লিখিয়া পাত্রটি আগুনের উপর রাখিবে। যদি পাত্রটি গরম হইবার পরে তাবিজের অক্ষরগুলি কালোবর্ণ হইয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে শারীরিক অসুস্থতা। আর যদি উহা সাদা বর্ণ ধারণ করে তবে মনে করিতে হইবে যে, যাদু টোনা করা হইয়াছে। আর যদি উক্ত তাবিজ লালবর্ণ হয় তবে মনে করিতে হইবে যে জ্বিন-ভূতের আছর হইয়াছে। তাবিজটি এইঃ-

مصطلحهم طلعسول ١١٣١١ ع ح عصـ ١١٨ ١١ عصـ ١١١١

রোগীর রোগ পরীক্ষার তৃতীয় তদবীর

কোন লোকের উপর জ্বিন-পরীর আছর কিংবা যে কোন রোগ পরীক্ষা কারীবার প্রয়োজন হইলে অজু করিয়া নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিবে। তারপর উহার উপর এই নামগুলি সাতবার পাঠ করিয়া সাতবার ফুঁক দিবে। নামগুলি এই- ملحشفا একবার بلحشفا দুইবার ملحشفا তিনবার।

তারপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া রোগীর হাতের তালুতে ফুঁক দিবে।

اَرْسَلْنَا اَثْمَرَ عَلَقَ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ حَاضِرْ اُنْدْ بَنْدْ شُوْدْ -

যদি রোগীর মাথা ঘুরায় তবে যাদু টোনার আছর মনে করিবে। আর যদি কাঁদিতে থাকে তবে জ্বিন-ভূতের আছর মনে করিবে। আর যদি রোগীর উপর কোন ক্রিয়া না হয় তবে শারীরিক রোগ মনে করিবে।

জ্বিন-পরীর আছর বা রোগ পরীক্ষার চতুর্থ তদবীর

মাটির তৈরী একটি নতুন বাসনে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া রোগীর শরীরের উপর দিয়া উহা সাতবার ঘুরাইবে। তারপর উক্ত বাসনটি প্রজ্জ্বলিত

আগুনের উপর রাখিয়া গরম দিবে। যদি অক্ষর গুলি সাদাবর্ণ হইয়া যায় তবে যাদু টোনার আছর মনে করিবে। আর যদি অক্ষরগুলি লালবর্ণ হয় কিংবা মিটিয়া যায় তবে জ্বিন-ভূতের আছর মনে করিবে। আর যদি কালো বর্ণ হয় তবে শারীরিক রোগ মনে করিবে। নকশাটি এই-

٣٤١١١١٢ ح٧ع٥١٨٣١١

রুজী বৃদ্ধি ও সকল প্রকার সমস্যা হইতে মুক্তির আমল

রুজি বৃদ্ধি এবং সকল প্রকার কঠিন বিপদ হইতে মুক্তির জন্য সূরা ওয়াক্বেয়ার খতম শরীফ পাঠ করা অতিশয় ফলদায়ক। খতম পাঠ করিবার নিয়ম হইতেছে এই যে, বুধবার দিন আছরের নামাজের ওয়াক্তের পূর্বক্ষণে গোছল করতঃ আউয়াল ওয়াক্তে আছরের নামাজ আদায় করিবে। তাহার পর বসা অবস্থায় একবার সুরা ওয়াক্বেয়া পাঠ করিবে। দ্বিতীয় দিন উক্ত নিয়মে গোছল করিয়া নামাজ আদায় করিয়া সূরা ওয়াক্বেয়া দুইবার পাঠ করিবে। উক্ত নিয়মে তৃতীয় দিন তিনবার, চতুর্থ দিন চার বার, পঞ্চম দিন পাঁচ বার পাঠ করিবে। এই নিয়মে দৈনিক একবার করিয়া বাড়াইয়া পড়িতে পড়িতে চল্লিশ দিনের দিন চল্লিশবার পড়িয়া খতম শেষ করিবে। এবং প্রত্যহ খতম পড়া যেন মাগরিব নামাজের পূর্বেই শেষ হয়।

রুজী বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষিত আমল

যে কোন চন্দ্র মাসের প্রথম দিন রাত্রে চাঁদ দেখিবে, তখন সূরা ফাতেহা এক হাজার মরতবা পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি চল্লিশ মরতবা পাঠ করিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে নিজ উদ্দেশ্য সফলের জন্য রোনাজারী সহকারে মোনাজাত করিলে, আল্লাহ তায়ালা তাহার রিজিক বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। কখনো রিজিকের অভাব হইবে না। দোয়াটি এই-

رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَرَزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ *

উচ্চারণঃ— রাববানা আনজিল আলাইনা মাত্রদাতাম্ মিনাচ্ছামাত্র

তাকুনা লানা ঈদান লি–আউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা, ওয়া আয়াতাম্ মিনকা ওয়ারজু ক্বনা ওয়া আনতা খাইরুর রাজিক্বীন।

তাহার পরে নিম্নের দোয়াটি বিশবার পাঠ করিবে।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ - اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا-

উচ্চারণঃ– ওয়া মাঁইয়্যাত্তাক্বিল্লাহা ইয়াযআল লাহু মাখ্‌রাজান্ ওয়া ইয়ার যুক্বহু মিন্ হাইছু লা ইয়াহ্‌তাছিব ওয়া মাঁইয়্যা তাওয়াক্‌কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাছবুহু, ইন্নাল্লাহা বালিগু আমরিহী ক্বাদ জাআলাল্লাহু লিকুল্লি শইয়িন, ক্বাদ্‌রা।

রুজি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ একটি আমল

যদি কোন লোক অতিশয় অভাবগ্রস্থ হইয়া দুঃখ কষ্টে পতিত হইয়া দিনাতিপাত করে। সেই লোক বিছমিল্লাহ লিখিয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত এগার দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বাদে সাত শত ছিয়াশি বার "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করিবে। এবং উহা পাঠ করিবার পূর্বে ও পরে এগার বার করিয়া যে কোন একটি দুরুদ শরীফ পাঠ করিবে। তাহা হইলে আল্লাহ রাববুল আলামীন তাহাকে গয়েব হইতে অশেষ রিজিক দান করিবেন। আর যদি এই আমল সদা সর্বদা পালন করে, তবে জীবনে কখনো কাহা ও মুখাপেক্ষী হইবে না।

রুজি বৃদ্ধি ও করজ মুক্তির আমল

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া দৈনিক ফজরের নামাজের পরে একশত বার করিয়া পাঠ করে, তবে সেব্যক্তি আল্লাহর রহমতে কোন দিন অভাবগ্রস্ত হইবেনা। এবং তাহার রিজিক বাড়াইয়া দিবেন ও করজ থাকিলে তাহা আদায় হইয়া যাইবে। দোয়া এইঃ–

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّاهُوَ- وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّايَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

উচ্চারণঃ— ওয়া ইন্‌দাহু মাফাতিহুল গাইবি লা ইআ'লামুহা ইল্লা হুয়া, ওয়া ইয়ালামু মাফিল বাররি ওয়াল বাহ্‌রি ওয়ামা তাছ্‌কুতু মিন ওয়ারাক্বাতিন্ ইল্লা ইয়া'লামুহা, ওয়ালা হাববাতিন ফী যুলুমাতিল আরদ্বি ওয়ালা রাত্ববিঁও ওয়ালা ইয়াবিছিন্ ইল্লা ফী কিতাবিম্ মুবীন।

রিজিক বৃদ্ধির জন্য তদবীর

যদি অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া গলায় অথবা হাতে ব্যবহার করে, তবে জীবনে কখনো রিজিকের অভাব হইবে না। নকশাটি এই—

يافتاح	٦	يارزاق
٩	٤	٧
١	٣	٥
١٠	٢	٨
ياأحد	٥	ياصمد

ধন দৌলত বৃদ্ধির জন্য তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া সঙ্গে ব্যবহার করে, তবে তাহার রুজি ও ধনদৌলত বৃদ্ধি পাইবে, জীবনে অভাবে পতিত হইবেনা। ইনশাআল্লাহু তায়ালা। নকশা এই—

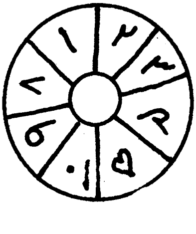

রুজি বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উন্নতির তদবীর

যদি কেহ নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া পাদুলিতে ভরিয়া সঙ্গে ব্যবহার করে, তবে তাহার রুজি বৃদ্ধি হইবে, ব্যবসায় অধিক মুনাফা হইবে। তাকুরীতে উন্নতি হইবে এবং কৃষিকার্যে উন্নতি হইবেবং সর্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

الرحيم	الرحمن	الله	بسم
بسم	الله	الرحمن	الرحيم
الرحمن	الرحيم	بسم	الله
الله	بسم	الرحيم	الرحمن

কাহারো নিকট মুখপেক্ষী না হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি আকীক পাথরে খুদিয়া আংটি বানাইয়া সঙ্গে রাখে কিংবা রুপার পাতে খুদিয়া ব্যবহার করে, তবে তাহার কোন অভাব থাকিবেনা বা কাহারও মোহতাজ হইবে না। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

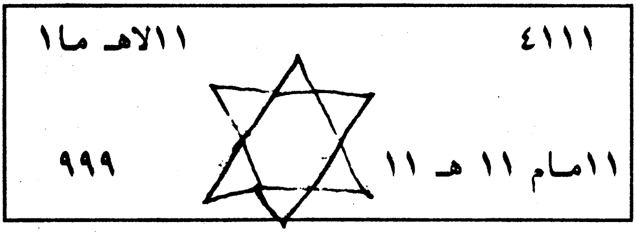

গায়েবী মদদে রুজি বৃদ্ধির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া রুপার মাদুলিতে ভরিয়া সঙ্গে ধারন করে, তবে আল্লাহর রহমতে তাহার জন্য গায়েবী মদদে

রিজিক আসিয়া পৌছিবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

٤	٩	١
٢	٥	٧
٨	ياوهاب	٦

রিযিক ও মান—সম্মান বৃদ্ধির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি রোজার মাসের পুর্নিমার রাত্রিতে চাঁদের আলোতে বসিয়া নিম্নোক্ত নকশাটি রুপার পাতে খুদিয়া শরীরে ব্যবহার করে, তবে আল্লাহর রহমতে দুনিয়াতে তাহার রিযিক ও মান–সম্মান বৃদ্ধি হইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٤٩٨	١٥٠١	١٥٠٥	١٢٩١١
١٥٠٤	١٤٩٢	١٤٩٧	١٥٠٢
١٤٩٣	١٥٠٧	١٤٩٩	١٤٩٦
١٥٠٠	١٤٩٥	١٤٩٤	١٥٠٦

রিযিক বৃদ্ধির জন্য একটি আমল

দৈনিক কোন ব্যক্তি খেয়ালের সহিত যদি নিম্নে বর্ণিত আয়াতে কারীমা একহাজার বার পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাআলা গায়েবী সাহায্যে তাহার রিযিক বর্দ্ধিত করিয়া দেন। আয়াতটি এইঃ–

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَا الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ –

উচ্চারণঃ– আল্লাহু লাতীফুন্ বি–ই'বাদিহী, ইয়ারযুক্ব মাঁইয়াশাউ ওয়া হুয়াল ক্বাবিয়্যুল আযীয।

রিযিক বৃদ্ধির জন্য আর একটি আমল

হযরত খাজা বাহাউদ্দীন (রঃ) বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি জোহরের নামাজ আদায় করিবার পরে একশত বার সূরায় আলাম নাশরাহ লাকা পাঠ করিবে, তাহার জন্য রাববুল আলামীন গায়েব হইতে রিযিক পাঠাইবেন।

রিযিক বৃদ্ধির জন্য একটি অমূল্য আমল

যদি কোন ব্যক্তি দৈনিক রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে একবার করিয়া সূরায় ওয়াক্বিয়া পাঠ করে, তবে তাহার জীবনে কখনো রিযিকের অভাব হইবে না।

রিযিক বৃদ্ধির জন্য আর একটি অমূল্য আমল

যদি কোন ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পরে এক হাজার এক শতবার "ইয়া মুগ্নিয়ু" এবং একচল্লিশবার সূরায় সুজ্জাম্মিল পাঠ করে, তবে তাহার জীবদ্দশায়। রিযিকের অভাব হইবে না।

রুজী বৃদ্ধির জন্য বিছমিল্লাহ শরীফের আমল

যদি কেহ বিছমিল্লাহ শরীফের খতম আমল করে, তবে তাহার রুজি বৃদ্ধি হইবে, যাবতীয় মুশকিল সহজ হইয়া যাইবে। আর তাঁহার দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করিবেন। বিসিল্লাহ শরীফের খতমের নিয়ম এই যে, সূর্য্য পূর্ব আকাশে থাকা অবস্থায় অজু করিয়া নিম্নোক্ত বিছমিল্লাহর নকশাদ্বয় লিখিবে। দৈনিক একাধারে সাত দিন পর্যন্ত সতশত ছিয়াশিবার বিছমিল্লাহ শরীফ পাঠ করিবে। সাত দিন পুরা হইবার পরে পুনঃ একশত বত্রিশবার বিছমিল্লাহ শরীফ পাঠ করিয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে। আর লিখিত নকশাদ্বয় কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিবে। নকশাদ্বয় এইঃ–

٧٨٦

١٩٦	١٩٩	٢.٢	١٨٩
٢.١	١٩.	١٥٩	٢..
١٩١	٢.٥٨	١٩٧	١٩٨
١٩٨	١٩٣	١٩٢	٢.٣

৭৮৬

الريم	الرحمن	الله	بسم
بسم	الله	الرحمن	الرحيم
الرحمن	الرحيم	بسم	الله
الله	بسم	الرحيم	الرحمن

রিযিক বৃদ্ধি ও আভাব দূর হওয়ার তদবীর

যাবতীয় অভাব অনটন দূর হওয়ার জন্য এবং রিযিক বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি আংটির উপরে খোদাইয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে অভাব দূরীভূত হইয়া রিযিক বৃদ্ধি হইবে। নকশাটি এইঃ-

ال الا ه انت البصيرة ١١١ = ١١١ف

গায়েবী মদদে রিযিক বৃদ্ধির তদবীর

যদি কোন লোক নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করে, তবে আল্লাহর মদদে গয়েবী রিযিক আসিবে। নকশাটি এইঃ-

৭৮৬

٧٦	٨٠	٨٣	٦٩
٨٢	٧	٧٥	٨١
٧١	٨٥	٧٨	٧٤
٧٩	٧٣	٧٢	٨٤

রিযিক বৃদ্ধির জন্য আর একটি তদবীর

রিযিক বৃদ্ধি হওয়ার নিয়াতে এই নকশাটি কাগজে লিখিয়া ঘরের দেওয়ালে বা বেড়ায় লাগাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে প্রচুর পরিমানে

রিযিক বৃদ্ধি হইবে। নকশাটি এই–

٧٨٦

٢	١٣	١٢	٧
١١	٨	١	١٤
٥	١٠	١٥	٤
١٦	٣	٦	٩

রুজী বৃদ্ধি ও উদ্দেশ্য লাভের তদবীর

দৈনিক একবার করিয়া সাত দিন পর্যন্ত সূরায় নহল পড়িলে, আল্লাহর রহমতে উদ্দেশ্য সফল হইবে, রিযিক বর্দ্ধিত হইবে। আর হরিনের ঝিল্লিতে নিম্নোক্ত উহার নকশা লিখিয়া শরীরে ব্যবহার করিলে আল্লাহর মেহেরবাণীতে সর্বপ্রকার সাপ ও বিচ্ছুর ধ্বংশন হইতে রক্ষা পাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١١٣٦٥٥	١١٣٦٥٠	١١٣٦٥٧
١١٣٦٥٦	١١٣٦٥٤	١١٣٦٥٢
١١٣٦٥١	١١٣٦٥٨	١١٣٦٥٢

রুজী বৃদ্ধির জন্য সূরা ছাফ্‌ফাতের তদবীর

সূায়ে ছাফ্‌ফাতের নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে রুজী বৃদ্ধি হইবে ও সংসারে উন্নতী হইবে।

নকশা এইঃ–

٨٧٦

٦٦١٨٨	٦٦١٩١	٦٦١٩٤	٦٦١٨١
٦٦١٨٢	٦٦١٨٢	٦٦١٨٧	٦٦١٩٢
٦٦١٨٣	٦٦١٩٢	٦٦١٩٠	٦٦١٨٦
٦٦١٩٠	٦٦١٨٥	٦٦١٨٤	٦٦١٩٥

রুজি বৃদ্ধি ও ধন লাভের তদবীর

যদি কেহ সূরায় জারিাত পঁচাত্তরবার পাঠ করে, তবে তাহার সংসারের অভাব দূর হইয়া যাইবে এবং প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ লাভ করিবে। আর এই সূরা পাঠ করিয়া গর্ভবতীর শরীরে ফুঁক দিলে অতি সহজে সন্তান প্রসব করিবে। এবং এই সূরার নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে সে কোন দিন অভাবগ্রস্ত হইবে না। নকশা এই ঃ–

٧٨٦

٣٩٨٤٩	٣٩٨٤٤	٣٩٨٥١
٣٩٨٥٠	٣٩٨٤٨	٣٩٨٤٦
٣٩٨٤٥	٣٩٨٥٢	٣٩٨٣٧

রুজী বৃদ্ধির জন্য সূরায় ছাফ এর তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি সূরায় ছাফ্ এর নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করে তবে তাহার রুজীতে বরকত হইবে ও বর্দ্ধিত হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١٤٧٤٦	١٤٧٦٨	١٤٧٧١	١٤٧٧٧
١٤٧٧٠	١٤٧٥٨	١٤٧٦٣	١٤٧١٩
١٤٧٥٩	١٤٧٧٣	١٤٧٦٢	١٤٧٧٢
١٤٧٦٠	١٤٧٦١	١٤٧٦٠	١٤٧٧٧

রুজি বৃদ্ধি ও মকছুদ হাছিলের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি সূরায় দহর পঁচাত্তরবার পাঠ করে কিংবা উহার নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করে, তবে তাহার রুজি

বৃদ্ধি হইবে এবং মকছুদ পুরা হইবে। নকশা এই–

৭৮৬

١٩٣٢٦	١٩٤.١	١٩٤.٣	١٩٣٨٩
١٩٣٤٣	١٩٣٦.	١٩٤٩٥	١٩٤.١
١٩٣٤٢	١٩٣٦.	١٩٣٩٨	١٩٣٩٤
١٩٣٩٦	١٩٣٦٣	١٩٣٩٣	١٩٢.١

রিযিক বৃদ্ধি ও শত্রুর উপর জয় লাভের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ করিয়া শরীরে ব্যবহার করে, তবে তাহার রিযিক বৃদ্ধি ও বরকত হইবে, আর শত্রুর উপর জয়লাভ করিবে এবং জালিমের জুলুম হইতে রক্ষা পাইবে।

٧٨٦

١٣	٩.	٧٧	١١٦	١١٧	١.٤	١.٣	٦٢	٥.
٦١	٨٩	٥١	١.٢	٧٩	١٢٩	١١٦	١.٦	٧.٥
١.٥	١١٤	١١٨	٥١	١.١	٦٤	٧٨	١٢١	٩١
٦١٢	١١.	٧٣	٦.	٥٦	١..	٨٧	٨٢	٢٢
٨٥	١٢٦	٨٦	١١٢	٧٣	١١٣	٥٨	٩٦	٥٩
٩٨	٦١	٥٦	١٢٨	٨٨	١٨٤	٧١	١١٥	١١١
٥٣	٩٦	٢٦	٨.	١٢٤	٩٣	١.٢	٦.	١٢.
١٦	١١٩	١.٩	٩٦	٢٥	٥٥	٩٣	٩٢	٨٢
١٢	١٩١	١٢٢	٢١	١.٨	٩٨	٢٧	٥٢	٩٥

রুজি বৃদ্ধির জন্য একটি আমল

প্রত্যহ সকালে ও বিকালে "ইয়া লতীফু" একশত উনিশবার পাঠ

করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিলে, আল্লাহর রহমতে অতি শিঘ্র ধনবান হইবে ও সংসারে আয়-বরকত হইবে। আয়াত এইঃ-

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ -

উচ্চারঃ- আল্লাহ লাতীফুন বিইবাদিহী ইয়ারযুক্বু মাঁইয়াশাউ ওয়া হুয়াল ক্বারিয়্যুল আযীম।

রুজী বৃদ্ধি ও চাকুরীতে উন্নতির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি উপরের আয়াত শরীফ রেশমী কাপড়ে লিখিয়া নিজ বাহুতে বাঁধিয়া ব্যবহার করে, তবে সে ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে ধন-দৌলত লাভ করিবে এবং চাকুরী করিলে উহাতে উন্নতি লাভ করিবে।

রুজি বৃদ্ধির আর একটি তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ করিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে রুজি বর্দ্ধিত হইবে ও বরকত হইবে। নকশা এই-

৭৮৬

بْ	بْ	بْ
بْ	بْ	بْ
بْ	بْ	بْ

ঋণগ্রস্ত হইলে এই দোয়া আমল করিবে

যদি কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয় তবে নিম্নোক্ত আয়াত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পরে নিয়মিত পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে ঋণ হইতে মুক্তি পাইবে। আয়াত এই

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাকফিনী বি-হালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্বলিকা আম্মান ছেওয়াকা।

ঋণ মুক্তির জন্য আমল

ঋণ মুক্তির জন্য প্রত্যহ নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিলে ঋন হইতে মুক্তি পাইবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ- وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ- وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَالْقَهْرِ الرِّجَالِ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুয্নি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল ইজযি ওয়াল কাছ্লি, ওয়া আউযুবিযা মিনাল বুখলি ওয়াল যুবনি, ওয়া আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ্দাইনি ওয়াল ক্বাহ্রির রিজালি।

ঋণ মুক্ত হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি সূরায় তাহরীম একশবার পাঠ করে কিংবা উক্ত সূরার নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করে, তবে তাহার ঋণ আদায় হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

١٢٣.٧	١٢٣١١	١٢٣٢٤	١٢٣..
١٢٣١٤	١٢٣.١	١٢٣.٦	١٢٣١٢
١٢٣.١	١٢٣.٣	١٢٣.٩	١٢٣.٥
١٢٣٢	١١٤١	١٢٣٢	١٢٣.٥

করজ আদায় ও উদ্দেশ্য হাছিলের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি একচল্লিশবার সূরায় "মুলক" পাঠ করে, তবে তাহার করজ আদায়ের সুব্যবস্থা হইয়া যাইবে এবং যে কোন নেক মকছুদ পুরা হইবে। আর এই সূরার নিম্নোক্ত নখসা লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে যে কোন নতুন কার্যে সফলতা লাভ করিবে।

নকশা এই ঃ–

৭৮৬

٣٣١٩٩	٣٣١٩٤	٣٣٢١٠
٣٣٢٠٠	٣٣١٩٨	٣٣١٩٦
٣٣١٩٥	٣٣٢٠١	٣٣١٩٧

করজ হইতে মুক্ত হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি করজগ্রস্ত হইয়া তিনশত ষাটবার সূরায় “তাকাছুর” পাঠ করে এবং নিম্নোক্ত উহার নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করে, তবে আল্লাহর রহমতে তাহার করজ আদায় হওয়ার ব্যবস্থা সহজে হইয়া যাইবে। নকশা এই–

৭৮৬

٢٥٩١٧	٢٥٩٢٠	٢٥٢٣	٢٥٩٠١
٢٥٩٠١	٢٥٩٠١	٢٥٩٨١	٢٥٩١١
٢٥٩١٣	٢٥٩١٤	٢٥٩٤	٢٥٩٢

ঋণ পরিশোধ হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া নিম্নোক্ত সূরায় ওয়াল আদিয়াতের নকশা একটি করিয়া সকাল বেলা লিখিয়া সাত দিন পর্যন্ত আটার ভিতরে ভরিয়া গুলি বানাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করে, তবে আল্লাহ তায়ালার রহমতে তাহার ঋণ পরিশোধ হওয়ার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। নকশা এই–

৭৮৬

٣٣٣٨	٣٣٤١	٣٣٤٥	٣٣٣١
٣٣٤٣	٣٣٣٣	٣٣٣٧	٣٣٣١
٣٣٤٣	٣٣٤٦	٣٣٣٩	٣٣٣٦
٣٣٤٠	٣٣٣٥	٣٣٢٤	٣٣٤٥

ঋণ আদায়ের তদবীর

ق والقرآن المجيد ইহা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে আল্লাহ তায়ালার রহমতে ঋণ হইতে মুক্ত হইবে এবং প্রচুর ধন দৌলতের মালিক হইবে।

ঋণ হইতে মুক্ত হওয়ার আমল

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত রিতিমত পাঠ করে, তবে আল্লাহর রহমতে ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। আয়াত এই–

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

উচ্চারণঃ– কুল মাঁইয়ার যুক্কুকুম মিনাছ্‌ ছামাই ওয়াল আরদ্বি আম্মাইঁ ইয়ামলিকুছ ছামআ ওয়াল আবছারা ওয়া মাইঁ ইয়ুখ্‌রিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি, ওয়া ইউখ্‌রিজুল মাইয়্যাতা মিনাল হাইয়্যি, ওয়ামান ইউদাবিবরুল আমরা ফাছাইয়া কুলূনাল্লাহু ফাকুল আফালা তাত্তাকুন।

ঋণ হইতে মুক্ত হওয়ার তদবীর

যে কোন বৃহস্পতিবার দিন নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া পাক কাপড় দ্বারা পেচাইয়া গৃহের দরজার উপরে লটকাইয়া রাখিবে। আর এই আয়াত পড়িবে।

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ- وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

উচ্চারণঃ– কুল ইন্নাল ফাদ্‌লা বিইয়াদিল্লাহি ইউতীহি মাঁইয়া শাউ' ওয়াল্লাহু জুল ফাদ্‌লিল আযীম।

নকশা এইঃ-

ملك حليم ١٨٨	جبيل مقيت ١٠٠	قائم ١٢٤	قوى وهاب ١٢٠	ولى عزيز ١٩٠	مبين جليل ٥٨٣	مسهل ١٣٥	الله باطن ١٢٣
عزيز هى ١١٢	سلام ١٣١	حميد ٢٢	حبيب جبار ١٨٠	باقى جليل ١٣٣	لطيف ١٢٩	ملك ملك ١٩٠	ملك عزيز ١٨٤
مطعى ١٢٥	سميع ٩٠	حى معين ١٣٣	عالم ١٢١	الله كافى ١٧٠	مبين حسيب ١٣٢	مؤمن ١٣٦	ملك مرحل ١٤٣
حسيب معين ٢٤	مطعى ٢٩	حليم يليك ١٧٨	باقى حكيم ١٨١	واسع ١٣٧	لطيف احد ١٣٢	هيمن ١٧٦	جبيل منعم ٢٨٣
باسط عليك ٦٩	جميل محمود ١٢٩	لطيف هادى ١٢٩	ولى مالك ١٣٦	حى قيوم ١٨٤	حليم عليك ١٨٨	قائم ١٥١	احد سلام ١٣٣
محصى ١٣٨	يابى يليك ١٣٧	جليل يذب ١٧٣	معيث ١٢٥	عليم ١٥٨	مهيت ١٤٥	عادل ١٧٥	الله مبين ١٦٥
ولى الله ١٦٣	قديم ١٥٧	مبت يخل ١٥٧	حليم رقى ١٦٢	عزيز محيط ١٥٢	وكيل عليك ١٤٥	باسط حسيب ١٥٢	مالى زمانى ١٥٩
دافع ١٥٥	قيوم ١٥٦	ياملك ١٥٧	وليومين ١٤٥	ملك وحيل ١٢٣	دائم باقى ١٥٨	ملك ٩	ملك محيط ١٦٧

ঋণ আদায় হওয়ার ও বিপদ মুক্তির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি ঋন গ্রস্থ হইয়া থাকে, তবে জুময়ার নামাজ আদায় করার পরে সূরায় "কাহাফ" তিন বার পাঠ করিলে আল্লাহর গায়েবী ব্যবস্থায় তাহার ঋণ আদায় হইয়া যাইবে।

আর সূরায় কাহাফের নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে আল্লাহর রহমতে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে এবং শত্রুর শত্রুতা হইতে মুক্ত থাকিবে। নকশা এই-

٧٨٦

١٢٦٣٧٩	١٢٦٣٨٢	١٢٦٣٥٨	١٢٦٣٧١
١٢٦٣٨٩	١٢٦٣٧٤	١٢٦٣٧٨	١٢٦٣٨٣
١٢٦٣٧٣	١٢٦٣٣٧	١٢٦٣٨٠	١٢٦٣٧٧
١٢٦٣٨١	١٢٦٣٧٦	١٢٦٣٧٤	١٢٦٣٨٦

অভাব দূর ও রুজি বৃদ্ধির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি সূরায় "ওয়াক্বিয়াহ" একচল্লিশবার পাঠ করে তবে তাহার অভাব দূর হইবে এবং রুজি বৃদ্ধি হইবে। আর সকালে ও বিকালে একবার করিয়া ইহা পাঠ করিলে তাহার যে কোন সৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে। এবং প্রত্যহ রাত্রে একবার করিয়া পাঠ করিলে যাবতীয় অভাব দূর হইয়া যাইবে। এই সূরার নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে আল্লাহর রহমতে তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٦٥٧٤١	٢٥٧٤٤	٢٥٧٤٧	٢٥٧٣٤
٢٥٧٤٩	٢٥٧٣٢	٢٥٧٤٠	٢٥٧٤٥
٢٥٧٣٥	٢٥٧٣٤	٦٥٤٢	٢٥٧٣٩
٢٥٧٤٢	٢٥٧٣٨	٢٥٧٤٩	٢٥٧٤٠

অভাব অনটন দূরীকরণের তদবীর

যদি কোন অভাবী ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখে তবে আল্লাহর রহমতে তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে এবং মন–সম্মান লাভ করিবে। নকশা এই–

٧٨٦

بامؤمنين	عنتم حريص	انفسكم عزيز	لقد جاءكم
رؤف رحيم	عليكم	عليه ما	رسول من
٥٠٠	٥٨٤	٧٧٤	١٢١
٥٨٧	٥٠٤	١٣٦	٧٧٥
١٢٧١	٧٧٥	٥٨٨	٥٠٢

অভাব অনটন দূরীকরণের দ্বিতীয় তদবীর

যদি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করে তবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٢٦٤	٢٦٨	٢٧١	٢٧٥
٢٧٠	٢٥٨	٢٦٣	٢٦٥
٢٥٩	٢٦٣	٢٦٦	٢٦٢
٢٦٧	٢٦١	٢٦٠	٢٧٦

অভাব দূরীকরণের তৃতীয় তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি সূরায় "মায়েদাহ" এক চল্লিশ বার পাঠ করে, তবে তাহার সকল প্রকার অভাব দূর হইয়া যাইবে। আর নিম্নোক্ত সূরা মায়েদার নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে আল্লাহর মোহরবাণীতে কখনো অভাবে পতিত হইবেনা এবং কাহারো মুখাপেক্ষী হইবে না।

নকশা এই–

٧٨٦

٢١٢١٣٦	٢١٢١٣٩	٢١٢١٤٢	٢١٢١٢٩
٢١٢١٤٢	٢١١٣.	٢١٢١٣٥	٢١٢١٤.
٢١٢١٣٢	٢١٢١٤٤	٢١٢١٣٧	٢١٢١٣٤
٢١٢١٣٨	٢١٢١٣٣	٢١٢١٤٣	٢١٢١٤٣

অভাব দূরীকরণের চতুর্থ তদবীর

যদি অভাবী ব্যক্তি নিম্নোক্ত সূরায় মোমেন এর নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া নিজ গলায় ব্যবহার করে, তবে তাহার সকল প্রকার অভাব দূর হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

١١٧٢٣٩	١١٧٢٣٤	١١٧٢٤١
١١٧٢٤.	١١٧٢٣٨	١١٧٢٣٦
١١٧٢٣٥	١١٧٢٤٢	١١٧٢٣٧

অভাব দূর হওয়ার পঞ্চম তদবীর

যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সূরায় ইউছুফ লিখিয়া পানিতে ধুইয়া ঐ পানি পান করে, তবে তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু পানি পান করিবার সময় অভাব দূর হওয়ার জন্য নিয়াত করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিবে।

অভাব দূর করিবার ষষ্ঠ তদবীর

কোন লোক অভাব অনটনে পতিত হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٢٨	٢.	٢٧
٢٦	٢٤	١٢
٢١	٢٣	٣٤

অভাব দূরীকরণের সপ্তম তদবীর

যদি অভাবী ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া নিজ গৃহে লটকাইয়া রাখে, তবে আল্লাহর গায়েবী মদদে তাহার রিযিক আসিবে এবং অভাব দূর হইয়া যাইবে। নকশা এই–

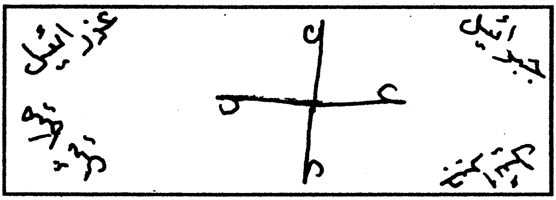

অভাব ও দারিদ্রতা দূরীকরণের অষ্টম তদবীর

যদি কোন দরিদ্র অভাবী ব্যক্তি ع 'আইন' অক্ষরটী এক হাজার বার পাঠ করিয়া الغنى " আল গানিয়্যু" এছেমটি এক হাজারবার পাঠ করে, তবে আল্লাহর রহমতে তাহার অভাব ও দারিদ্রতা দূরীভূত হইবে এবং খুব শিঘ্রই ধনবান হইবে।

দোকানের উন্নতি ও বিক্রয় বেশী হওয়ার তদবীরঃ–

যদি কাহারও দোকানে বিক্রয় কম হয় তবে সে ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া দোকানের দরজার উপরে লটকাইয়া রাখিলে, আল্লাহ তায়ালার রহমতে গায়েবী গ্রাহক আসিয়া তাহার দোকান হইতে মালামাল খরিদ করিবে। আর তাহার লাভের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে। নকশাটি এই–

٧٨٦

٨٠	٧٣	٦	٧٣
٨٥	٧٤	٩	٨٤
٧٥	٨٨	٨١	٧٨
٨٢	٧٧	٦	٨٧

ধনী হওয়ার তদবীর

কোন গরীব ব্যক্তি যদি সূরায় "মরিয়ম" সাতবার পাঠ করে, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রহমতে অল্প দিনের মধ্যে ধনী হইয়া যাইবে।

দোকানে উন্নতি হওয়ার তদবীর

যদি কোন দোকানী ব্যক্তি "সূরায় মোমেনের" নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া দোকানে লটকাইয়া রাখে, তবে আল্লাহর রহমতে তাহার দোকানের উন্নতি হইবে এবং বেচা বিক্রি বেশী হইবে। **নকশাটি এই—**

٧٨٦

٩٢١٢٠	٩٢١٢٤	٩٢١٣٤	٩٢١٣٣
٩٢١٢٦	٩٢١٢٥	٩٢١٢٩	٩٢١٣٥
٩٢١٢٥	٩٢١٣٩	٩٢٢٣٢	٩٢١٤٨
٩٢١٢٣	٩٢١٢٧	٩٢١٢٦	٩٢١٣٨

ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার তদবীর

কোন ব্যবসায়ী যদি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া ব্যবসায়ের মালের ভিতরে রাখে এবং আর একটি নকশা লিখিয়া পানি দ্বারা ধূইয়া উক্ত পানি মালের ভিতরে ছিটাইয়া দেয় তবে তাহার ঐ ব্যবসায় প্রচুর লাভ হইবে। **নকশা এই—**

٧٨٦

بايعتم به	الذى	ببيعكم	فاستبشروا
١٤٣٠	١٠٥١	٥٢٩	٢٤٢
١٥٢	٤٤	٧٣٩	٥٢٨
١٤٠	١٤٧	١٥٣	١٤٥

দোকানের উন্নতির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি তাহার দোকানে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া দোকানে লটকাইয়া রাখে, তবে আল্লাহর রহমতে তাহার দোকানের প্রচুর উন্নতি হইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٢٠	٢٠٠	١	٢
٨٠	٣٥	٣٠	١
٦	٤	١	١٠
١	٥٠	٣	١

দোকানে উন্নতির অন্য তদবীর

যে কোন শুক্রবার দিন নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া দোকানে লুটকাইয়া রাখিলে দোকানের উন্নতি হয় ও বিক্রয় বেশী হয়। আয়াত এই–

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

অভাব দূর হওয়ার তদবীর

যদি কোন অভাবী ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখে, তবে তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে এবং খোশহালে থাকিবে। নকশা এই–

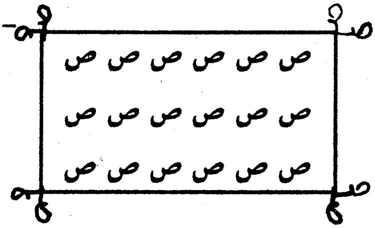

ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির তদবীর

যদি কোন ব্যবসায়ী নিম্নের আয়াত নতুন কাপড়ে লিখিয়া ব্যবসার মালের ভিতরে রাখিয়া দেয়, তবে আল্লাহর রহমতে ব্যবসায় লাভবান হইবে। আয়াত এই–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ– لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ–

ব্যবসায় উন্নতির অন্য তদবীর

যদি কোন ব্যবসায়ী নিম্নোক্ত নকশাটি লোহার উপর অঙ্কন করিয়া আংটি বানাইয়া ব্যবহার করে, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতে ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হইবে। এবং শত্রুর উপরে জয়ী হইবে। নকশা এই–

م	ى	ك	ح	ز	ى	ز	ع
ك	ح	ز	ى	ز	ع	م	ى
ز	ى	ز	ع	م	ى	ك	ح
ز	ع	م	ى	ك	ح	ر	ى
ى	ل	ح	ز	ى	ز	ع	م
خ	ز	ى	ز	ع	م	ى	ل
ى	ز	ع	م	ى	ك	ح	ز
ع	م	ى	ل	ح	ز	ى	ز

ব্যবসায় উন্নতিও ধনী হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তি প্রত্যহ সাতদিন পর্যন্ত "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সাতশত ছিয়াশী বার পাঠ করে, তবে আল্লাহর রহমতে এই ব্যক্তি ব্যবসায় লভবান হইবে এবং প্রচুর ধন–সম্পদের মালিক হইবে।

ধন দৌলত বৃদ্ধির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখে, তবে আল্লাহর রহমতে সে ব্যক্তি প্রচুর ধন–দৌলতের মালিক হইবে। **নকশা এই–**

٧٨٦

٨٦	٨٠	٨٣	٢١
٨٢	٧٠	٧٥	٨١
٧١	٨٥	٧٨	٧٢
٧٩	٧٣	٧٢	٨٤

ধন দৌলত বৃদ্ধির তদবীর

কোন ব্যীক্ত নিম্নোক্ত নকশাটি মেশক জাফরান ও গোলাপ পানি দ্বারা কালি বানাইয়া কাগজে লিখিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে প্রচুর ধন সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। **নকশা এই–**

٧٨٦

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما

انك	٤٥٤	١٣٠	٦٥	لاتخف ١١١١
٦٣	١١١٤	٦٩	٤٥٣	١٤٣
٤٥	١٤١	الله	١١١٢	٧١
١١١٥	٧	٤٥٣	١٣٩	١٦٤
انت ٤٥١	٦٢	١١١٣	٢٣	الاعلى ٤٢

في السموت وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه

وسع كرسيه السموت والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم

গায়েবী সাহায্য লাভের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখে, তবে আল্লাহর রহমতে গায়েবী মদদ প্রাপ্ত হইবে। **নকশা এই–**

৭৮৬

٢.٧٥	٢.٧٨	٢.٨١	٢.٦٨
٢.٨	٢.٦٩	٢.٧٧	٢.٧٩
٢.٢٥	٢.٥٢	٢.٨٦	٢.٦٣
٢.٢٧	٢.٧٢	٢.٧١	٢.٨٢

মাল হেফাজতের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখে, তবে আল্লাহর রহমতে তাহার মালামাল হেফাজতে থাকিবে। নকশা এই–

৭৮৬

٧٤١٦	٧٤١١	٧٤٣٢	٧٤.٩
٧٤٢١	٧٤١.	٧٤١٥	٧٤٤.
٧٤٦٩	٧٤٤٣	٧٤٤٨	٧٤٤.
٧٤١٨	٧٤١٣	٧٤٢٣	٧٤٤٢

জান ও মালের হেফাজতের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া গলায় ব্যবহার করে, তবে তাহার জান ও মালের হেফাজত আল্লাহর রহমতে হইয়া যাইবে। **নকশা এই–**

৭৮৬

٤٨٧٧	٤٨٧٧	٤٨٨١	٤٨٦٧
٤٨٨.	٤٨٦٨	٤٨٧٣	٤٨٧٨
٤٨٧٦	٤٨٦٣	٤٨٧٥	٤٨٧٢
٤٨٧٩	٤٨٧١	٤٨٧.	٤٨٨٤

মাল ও ফসল হেফাজতের তদবীর

যদি কান ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত জয়তুনের চারটি পাতায় লিখিয়া ঘরের চার কোনায় গাড়িয়া রাখে, তবে তাহার ঘর ও মালামাল সকল প্রকার বিপদ ও চুরী হইতে রক্ষা পাইবে। আর যদি ইহা বাগানের বা ফসলী ক্ষেতের চার কোনায় গাড়িয়া রাখে তবে তাহার বাগান ও ক্ষেত যাবতীয় উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং ফসলে বরকত হইবে। আয়াত এই–

الٓمٓرٰ- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايُؤْمِنُوْنَ- اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ- وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا- وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ *

মালে বরকত হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি "সূরায় আলাম লাশরাহ" তিনবার পাঠ করিয়া কোন মালের উপর ফুঁক দেয়, তবে আল্লাহর রহমতে ঐ মালের কোন ক্ষতি হইবে না। এবং উহাতে প্রচুর পরিমানে বরকত হইবে।

জান ও মালের হেফাজতের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে জান ও মাল হেফাজতে থাকিবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٢٨	٤٩	١٨	٣٧
القيوم	هوالحى	لا اله الا	الم الله
١٠٩	١٣٨	١٨٦	٥٠
١٣٩	١١١	٤٧	١٨٥
٤٤	١٨٢	١٤٠	١١١

জান ও মাল তেফাজতের দ্বিতীয় তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করে, তবে সে ব্যক্তি বাড়িতে ও বিদেশে নিরাপদে থাকিবে। আর এই নকশা লিখিয়া মালের ভিতরে রাখিলে ঐ মাল সর্ব প্রকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٣٦	٢٦	٦٣	٧٩	٩١	٥٩	٥٣	٣٧	١٩	١
٣٨	٦٣	٧٤	٥	٣٠	٩١	٧٢	٥٤	٣٢	٢٠
٥٩	٢٨	٤	١٦	٣٢	٢٩	٩٣	٨٧	٦٦	٣٢
٨٣	٣	١٨	٢٨	٦٥	٩١	٣٧	٩٤	٢٥	٦٠
٢	١٣	٣٣	٥١	٩٠	٢٩	٣٦	٣٢	٩٥	٨٠
٩٩	٧	٣٧	٧٠	٧١	٥٢	٥٣	٢٣	٦	٨١
٧٩	٩٨	٩٣	٣٣	٥٦	٣٩	٣	٧	٨٨	٦١
٩٤	٩٣	٩٦	٣٥	٥	١٢	٨٨	٢٣	٥٥	٣٠
٤٣	٨٨	٧١	٩٩	١١	١١٠١	٨٨	٦٢	٣٣	٢١
١٥	٤٢	٧	٥٥	٩	٣٣	٣٢	٨٨	٢٢	٧٠

জান মালের হেফাজতের তৃতীয় তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি "আয়াতুল করছি" পাঠ করিয়া ভ্রমণে বাহির হয়, তবে সে ব্যক্তি ছফরে যাবতীয় বিপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে এবং সুস্থ শরীরে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবে। আর উহা নিয়মিত পাঠ করিয়া রাত্রে নিদ্রা গেলে তাহার যাবতীয় মালামাল মাহফুজ থাকিবে।। এবং উহা লিখিয়া মালের ভিতরে রাখিলে উক্ত মাল চোরের উপদ্রব এবং আগুন পানি হইতে নিরাপদে থাকিবে।

জান ও মালের হেফাজতের চতুর্থ তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত প্রত্যহ পাঠ করে, তবে তাহার জান ও মালামাল যাবতীয় অনিষ্ট হইতে হেফাজতে থাকিবে। আয়াত এই–

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا- اِنَّ رَبِّیْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظًا *

উচ্চারণঃ ইন্নী তাওয়াককালতু আলাল্লাহি রাববী ওয়া রাব্বিকুল মা মিন দাববাতিন্ ইল্লা হুওয়া আখিযুন্ বিনাছিয়াতিহা, ইন্না রাববী আলা ছিরাত্বিম মুছতাক্বীম। ফাইন, তাওয়াল্লাও ফাক্বাদ আবলাগতুকুম মা উরছিলতু বিহী ইলাইকুম ওয়া ইয়াছতাখলিফু রাব্বী ক্বাওমান গাইরাকুম ওয়ালা তাদুররুনাহু শাইয়ান। ইন্না রাব্বী আলা কুল্লি শাইয়িন হাফীজ।

জান ও মালের হেফাজতের পঞ্চম তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখে, তবে সে ব্যক্তি ও তাহার মালামাল আল্লাহর রহমতে নিরাপদে থাকিবে। নকশা এই–

٧٨٦

ا ل م ا ل ل ا ل   الا

رب احد صمد قهاد - رحمن الرحيم غفور

كاملة كلا بل هو الله - تلك ع

شره - يا مهدى ال ح ى حم عسق

بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ- مختار فسوف يعلمون

ورائهم محيط - حم عسق ا ل ح ى و الله من ال ى ى و م

الذين كذبوا مجيد بالكتاب و بما ارسلنا

মালের হেফাজতের ষষ্ট তদবীর

طٰهٰ এই এছেম হরিণের ঝিল্লিতে লিখিয়া মালের ভিতরে রাখিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে ঐ মাল সর্বরকম আপদ-বিপদ হইতে হেফাজতে থাকিবে।

অভাব দূর ও ঋণ আদায়ের তদবীর

কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে, আল্লাহর রহমতে, তাহার ঋণ আদায় হইয়া যাইবে, অভাব দূর হইবে, যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, শত্রুর উপর বিজয়ী হইবে। দোকানের দরজায় লটকাইয়া রাখিলে বিক্রয় বেশী হইবে। শিশুর গলায় ব্যবহার করিলে ঘুমের মধ্যে কাঁদিবেনা এবং জ্বিন পরীর আছর থাকিলে উহা দূর হইবে। অবিবাহিতা মেয়ের গলায় ব্যবহার করিলে তাঁহার বিবাহ হইবে। আয়াত এই- طٰسٓ - تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ *

রুজি বৃদ্ধি ও হেফাজতের তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে আল্লাহর রহমতে রুজি বৃদ্ধি হইবে, চোর ডাকাতের উৎপাত হইতে হেফাজতে থাকিবে। মুশকিল আছান হইবে, আশাপূর্ণ হইবে। আয়াত এই-

صٓ - وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ - بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ

ঋণ আদায় ও ধনী হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে আল্লাহর রহমতে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা হইবে এবং প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হইবে। আয়াত এই- قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ *

রুজী বৃদ্ধি ও ধনী হওয়ার তদবীর

শবে বরাতে দুপুর রাত্রের সময় يارزاق "ইয়া রাজ্জাকু" একহাজার বার পাঠ করিয়া উহার নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে আল্লাহর রহমতে ধনী হইবে ও রুজীতে বরকত হইবে। নকশা এই-

٧٨٦

ق	١	ز	و
٨١	٧٢٩	٣	٧
٨	١٠	٧٨	٨٩٨
٧٩٧	٧٩	٩	٤٠

ধনী হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশা দুইটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করে তবে সে ব্যক্তি অতিশিঘ্র প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হইবে। নকশা দুইটি এই–

٧٨٦

٢٤	٣٧	٣٠	١٧
٢٩	١٨	٢٣	٢٨
١٩	٣٢	٢٥	٢٢
٢٦	٢١	٣٠	٣١

অভাব দূর হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবার দিন জুময়ার নামাজের পরে নিম্নোক্ত নকশা তিনটি কাগজে লিখিয়া ঘরের দরজার উপরে লটকাইয়া রাখে, তবে সেব্যক্তি কাহারও মোহতাজ হইবেনা এবং তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে। নকশা তিনটি এইঃ–

٧٨٦

بمع	صح	س	تم
لهم	٤	٤	لر
٤	س	عط	٤
حم	و	عس	ص

٧٨٦

لكم	وجعلنا	فى الارض	مكنا
وجعلنا	فى الارض	مكناه	ولقد
فيها	لكم	وجعلنا	فى الارض
معاش	فيها	لكم	وجعلنا

٧٨٦

عر	غط	صح	بكر	منا
لنا	مل	بلد	تح	نمر
بالله	بلد	ثم	ثر	صح
ملح	نث	عر	مس	بطط
غط	ملح	باب	بل	بطط

ধনী ও মালদ্বার হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবার দিন ফজর নামাজের পরে এক হাজার বার يا باسط "ইয়া বাছিতু' পাঠ করে এবং তাহার পর প্রত্যহ সকালে এক হাজার বার পাঠ করিতে থাকে, তবে সে ব্যক্তি অতি শিঘ্র ধনী হইয়া যাইবে। আর ইহার নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে জীবন ভর মালদ্বার থাকিবে। **নকশার এই**—

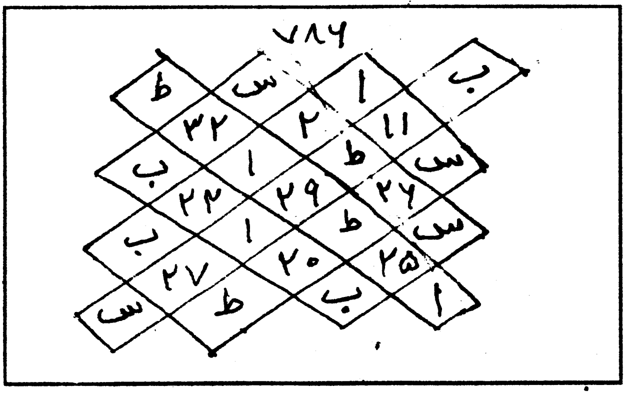

রিযিক বৃদ্ধির তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি চান্দির পাতে খুদিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে রিযিক বৃদ্ধি হইবে। কখনো অভাবী হইবে না। **নকশা এইঃ**—

٧٨٦

٢٣ ٦١.

٤٤ ٨ ٤٥ ٣٥ ٣٥٣ ١١ ٣ ١ ٥ ٣ ١ ٣

٩٥ ١١ ٦٧٤ ٨٩ ٧١ ٥١
١ ١١١ ٨٤٤ ٦٤ ٦٤ ٦٤ ٣٨١٧
١. ٣١ .٧ ١. ١. ١٢ ١٣ ١٣٨ ٤.٦
١٨ ١٢.٨ ١٢ ١٣ ١٢ ١١ ٤ ٣١
٧ ٦٥٨ ٤٣ ١٤. ٥٨ ٣.
١٨ ٣٣٥ ٤٨٨ ٢٣ ١١٢ ..٢
٢ ١.. ٢٤ ٦٤ ٦٣.٤ ٦١. ٤ .٤١
٤٢ ٢٢٦٤٦. ١٣٣ ٩..٣ ٤٨ ٥٣

٥٣٥٤١٨٩٨٨١٤٥٤٤١

٣.١٢ ..٤٨ ٦٨١٢.. ١٤ ٣.٣

٦٥٦٦٦٢٣.٨١٩٣١٦...٨٨١.٥٣

ধন সম্পদ লাভও অভাব দূর হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবার দিন ভোরবেলা নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করে, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতে অতি শিঘ্র ধন সম্পদ লাভ করিবে এবং তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٢٢٣	٢٩٩	٦٧	٢٢١	٢٢٤	٢١٣	٢٥٢	٢٠٥	٢٤٦
٢٢٣	٢٣٤	٢٣٢	٢٧١	٢٧٤	٢٢٣	٢١٤	٢٥٥	١٦٧
١٩٨	٢٤٨	٢٣٥	٢٣١	٢٧٢	٢٢٣	٢٦٤	٢٠٦	٢٥٦
٢٥٧	١٩٩	٢٤٩	٢٤٦	٢٣٦	٢٧٣	٢١٥	٢٦٥	٢٠٧
٢٥٧	٢٥٨	١٠٠	٢٥٠	٢٣٧	٢٢٣	٢٨٤	٢١٦	٢٦٢
٢٦٧	٢٠٠	٢٥٩	٢٠١	٢٤٢	٢٣٨	٢٢٥	٢٧٥	٢١٧
٢١٨	٢١٠	٢٦٨	٢٥١	٢٠٢	٢٤٣	٢٣٩	٢٢٦	٢٨٦
٢٧٧	٢١٩	٢٦٠	٢١١	٢٥٢	٢٠٣	٢٩٢	٢٤٠	٢٢٧
٢٢٨	٢٦٩	٢٢٠	٢٦١	٢١٢	٢٥٣	٢٠٤	٢٣٥	٢٤١

ধন সম্পদ হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি দৈনিক "সূরায়ে মুদ্দাচ্ছের" পাঠকদের, তবে সে ব্যক্তি অতি সত্তর ধন সম্পদের মালিক হইবে।

মাল সম্পদ বৃদ্ধি ও রক্ষার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মালের ভিতরে রাখিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে ঐ মাল যাবতীয় বিপদ আপদ হইবে রক্ষা পাইতে এবং তাহার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। নকশা এইঃ–

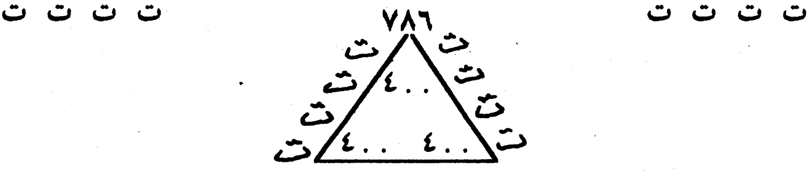

অভাব দূর হওয়ার আমল

যদি কোন ব্যক্তি অভাবে পতিত হয় তবে সে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের সময় সূর্যের প্রতি মুখ করিয়া দাড়াইয়া তিনশতবার "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করিবে। তাহার পর যে কোন দুরুদ শরীফ পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে এবং কিছুদিনের ভেতরে ধনী হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেম, ভালবাসা, মহব্বত, স্বামী–স্ত্রী সম্পর্কীয় ও বশীকরণের তাবিজ ও তদবীর

স্ত্রীকে বাধ্য করার তদবীর

নিম্নোক্ত তাবিজটি মুরগীর ডিমের উপর লিখিয়া গরম ছাইয়ের ভিতরে রাখিয়া দিবে যেন ডিমটি পুড়িয়া না যায়। আল্লাহর রহমতে অবাধ্য স্ত্রী বাধ্যগত হইবে। আর প্রথম ফলানের জায়গায় স্বামীর নাম ও তার পিতার নাম আর ফলান বিনতে ফলানের স্থানে স্ত্রীর নাম ও তাহার মাতার নাম লিখিবে। তাবিজ এই–

٤ ١٢ ١٢ ١١ لنا لعے ٢ عو

باسم فلان بن فلان على حب فلان بنت فلان الساعة

الساعة الساعة الوحاالوحا الوحا العجل العجل العجل

স্ত্রীর মহব্বত বাড়াইবার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া স্ত্রীর গলায় বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মহব্বত বাড়িয়া যাইবে, এই তাবিজটি পরীক্ষিত ও ফলদায়ক।

নকশা এই–

٧٨٦

وانه	لحب	الخير	لشديد
الخير	لشديد	وانه	لحب
لشديد	لحب	الخير	وانه
لحب	وانه	لشديد	الخير

فلان بن فلان على فلان ينت فلان

স্বামী অথবা স্ত্রীকে বাধ্য করার তদবীর

যদি স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে মিল না থাকে বা অবর্গ থাকে কিংবা একে অপরের উপর নখোশ থাকে, তবে নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া খাবারের মধ্যে গুলিয়া মিশাইয়া দিবে, যেন বুঝিতে না পারে। আল্লাহর রহমতে অমিল ও নাখুশী দূর হইয়া যাইবে।

তাবিজ এইঃ–

٧٨٦

الهی بحرمت حضرت قوم افرشان کان	الهی بحرمت حضرت اسرافیل علیه السلام	الهی بحرمت حضرت عزرائیل علیه السلام	الهی بحرمت حضرت میکائیل علیه السلام	الهی بحرمت حضرت جبرائل علیه السلام
الهی بحرمت حضرت علی مرتضی رضی الله عنه	الهی بحرمت حضرت عمر خطاب رضی الله عنه	الهی بحرمت حضرت عثمان رضی الله عنه	الهی بحرمت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه	الهی بحرمت محمد صلی الله علیه السلام

فلان بن فلان علی حب فلان بنت فلان

স্বামীকে বাধ্য করার তদবীর

স্বামী অবাধ্য হইলে যে চাঁদ রবিবারে উদয় হয় সেই রবিবারে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া স্ত্রীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে স্বামী বাধ্যগত হইবে। নকশার নীচে স্বামীর নাম ও তাহার পিতার নাম এবং স্ত্রীর নাম ও তাহার মাতার নাম লিখিবে।

নকশা এইঃ–

٧٨٦

٥	٢	٧	ع
و	ی	٨	ط
ی٥	ن	٢	ا

فلان بن فلان علی حب فلان بنت فلان

ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কোন পশুর নতুন চামড়ার উপর লিখিয়া আগুনের মধ্যেদ ফেলিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সে তাহার ভালবাসায় পাগল হইয়া যাইবে। নকশার নীচে উভয়ের নাম ও মাতার নাম লিখিবে।

নকশাটি এইঃ—

طا لعاصا ١١١ ١١٦١٩١ط ١١١ ٥٥له

١٩١. ١١ح٨١ عصـ عـ ٥ح ط١١١عصـ ولاطللاهم

فلان بن فلان على حب فلان بنت فلان

দুই জনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর

নিম্নোক্ত ছূরায় এখলাছের নকশার আমল করিলে আল্লাহর রহমতে দুইজনের ভিতরে ভালবাসা সৃষ্টি হইয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই নকশাটি চার নিয়মে আমল করা যায়।

প্রথম নিয়মঃ— নকশাটি লিখিয়া ডালিম গাছে বাধিয়া দিবে।

দ্বিতীয় নিয়মঃ— কোন ময়দানে মাটির নীচে পুতিয়া রাখিবে।

তৃতীয় নিয়মঃ— এগারটি তাবিজ লিখিয়া এগারদিন সকালে আটার মধ্যে ভরিয়া গুলি বানাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবে।

চতুর্থ নিয়মঃ— একুশ দিন পর্যন্ত একটি করিয়া তাবিজ কাপড়ের টুকড়া দিয়া বাধিয়া আগুন দ্বারা জালাইবে। **নকশাটি এইঃ—**

٧٨٦

احد	الله	هو	قل
يلد	لم	الصمد	الله
ولم	لد	يو	ولم
احد	كفوا	له	يكن

ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার তদবীর

যদি কেহ কাহাকে ভালবাসা ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া মাশুকের ঘরে পূর্ব দিকে টাঙ্গাইয়া রাখিবে। যখন উহা বাতাসে নড়াচড়া করিতে থাকিবে তখন মাশুক পাগল হইয়া আশেকের নিকট চলিয়া আসিবে। **নকশা এইঃ—**

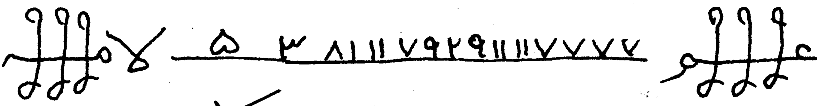

প্রেমে আবদ্ধ করার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও প্রেমে আবদ্ধ করিতে চায়, তবে সেই ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পরে প্রেমিকাকে না পাওয়া পর্যন্ত সূরায় ইয়াছিন একবার পাঠ করিয়া কিছু সাদা গোল মরিচের উপর দম করিয়া আগুনে পোড়াইবে। যদি সেই প্রেমিকা বহু দূরেও থাকে তবুও সে অতিশিঘ্র প্রেমিকের নিকট চলিয়া আসিবে।

মাশুককে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন লোক কাহারো উপর আশেক হইয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া মাশুকের ঘরে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অল্প দিনের ভিতরে মাশুক আশেকের নিকট চলিয়া আসিবে।

নকশা এইঃ—

٧٨٦

١٤	١١	٤	١٧
٥	١٦	١٥	١٠
١٩	٦	٩	١٢
٨	١٣	١٨	

فلان بن فلان على حب فلان بنت فلان

দুই জনের মধ্যে মিল হইবার তদবীর

স্বামী–স্ত্রী অথবা দুইজন লোকের মাঝে ঝগড়া বিবাদ হইয়া অমিল হইলে, নিম্নোক্ত নকশাটি ঘোড়ার খুরার উপর লিখিয়া আগুনে জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মিল–মহববৎ সৃষ্টি হইবে। নকশা এইঃ–

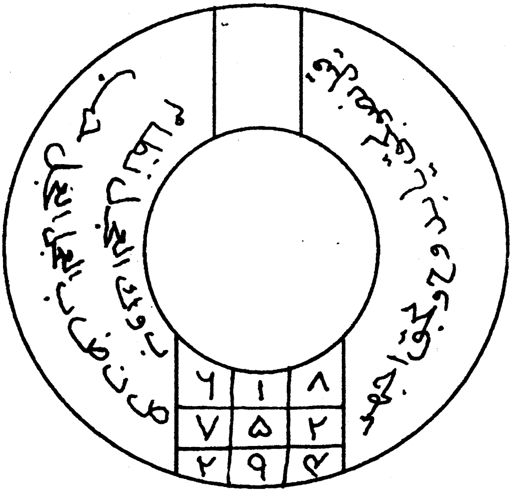

ভালবাসা ও ইজ্জত লাভের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া শরীরে ধারণ করিয়া যেখানেই যাইবে, সেখানের লোকেরা তাহাকে মানসন্মান করিবে এবং তাহাকে সকলেই ভালবাসিবে। **নকশাটি এইঃ–**

٧٨٦

٢٣	٢٦	٢٩	١٦
٢٨	١٧	٢٢	٢٧
١٨	٣١	٢٤	٢١
٢٥	٣.	١٩	٣.

দুই জনের মধ্যে মহববৎ সৃষ্টির তদবীর

দুই ব্যক্তির মধ্যে মহববৎ বা ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য আঙ্গুলের সমান সাতটি লোহার পেরাগ লইয়া প্রতেকটির উপর আলাদাভাবে একবার করিয়া সূরায় ইয়াছীন পাঠ করিয়া ফুঁক দিবে এবং মুখে বলিবে অমুকের মহববতের জন্য অমুকের অন্তরে মহর মারিলাম। অমুকের বদলে তাহাদের নাম উচ্চারণ করিবে। তারপর উক্ত পেরাগগুলি চুলার মধ্যে গাড়িয়া আগুন জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহববৎ সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

মহববতে ছুটিয়া আসার তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও মহববৎ করিয়া পাইতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে অথবা কাপড়ের টুকরায় লিখিয়া শরিষার তৈল মাখিয়া শলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইবে। যাহাকে নিয়াৎ করিয়া এই তদবীর করিবে সে মহববতে পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিবে। **নকশাটি এইঃ**

৭৮৬

١١	٨	١	١٤
٢	١٣	١٢	٧
١٦	١٣	٦	٩
٥	١٠	١٥	٤

فلان على حب فلان

মাশুককে নিকটে পাওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ দৈনিক চল্লিশবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে কোন মিষ্টি যাতীয় বস্তুর উপরে দম করিয়া যাহাকে খাওয়াইবে সে তাহার জন্য আশেক হইয়া ছুটিয়া আসিবে। মাশুক না আশা পর্যন্ত এই আমল করিবে।

আয়াত এই:—

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ-

উচ্চারণঃ য়ুহিববূনাহুম কাহুবিবল্লাহি ওয়াল্লাজীনা আমানু আশাদ্দু হুববান্ লিল্লাহি।

বন্ধুত্ব লাভের তদবীর

কাহারো সহিত বন্ধুত্ব কবিরার জন্য বা মহববৎ সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি সাতদিন পর্যন্ত কোন মাটির বরতনে লিখিয়া পানিদ্বারা ধৌত করিয়া তাহাকে পান করাইলে আল্লাহর রহমতে ঐ ব্যক্তি তাহার বন্ধু হইয়া যাইবে এবং তাহার মহববতে হাবুডুবু খাইবে। **নকশাটি এই:—**

৭৮৬

কোন মানুষকে বাধ্য করার তদবীর

যদি কোন লোককে কেহ বাধ্য করিতে চায়, তবে জাফবান মিশ্রিত কালি দ্বারা নিম্নোক্ত তাবিজটি সাতটি কাগজে লিখিয়া সাত দিনে একটি করিয়া আগুনে জ্বালাইবে, তবে রবিবার দিন শুরু করিবে। আর তাবিজের নীচে উভয়ের মায়ের নাম সহ তাহাদের নাম লিখিবে।

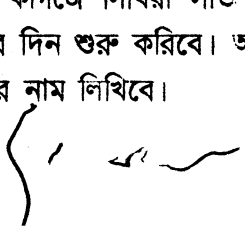

তাবিজ এইঃ—

عطفت ۲۵۲ على ۲۵۲ بحق هذا لاسماء ۷۲۸ ٦٥ ٦٣
٥٤ ٤٦٣ ٤٦٢٣٥ ٥١١٢٦٥ + + ٢١٣٣١١ محوكاس صـ م
محو فلان بن فلانيه على حب فلان بنت فلانيه

কোন মানুষকে বাধ্য করার দ্বিতীয় তদবীর

কোন লোককে বাধ্য করিতে হইলে শুক্রবার দিন যখন ইমাম মিম্বরের উপর উঠে, তখন নিম্নোক্ত নকশাটি দোয়া সহ লিখিয়া নিজের শরীরে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে যাহার নিয়াতে তদবীর করিবে সে তাহার বাধ্য হইয়া যাইবে। **নকশা ও দোয়া এইঃ—**

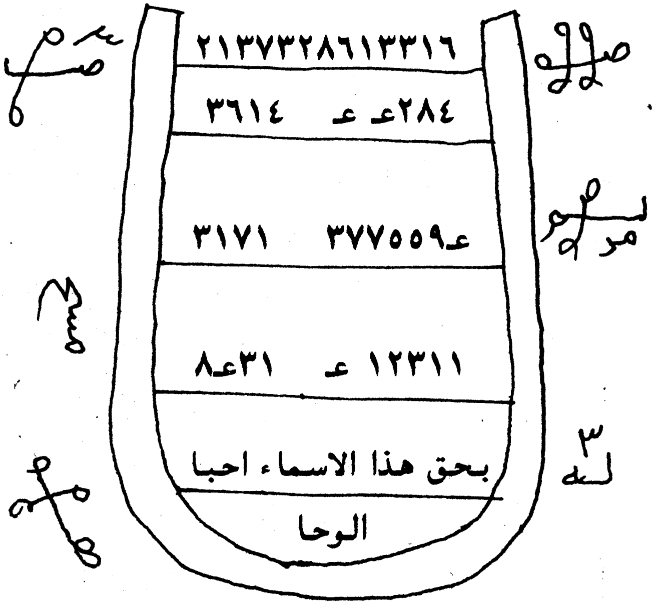

توكلوا ياخذ امر هذا لاسماء بالقاء المحبة والمودة
فلان بن فلان بين فلان بن فلان

স্ত্রীকে বাধ্য করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া স্বামীর সঙ্গে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে স্ত্রী বাধ্যগত থাকিবে।

তাবিজটি এইঃ—

بسم الله الرحمن الرحيم

قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

স্বামী—স্ত্রীর ভিতরে ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য বা ঝগড়া বিবাদ হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে বা তস্তরীতে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া ঐ পানি উভয়কে পান করাইলে আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মিলমিশ হইয়া যাইবে এবং ভালবাসা গাঢ় হইবে।

নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

٦١٦٥٣	٦١٦٤٨	٦١٦٥٥
٦١٦٥٢	٦١٦٥٢	٦١٦٥٠
٦١٦٤٩	٦١٢٥٦	٦١٦٥١

স্বামীর বাড়ী হইতে স্ত্রী পলায়ন করিলে তাহার তদবীর

যে স্ত্রীলোক স্বামীর বাড়ী হইতে পালাইয়া যায়, তাহাকে নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে কিছু মিছরির মধ্যে ফুঁক দিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে আর পলায়ন করিবেনা।

আয়াতটি এইঃ—

وَلَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ - اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

উচ্চারণ ঃ অলাও আনফাকতা মাফিল আরদ্বি জামীআম্ মা আল্লাফতা বাইনা কুলূবিহিম, অলাকিন্নাল্লাহা আল্লাফা বাইনাহুম, ইন্নাহু আজীজুন হাকীম।

ঐ অন্য তদবীর

যেই স্ত্রী পলায়ন করে তাহাকে নিম্নোক্ত আয়াতটি আটার রুটির উপর জাফরান দ্বারা লিখিয়া খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে পলায়নের অভ্যাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

আয়াতএইঃ—

يايها الذين امنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله

لعلكم تفلحون *

ঐ তৃতীয় তদবীর

নিম্নলিখিত আয়াতটি এগারবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে কিছু নেমকের উপর ফুঁক দিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইবে। অথবা পানের উপর লিখিয়া উক্ত পান স্ত্রীকে খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে স্ত্রী আর পলাইয়া যাইবেনা।

আয়াত এইঃ—

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ *

فلان بنت فلان على حب فلان بن فلان–

ফালানের স্থানে স্ত্রী ও তাহার মায়ের নাম এবং স্বামী ও তাহার পিতার নাম লিখিবে।

উচ্চারণঃ— ইয়ুহিববূনাহুম কাহুবিবল্লাহি অল্লাজীনা আমানূ আশাদ্দু হুববান লিল্লাহি।

স্বামীর অবৈধ প্রেম বন্ধ করার তদবীর

যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী কোন নারীর সহিত অবৈধ প্রেমে মগ্ন হইয়া কিংবা বেশ্যাশক্ত হইয়া নিজ স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার না করে বা তাহার হক আদায় না করে, তবে তাহাকে ঐ কুঅভ্যাস হইতে

ফিরাইবার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া স্বামীর ডান হস্তে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে উক্ত বদ অভ্যাস স্বামীর দিল হইতে দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

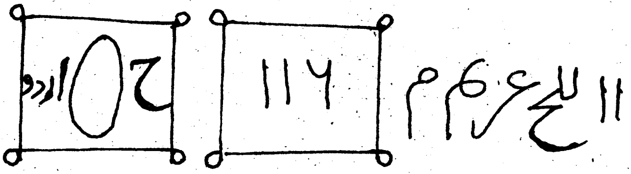

অবৈধ ভালবাসা ছিন্ন করার তদবীর

যদি কেহ অবৈধভাবে কাহারো সহিত ভালবাসা বা প্রেমে জড়াইয়া পরে, তবে নিম্নোক্ত আয়াত একুশবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে একটি পনের উপর ফুঁক দিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিবে। এবং কিছু নেমকের উপর উক্ত রূপে দম করিয়া আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে অবৈধ ভালবাসা বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে।

আয়াত এইঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

উচ্চারণঃ—বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল ইন কুনতুম তুহিববূনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইউহ্‌বিব কুমুল্লাহু, ওয়া ইয়াগফিরলাকুম যুনূবাকুম অল্লাহু গাফূরুর রাহীম।

অবৈধ ভালবাসা বিচ্ছিন্ন করার তদবীরঃ

অবৈধ ভালবাসা ও প্রেম বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে পানশুপারীর উপর দম করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে উদ্দেশ্য সফল হইবে।

আয়াত এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ - اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণঃ–বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ওয়াল্লাহু খালাক্বা কুল্লি দাববাতিম মিম্ মাইন মাঁইয়্যামশী আলা আরবায়িন ইয়াখলুক্বুল্লালু মা ইয়াশাউ, ইন্নাললাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

শরীয়ত মোতা্বেক বিচ্ছেদ ঘটাইবার তদবীর

দুই জন লোকের মধ্যে শরীয়ত মোতাবেক বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইলে নিম্নোক্ত আয়াত ছাগলের চামড়ায় লিখিয়া দুইটি পুরাতন কবরের মাঝখানে দাফন করিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে।

আর আয়াতের শেষে ফলান অ ফলানের স্থানে উভয়ের নাম লিখিতে হইবে।

আয়াত এইঃ–

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ وَالْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْعَدَاوَةَ فِيْمَا بَيْنَ فلان وفلان–

অবাধ্য স্বামী–স্ত্রীর তদবীর

স্বামী–স্ত্রীর উপর অথবা স্ত্রী স্বামীর উপর অবাধ্য থাকিলে, যে অবাধ্য থাকিবে তাহার ব্যবহারী এক খন্ড কাপড়ের উপর শনিবার দিন আছর নামাজের পর নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া উহা দ্বারা একটি শলিতা বানাইয়া কাল রং য়ের গাভীর দুধের ঘি দ্বারা উহা মাখিয়া আগুনে জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে যে অবাধ্য থাকিবে সে অপরজনের অনুগত হইবে। নকশা এই–

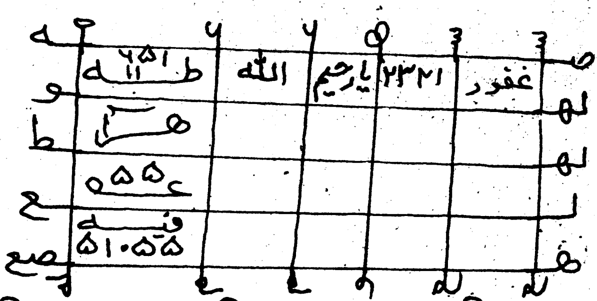

স্বামী—স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দূর করার তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবর্গ হইলে কিংবা মনোমালিন্য অথবা ঝগড়া লাগিয়া থাকিলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে অথবা তস্তরিতে লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া উভয়কে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মাঝে মিল মহববত সৃষ্টি হইবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

٦١٦٥٣	٦١٦٤٨	٦١٦٥٥
٦١٦٥٢	٦١٦٥٢	٦١٦٥٠
٦١٦٤٩	٦١٦٥٦	٦١٦٥١

ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর

যদি কোন লোক কাহাকেও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তবে যে কোন চান্দের প্রথম শুক্রবার হইতে শুরু করিয়া একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক চল্লিশবার করিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে। তবে এই আমলের মধ্যে কোন প্রাণীর গোস্ত খাইবেনা। আর এই আমল কোন না জায়েজ উদ্দেশ্যে করিবেনা। **দোয়াটি এইঃ—**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * اِلٰهِىْ بِحُرْمَتِ جِبْرَائِيْلَ- وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَتَوْرَاةَ مُوْسٰى ع وَاِنْجِيْلَ عِيْسٰى ع وَفُرْقَانَ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

উচ্চারণ ঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইলাহী বিহুরমাতি জিব্রাঈলা ওয়া মিকাঈলা ওয়া ইস্রাফীলা ওয়া তাওরাতা মূছা (আঃ)। ওয়া ইঞ্জিলা ঈছা (আঃ) ওয়া ফুরক্বানা মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।

প্রেমে আবদ্ধ করিবার তদবীর

কেহ কাহাকেও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাইলে গভীর রাত্রে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ চৌদ্দবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে কিছু চিনি বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুর উপর দম করিয়া যাহাকে খাওয়াইবে, সে তাহার প্রতি আশেক হইয়া ছুটিয়া আসিবে। **আয়াত এইঃ—**

يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ –

উচ্চারণঃ— ইউহিববূনাহুম কাহুবিবল্লাহি ওয়াল্লাজীনা আমানূ আশাদ্দু হুববান লিল্লাহি।

মহববতে আবদ্ধ করার তদবীর

কোন লোক অন্য লোককে মহববতের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার পায়ের নিচের মাটি লইয়া এবং নিজের বাম পায়ের তলার মাটি লইয়া উভয়ের মাটি একত্র করিয়া উহার উপর নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে দম করিয়া সেই মাঠি নিজের পায়ের নীচে রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সে ব্যক্তি পাগলের মত হইয়া অতিশিঘ্র ছুটিয়া আসিবে।

আয়াত এইঃ—

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ –

উচ্চারণঃ— হুওয়াল্লাজী খালাক্বা চ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা ফী ছিত্তাতি আইয়ামিন।

স্বামী–স্ত্রীর অমিলের তদবীর

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মিল–মহববৎ না থাকিলে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া স্বামী অথবা স্ত্রীর শরীরে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে মিল ও মহববৎ পয়দা হইবে।

নকশাটি এইঃ–

٨٧٦

٨	٤	٧	١
٦	٢	٧	٥
٣	٩	٢	٦
٣	٥	٤	٨

স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বেশী মহববতের তদবীর

স্বামী–স্ত্রীর মাঝে বেশী মহববতের জন্য বৃহস্পতিবার দিন নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া স্ত্রীর শরীরের ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে বেশী মহববৎ পয়দা হইবে।

নকশাটি এই ঃ

يحبونهم كحب الله

٧٨٦

١٠	٣٧	١	٢١
١٩	٢	٧١	١١
٨٠	٨	٢١	٣
٢	٤١	٩	٧٧

স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে মিলনের তদবীর

স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে মিল মহব্বৎ না থাকিলে সূরায় জুময়া তিনবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে পানিতে ফুঁক দিয়া ঐ পানি উভয়কে পান করাইবে। অথবা নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া স্বামী অথবা স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মিল মহব্বৎ হইয়া যাইবে।

নকশা এইঃ–

৭৮৬

١٥٢٨١	١٥٣٨٤	١٥٣٨٨	١٥٣٧٢
١٥٣٧٦	١٥٣٧٨	١٥٣٨٨	١٥٣٨٥
١٥٣٢٧	١٥٣١٩	١٥٣٨٤	١٥٣٧٩
١٥٣٧٧	١٥٣٧٩	١٥٣٧٨	١٥٣٨٨

স্বামীকে স্ত্রীর বাধ্যগত রাখার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া দুইটা মাদুলিতে ভরিয়া একটি স্বামীর হাতে আর অপরটি স্ত্রীর হাতে বাধিয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে স্বামী স্ত্রীর বাধ্যগত থাকিবে।

নকশা এইঃ

৭৮৬

٦	٧	٢
١	ع	٩
٨	٣	٤

মহব্বত পয়দা হওয়ার তদবীর

লাল রংয়ের একটি সেপ ফলের উপর م "মীম" অক্ষরটি একশত পঞ্চান্নবার লিখিয়া মাহবুবের নাম লিখিয়া তাহাকে খাওয়াইবে। তাহা হইলে উভয়ের মাঝে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হইবে।

কাহাকেও মহব্বতে বাধ্য করার তদবীর

ع "আইন" অক্ষরটি সাত শতবার কাগজে লিখিয়া শরীরের সঙ্গে রাখিলে অথবা কিছু মিষ্টি বস্তুর উপর ফুঁক দিয়া মাহবুবকে খাওয়াইলে সে তাহার মহব্বতে বাধ্য হইয়া যাইবে।

মানুষকে মহব্বতে বাধ্য করার তদবীর

غ "গাইন" অক্ষরটি এক হাজারবার কাগজে লিখিয়া সঙ্গে ধারণ করিলে আল্লাহর রহমতে সকল মাখলুক তাহার বাধ্য হইয়া যাইবে।

ভালবাসার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সকলে তাহাকে মহব্বৎ করিবে।

يس والقران الحكيم

ভালবাসার অন্য তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া সঙ্গে রাখে, তবে সমস্ত মাখলুক তাহার বাধ্যগত হইবে। এবং তাহাকে ভালবাসিবে। **নকশা এইঃ—**

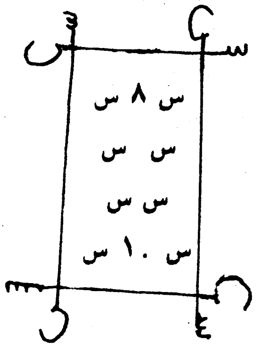

স্বামী—স্ত্রীর মধ্যে অমিল হইলে মিলের তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ হইয়া অমিল হইলে, শুক্রবার দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর উঠে তখন অথবা সূর্য উদয়ের সময় মেশক, জাফরান, লবঙ্গ, লোবান মিশ্রিত কালিদ্বারা প্রথমে হযরত মুছার মায়ের নাম লিখিয়া নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিবে। তারপর উহা স্বামী-স্ত্রীর নিদ্রা যাওয়ার স্থানে রাখিয়া দিবে। তাবিজের ভিতরে ফলান বিনতে ফলা নিয়াতার স্থানে স্ত্রীর নাম ও তাহার মায়ের নাম এবং ফলান এবনে ফলানের স্থানে স্বামীর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিবে।

হযরত মুছা আঃ মায়ের নাম "ইউখাবেজ" তাবিজটি এইঃ-

يوخابذ = طسوم طسوم علسيوم علسيوم علوم علوم كلوم كلوم جبوم جبوم قيوم قيوم ديوم ديوم سبحان بذكره تطمئن القلوب فلان بنت فلانية الهم يامن ادخل محبة يوسف فى قلب ذليخا ويا من ادخل محبة موسى فى قلب اسية بنت مزاحم ادخل محبة فلان بن فلان الهم يامن ادخل محبة محمد صلى الله عليه وسلام فى قلب خديجة بنت خويلد وعائسة بنت ابى بكر ادخل محبة كذا فى قلب كذا كما ادخلت الليل فى الليل فى النهار والنهار فى الليل والذكر فى الانثى- لوانفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم - لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم *

মহববৎ সৃষ্টির পঞ্চম তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি নতুন কাপড়ের টুকড়ায় লিখিয়া শলিতা বানাইয়া নতুন একটি মাটির পাত্রে রাখিয়া চামেলি তৈল ঢালিয়া আগুনে জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে মহববৎ সৃষ্টি হইবে। মতলুবের নাম নকশার মাঝ খানে লিখিবে।

নকশাটি এইঃ—

৭৮৬

٣٥٢١	٣٥١٨	٣٥١٥
٣٥١٦	نام مطلوب	٣٥٢٠
٣٥١٩	٣٥٢٢	٣٥١٧

মহববত সৃষ্টির ষষ্ঠ তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাপড়ে লিখিয়া শলিতা বানাইয়া একটি মাটির নতুন পাত্রে রাখিয়া সরিষার তৈল দিয়া আগুনে জ্বালাইবে। আর শলিতার মুখ মাহবুবের বাড়ীর দিকে রাখিবে। শলিতা জ্বালাইবার পরে কিছু মিষ্টি জাতীয় বস্তুর উপর হযরত বড় পীর সাহেব, হযরত শাহ আঃ ওয়াহিদ সাহেব ও শাহ্ আঃ সামাদের নামে ফাতেহা দিয়া উহা গরীব মিছকীনের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মহববত সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

নকশা এই ঃ

৭৮৬

١١	٨	١	١٢
٢	١٣	١٢	٧
١٦	٣	٦	٩
٥	١	١٥	٤

فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

মহববত সৃষ্টির সপ্তম তদবীর

দুই জনের মধ্যে মহববত সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি সীসার পাতে খুদিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহববত সৃষ্টি হইবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

٨١	٨٦	٧٩
٨٠	٨٢	٨٤
٨٥	٨٧	٨٣

মহববত সৃষ্টির অষ্টম তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি মুরগীর ডিমের উপর লিখিয়া আগুনের ছাইয়ের ভিতরে রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মহববত পয়দা হইবে। **নকশা এইঃ**

٧٨٦

٢٣٣	٢٣٨	٢٣١
٢٣٢	٢٣٤	٢٣٦
٢٣٧	٢٣٠	٢٣٥

মহববত সৃষ্টির নবম তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহববৎ সৃষ্টি হইবে। **নকশা এইঃ**

٧٨٦

٣٥	٤٠	٣٣
٣٤	٣٦	٣٨
٣٩	٣٢	٣٧

কাহাকেও বশীকরণের তদবীর

কেহ কাহাকেও বশ করিতে চাহিলে একখানা মিহিন কাপড়ের টুকরা লইয়া উহার উপর নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া পলিতা বানাইয়া শরিষার তৈল দ্বারা প্রাদিপে জালাইবে এবং নিজে সেখানে বসিয়া থাকিবে। আর পলিতার মুখ মতলুবের বাড়ীর দিকে রাখিবে। **নকশা এইঃ—**

بهـ ٩٨هـ ١١٧١ ١١ مهم لا كم   ط مع مها ه

স্বামী—স্ত্রীর মধ্যে প্রেম—প্রীতি প্রতিষ্ঠার তদবীর

স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও ভালবাসা স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া বালিশের মধ্যে রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে অত্যাধিক প্রেম ও ভালবাসা জন্মিবে। **নকশা এইঃ—**

١٨١١٧٥ واض ا٢١٥٢ ج ١٢١ ٢.١٢١ ١١١ص

মহববত ও শত্রুতার তদবীর

যে স্বামী দাসী অথবা অন্য নারীদের সহিত সহবাস করে, নিজ স্ত্রীকে পছন্দ করে না এই অবস্থায় নিম্নোক্ত নকশাটি দুই টুকড়া কাগজে লিখিয়া একটি স্বামীর ও অপরটি স্ত্রীর ডান হাতে বাঁধিয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে স্বামী আর কখনো অন্য নারীর কাছে যাইবে না নিজ স্ত্রীর নিকটই আসিবে। নকশা এইঃ

١١ سح ع ممطم م | ١١٦ | ح | ÷ |

প্রেমাশক্তি সঞ্চারের তদবীর

যদি কাহাকেও নিজের প্রতি প্রেমের বন্ধনে আকৃষ্ট করিতে চায়, তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি রবিবার সূর্য উদয়ের সময় লিখিয়া পুরাতন কবরের মধ্রে পুঁতিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে মতলুব অচিরেই তাহার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসিবে। দোয়ার শেষে উভয়ের নাম লিখিবে। দোয়া এইঃ—

يا تيلثا ياطلوع ما ما عج ما عجا ما عغبوالى

يالها نا اهياس اهيا اوصاون الرشداى متبن ابلسين و

ملسين الحلا الجر الحلا العجل العجل العجل الوحا
الوحاالوحا- لحب فلان بن فلان - بين فلان بن فلان

কাহাকেও আশেক করিবার তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও নিজের প্রতি আশেক করিতে বাসনা করে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি তিন টুকরা কাগজে লিখিয়া তিনটি পলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইবে। এই নিয়মে তিন দিন পর্যন্ত পলিতা জ্বালাইবে। প্রকাশ থাকে যে, নকশার নীচে নিজের নাম পিতার নাম এবং যাহাকে পাইতে চায় তাহার নাম ও মায়ের নাম লিখিতে হইবে। **নকশা এইঃ–**

٩١ ١١ عو ١١ عج ع ١١ ١١ ١١ ١١

الحب فلان بن فلان على فلان بنت فلان

মহববত পয়দা হইবার তদবীর

দুইজনের মাঝে মহববত পয়দা করিবার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি তিনটি কাগজে লিখিয়া পলিতা বানাইয়া তিন দিনে তিনটি আগুনে জ্বালাইবে।

নকশা এইঃ–

প্রথম দিনঃ–

د اوومـا ـ ااوا درار اما هـے لاددد لا لا لا ردالا ١١١

দ্বিতীয় দিনঃ–

١١١ ١٦ دد صمـغ ١١د ١١ وى ح بـرده ١١ وداه م ١٢

তৃতীয় দিনঃ–

١١٩ادح ١١١١ لا ١١١ و ١١ واع ١١ ود ١١د اددام مـوح

মহববত সৃষ্টির চতুর্দশ তদবীর

দুই ব্যক্তির মধ্যে মহববত সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি গাধার চামড়ায় লিখিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে উভয়ের মধ্যে মহববত পয়দা হইবে।

নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

٢٠٥	٢٠١	٢٠٣
٢٠٤	٢٠٦	٢٠٨
٢٠٩	٢٠٢	٢٠٧

মহববত সৃষ্টির পঞ্চদশ তদবীর

দুই জনের ভিতরে মহববত সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি তামার পাতে খুদিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে উভয়ের মধ্যে মহববত পয়দা হইবে। **নকশাটি এইঃ—**

٧٨٦

١٣٠	١٢٥	١٢٨
١٢٩	١٣١	١٣٣
١٣٤	١٢١	١٣٢

মহববত সৃষ্টির ষষ্টদশ তদবীর

দুই লোকের মধ্যে মহববত সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত ন শাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে মহববত জন্মিবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

٣٩٦	٤٠١	٣٩٤
٣٩٥	٣٩٧	٣٩٩
٤٠٠	٣٩٣	٣٩٨

মহববত সৃষ্টির সপ্তদশ তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও মহববত করিতে চায় তবে নিম্নোক্ত নকশাটি ইক্ষুর উপরে লিখিয়া কাঙ্খিত লোককে খাইতে দিবে। আল্লাহর রহমতে মহববত সৃষ্টি হইয়া যাইবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

١٥٤	١٥٩	١٥٢
١٥٣	١٥٥	١٥٧
١٥٨	١٥١	١٥٢

মহববত সৃষ্টির অষ্টাদশ তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি তামার পাতে খুদিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে উভয়ের মধ্যে মহববত পয়দা হইবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

٣٤	٣٩	٣٢
٣٣	٣٥	٣٨
٣٨	٣١	٣٦

স্বামী—স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য মহববত নিবিড় করিবার তদবীর

নিম্নলিখিত নকশাটি মেশক জাফরানের কালি দ্বারা লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া স্বামী—স্ত্রী উভয়ে ঐ পানি পান করিবে। এই প্রকারে একচল্লিশ দিন পর্যন্ত আমল করিবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহববত ও পরস্পরের মাঝে আকর্ষণ তীব্র হইবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

مه	ى	ملك	ديت	بنت
ع	د	ع	ع	طط
الله	درم	دور	طط	ع

মহব্বত সৃষ্টির দশম তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া শলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে দুই জনের মধ্যে মহব্বত হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٣	٧	٦	الحب فلان بن	٤	٣	٨
٩	٥	١	فلان على حب	٩	٥	١
٤	٢	٨	فلان بن فلان	٢	٧	٦

মহব্বত সৃষ্টির একাদশ তদবীর

দুই জনের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি হরিনের ঝিল্লির উপর লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে মহব্বত পয়দা হইবে। **নকশা এইঃ–**

٧٨٦

٢٣٨	٢٤٣	٢٣١
٢٣٧	٢٣٩	٢٤١
٢٤٢	٢٣٥	٢٤٠

মহব্বত সৃষ্টির দ্বাদশ তদবীর

দুইজন লোকের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি রেশমী কাপড়ের উপর লিখিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হইয়া যাইবে। **নকশা এইঃ–**

٨٧٦

١٩١	١٩٦	١٨٩
١٩٠	١٩٢	١٩٤
١٩٥	١٨٨	١٩٣

মহববত সৃষ্টির ত্রয়োদশ তদবীর

দুই ব্যক্তির মাঝে মহববত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নকশাটি মাটির নতুন পাত্রে লিখিয়া আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহববত পয়দা হইবে। **নকশাটি এইঃ—**

٨١٧٥٨١٢ ك ٩

আবাধ্য স্বামীকে বশ করিবার তদবীর

যে স্বামী স্ত্রীর উপর খুশী নয় বা স্ত্রীকে মনের মত ভালবাসেনা, সর্বদা স্ত্রীর উপর নাখোশ থাকে, এই প্রকার স্বামীকে বশ করিবার জন্য নিম্নোক্ত আমল দ্বারা খুবই সহজ উপায়। মিষ্টি যাতীয় কোন পিঠা বা মোরববা অথবা হালুয়া তৈয়ার করিবার সময় নিম্নোক্ত আয়াত মনে মনে পাঠ করিবে। তারপর মিষ্টান্ন দ্রব্য তৈয়ার হওয়ার পরে উহার উপর পুনরায় উক্ত আয়াত তিনবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে দম করিবে। ইহার পরে উক্ত মিষ্টান্ন স্বামীকে খাইতে দিবে। আল্লাহর রহমতে স্বামী তাহাকে ভালবাসিবে এবং আকৃষ্ট হইবে।

আয়াত এইঃ—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ- وَلَوْ يَرَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا- وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ -

উচ্চারণঃ— অমিনান্নাছি মাঁইয়াত্তাখিযু মিন দুনিল্লাহি আনদাদাইঁ ইয়ুহিববূনাহুম কাহুবিবল্লাহি, অল্লাযীনা আমানূ আশদ্দু হুববান লিল্লাহি, অলাত্ত ইয়ারাল্লাযীনা যালামু ইয্ ইয়ারাওনাল আযাবা ইন্নাল কুয়্যাতা লিল্লাহি জামীয়া, অ আন্নাল্লাহা শাদীদুল আযাব।

স্বামীকে স্ত্রীর বাধ্যগত রাখার দ্বিতীয় তদবীর

স্বামীকে স্ত্রীর বাধ্যগত রাখিবার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাটির ভিতরে গাড়িয়া রাখিবে। নকশার মাঝখানে প্রথম ফলান এবনে ফলানের স্থানে স্বামীর ও তাহার পিতার নাম লিখিবে আর দ্বিতীয় ফলান এবনে ফলানের স্থানে স্ত্রীর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিবে। **নকশা এইঃ**

٧٨٦

٨	٣	٤	الحب فلان	٦	٧	٢
١	٥	٩	بن فلان على	١	٥	٩
٦	٧	٦	حب فلان بن فلان	٨	٣	٤

আশেক মাশুকের মধ্যে মিলনের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহারও উপর আশেক হইয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি দুইটি লিখিয়া শরবতের মধ্যে গুলিয়া মাশুককে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মিলন হইবে। **নকশা দুইটি এইঃ**

٧٨٦

٩٨٥	٩٨٠	٩٨٧
٩٨٦	٩٨٤	٩٨٢
٩٨١	٩٨٨	٩٨٣

٧٨٦

٢١٩٢	٢١٨٧	٢١٩٤
٢١٩٣	٢١٩١	٢١٨٩
٢١٨٨	٢١٩٠	٢١٩٠

আশেক মাশুকের মিলনের দ্বিতীয় তদবীর

আশেক ও মাশুকের মধ্যে মিলনের জন্য নিম্নোক্ত নকশা তিনটি লিখিয়া শলিতা বানাইয়া শরিসার তৈল মাখিয়া মাশুকের বাড়ীর দিকে শলিতার মুখ রাখিয়া তিন রাত্রে তিনটি আগুনে জালাইবে। নকশার নীচে ফলানের স্থানে আশেক মাশুকের নাম ও পিতার নাম লিখিবে। প্রথমে আশেকের পরে মাশুকের নাম লিখিবে।

প্রথম রাত্রিতেঃ

ک ١١١ ١١١ ط ط ط ١١١ دد ھ ھ

الحب فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

দ্বিতীয়রাত্রিতেঃ

ک ١١١ ١١ ١١ ٥ط ١١ ٩ط ح م ١١١ ھ و ع ع

الحب فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

তৃতীয় রাত্রিতেঃ

ک ١٢ ١١٧١١٧ ح ١١٨١١٢٢٣٧٦٢٨١١ ١١ ٥ ٥

الحب فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

কাহাকেও আশক্ত করার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও তাহার প্রতি আশক্ত করিতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কোন গাছের ডালে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। যখন উহা বাতাসে নড়াচড়া করিবে তখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বেকারার হইয়া ছুটিয়া আসিবে।

নকশা এইঃ—

٧٨٦

٨	١	٩	الحب فلان بن	٨
٢	٥	٧	فلان على حب فلان	٣
عصـ	٦	٣	بن فلان	عصـ

মহব্বত সৃষ্টি করার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া শরবতের সহিত গুলিয়া যাহাকে মহব্বৎ করিতে চায় তাহাকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে তাহাদের উভয়ের মধ্যে মহব্বৎ সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

٩	١٢	١٥	٢
٤١	٣	٨	١٣
٤	١٧	١٠	٧
١١	٦	٥	١٦

মহব্বৎ সৃষ্টির দ্বিতীয় তদবীর

যদি দুই জনের মধ্যে মহব্বৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে একটুকরা কাগজে "ইয়া শাফীউ" পাঠ করিয়া ফুক দিবে তারপর উক্ত কাগজে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া পানিতে ধৌত করিয়া ঐ পানি উভয়ে পান করিবে। আল্লাহর রহমতে তাহাদের মধ্যে মহব্বৎ স্থায়ী হইবে।

নকশা এইঃ–

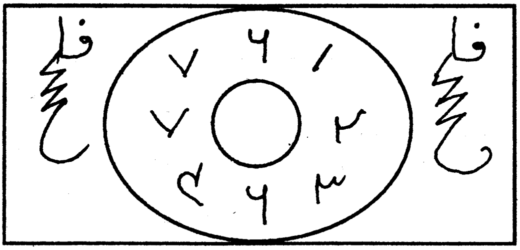

মহবৎ সৃষ্টির তৃতীয় তদবীর

দুই জনের মধ্যে মহববৎ সৃষ্টি করার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া শলিতা বানাইয়া উহার মুখ মাতলুবের বাড়ীর দিকে রাখিয়া আগুন দ্বারা জ্বালাইবে। **নকশা এইঃ–**

٧٨٦

٥٨٢٢٨	٥٨٢٤٣	٥٨٢٥٠
٥٨٢٤٩	٥٨٢٤٧	٥٨٢٤٥
٥٨٢٤٤	٥٨٢٥١	٥٨٢٤٦

الحب فلان بن فلان بين فلان بن فلان

মহববত সৃষ্টির চতুর্থ তদবীর

দুইজনের মধ্যে মহববত সৃষ্টির জন্য জাফরান গোলা কালি দ্বারা বৃহস্পতিবার দিন নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া শলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইবে। নকশাটি জ্বালাইবার সময় সম্মুখে কিছু গাভীর দুধ রাখিয়া লইবে। আল্লাহর রহমতে মহববৎ সৃষ্টি হইবে। নকশাটি এইঃ–

احب يا جبرائيل ع

احب يا دردائيل ع

ياتنكفيل ع بحق يا بدوح

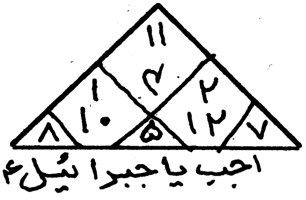

তৃতীয় অধ্যায়

[জিন ভূতের তদবীর]

প্রথম তদবীর—পানি পড়া

যদি কোন লোকের উপর জিনে আছর করিয়া থাকে, আর রোগী বেহুশ হইয়া যায় তবে সুরায়ে ফাতেহা, আয়াতুল কুরছী এবং সূরায়ে জ্বিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করিয়া কিছু পানিতে ফুঁক দিয়া ঐ পানি রোগীর নাকে, মুখে ও চোখে ছিটাইয়া দিলে আল্লাহর রহমতে রোগীর হুশ ফিরিয়া আসিবে। যে বাড়ীতে জ্বিন-ভুতের উপদ্রব আছে সেই বাড়ীর চদুর্দিকে এই পানি ছিটাইয়া দিলে আল্লাহ রহমতে জ্বিন-ভূতের উপদ্রব বন্ধ হইয়া যাইবে।

সূরায় জ্বিনের প্রথম পাঁচ আয়াত এইঃ-

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ٭ يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ . وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ٭ وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ٭ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ٭ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ٭

উচ্চারণঃ কুল উহিয়া ইলাইয়্যা আন্নাহুছ্ তামাআ' নাফারুম্ মিনাল জ্বিন্নে ফাক্বালূ ইন্না ছামেঅ'না কুরআনান আজাবা। ইয়াহ্দী ইলার রুশদি ফা আমান্না বিহী, ওয়ালান্ নুশরিকা বি-রব্বিনা আহাদা। ওয়া আন্নাহু তায়া'লা জাদ্দু রাব্বিনা মাত্তাখাজা ছাহিবাতাওঁ ওয়ালা ওয়ালাদা। ওয়া আন্নাহু কানা ইয়াকুলু ছাফীহুনা আ'লাল্লাহি শতাত্বা। ওয়া আন্না যানান্না আল্লান্ তাকূলাল্ ইনছু ওয়াল জ্বিন্নু আ'লাল্লাহি কাযিবা।

দ্বিতীয় তদবীর—তৈল পড়া

জ্বিন গ্রস্থ রোগীর জন্য নিম্নোক্ত আয়াত ও দোয়াগুলি যথা নিয়মে পাঠ করিয়া সরিষার তৈলের উপর ফুঁক দিয়া ঐ তৈল জ্বিন গ্রস্থ রোগীর চোখে, কানে, ও নাকের ভিতরে দিবে। যদি রোগী বেহুস থাকে তবে হুশ হইবে। আর ঐ তৈল গোছলের পর রোগীর সর্ব শরীরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মালিশ করিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বিন ছাড়য়িা যাইবে, রোগী সুস্থ হইবে। প্রকাশ থাকে যে নিম্নোক্ত দোয়া ও আয়াত সমূহ একেক বার পাঠ করিয়া প্রতিবার তৈলের উপর ফুঁক দিবে।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ *

১। অস্তাগফিরুল্লাহা রাববী মিন কুল্লি যাম্‌বিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি। (দশবার)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ *

২। আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম। (দশ বার)

৩। সূরায়ে ফাতিহা (তিনবার, তিন শ্বাসে)

৪। আয়তুল কুরছী (তিনবার, তিন শ্বাসে)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ - لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ - لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ - مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاۤءَ - وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ - لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ - قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى -

لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَآءُ هُمُ الطَّاغُوْتِ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ - اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ *

উচ্চারণঃ আল্লাহু লা–ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। লাতা' খুজুহু ছিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মাফিচ্ছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মানযাল্লাযী ইয়াশ্‌ফাউ, ইনদাহু ইল্লা বিইযনহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহিতূনা বিশইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শায়া ওয়াছিয়া কুরছিয়্যুহু চ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্‌যুহুমা ওয়া হুয়াল আ'লিয়্যুল আ'যীম। লা–ইকরাহা। ফিদ্দীনি, ক্বাদ্‌ তাবাইয়ানার রুশদু মিনাল গাইয়্যি, ফামাইঁ ইয়াগফুর বিত্তাগুতি ওয়া ইউমিম বিল্লাহি ফাক্বাদিছ তামছাকা বিল উ'রওয়াতিল উ'ছ্‌ক্বা, লানফিছামা লাহা ওয়াল্লাহু ছামীউ'ন আলীম। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইউখ্‌রিজুহুম মিনায্‌যুলুমাতি ইলান্‌নূর, ওয়াল্লাযীনা কাফারূ আওলিয়াউহুমুত্‌ ত্বাগুতু ইউখ্‌রিযূনাহুম মিনান্‌ নূরি ইলায্‌ যূলুমাতি, উলাইকা আছহাবুন্নারি হুম ফীহা খালিদূন।

৫। আয়াতে কুতুব। (এগার বার)ঃ–

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ- وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ - يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ - قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ - يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ- يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هٰهُنَا - قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ -

وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ - وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ -
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ *

উচ্চারণঃ ছুম্মা আনযালা আ'লাইকুম মিম্ বা'দিল গাম্মি আমানাতান্ নুআ'হাইঁ ইয়াগ্‌শা ত্বায়েফাতাম্ মিনকুম, ওয়া ত্বায়েফাতুন ক্বাদ্ আহাম্মাতহুম আন্‌ফুছাহুম ইয়াযুন্নূনা বিল্লাহি গাইরা'ল হাকক্বি যান্নাল য্যাহেলিয়্যাতে, ইয়াক্বলূনা হাল লানা মিনাল আমরি মিন শাইয়িন, ক্বুল ইন্নাল আমরা কুল্লাহু ইয়াকূলূনা হাল লানা মিনাল আমরি মিন শাইয়িন, ক্বুল ইন্নাল আমরা কুল্লাহু লিল্লাহি, ইউখফূনা ফী আন্‌ফুছিহিম মালা ইয়াবদূনা লাকা, ইয়াকূলূনা লাও কানা লানা মিনাল আমরি শাইয়য়িন্ মা ক্বুতিলনা হা-হুনা, ক্বুল লাও কুনতুম ফী বুয়ূতিকুম লাবারাযাল্লাযীনা কুতিবা আ'লাইহিমুল ক্বাত্‌লু ইলা মাদ্বাজিই' হিম ওয়ালি ইয়াব তালিয়াল্লাহু মা ফী ছুদূরিকুম, ওয়ালি ইউমাহ্‌হিছা মাফী ক্বুলূবিকুম, ওয়াল্লাহু আ'লীমুন বিযাতিছ্ ছুদূর।

৬। নিম্নের আয়াতগুলি তিনবারঃ-

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ -
فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -
وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ لَابُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ - فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ
عِنْدَ رَبِّهٖ - اِنَّهٗ لَايُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ - وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ *

উচ্চারণঃ আফাহাছিবতুম আন্নামা খালাক্বনাকুম আ'বাছাওঁ ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউ'ন। ফাতা আ'লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া রাব্বুল আ'রশিল কারীম। মাইয়াঁদ্‌উ' মাআ'ল্লাহি ইলাহান আখারা লা বুরহানা লাহু বিহী। ফাইন্নামা হিছাবুহু ইন্‌দা রাব্বিহী, ইন্নাহু লা ইয়ুফলিহুল কাফিরূন। ওয়া ক্বুর রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমীন।

৭। সূরায়ে ছফ্‌ফাতের নিম্নোক্ত দশ আয়াত (তিন বার)ঃ-

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا - فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا - فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا - اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ- اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِنِ الْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ - لَايَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ- اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ - فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا- اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ *

উচ্চারণঃ ওয়াছ্‌ ছাফ্‌ফাতি ছাফ্‌ফান, ফায্‌যাজিরাতি যাজ্‌রান, ফাত্তালিয়াতে যিক্‌রা, ইন্না ইলাহুকুম লা ওয়াহিদ, রাববুচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া মা বাইনাহুমা ওয়া রাববুল মাশারিক। ইন্না যাইয়ান্নাছ্‌ ছামায়া'দ দুনইয়া বিযীনাতি- নিল কাওয়াকিব। ওয়া হিফযাম্‌ মিন কুল্লি শাইত্বানিম মারিদ। লা ইয়া- চ্ছাম্মাউ'না ইলাল মালাইল আ'লা ওয়া ইয়াক্বযিফূনা মিন কুল্লি জানিব, দুহুরাওঁ ওয়া লাহুম আযাবুওঁ ওয়াছিব। ইল্লা মান খাত্বিফাল খাত্বফাতা ফয়াতবাআ'হু শিহাবুন ছাক্বিব। ফাছ্‌তাফতিহিম আহুম আশাদ্দু খালক্বান্‌ আম্মান্‌ আলাক্বনা। ইন্না খালাক্বনাকুম মিন ত্বীনিল লাযিব।

৮। সুরায়ে আর-রাহমানের নিম্নের দুই আয়াত (একবার)ঃ-

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ سْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا - لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ - فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَاتَنْتَصِرَانِ *

উচ্চারণঃ ইয়া মা'শারাল জ্বিন্নি ওয়াল ইনছি ইনিছতাত্বা'তুম আন তানফুযূ মিন আক্বত্বারিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ফানফুযূ লা তানফযূনা ইল্লা বি ছুলত্বান, ফাবি আইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। ইউরছালু আলইকুমা শুওয়াযুম্ মিনন্নরিওঁ ওয়া নুহাছুন ফালা তানতাছিরান।

১০। সূরায়ে কাফেরূন (কুলইয়া আইউহাল কাফিরূন) একবার তৎপর নিম্নের আয়াত একবারঃ-

وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ - وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ *

উচ্চারণঃ ওয়াছবির ওয়ামা ছাবারুকা ইল্লা বিল্লাহি, ওয়ালা তাহ্‌যান আলাইহিম ওয়ালা তাকু ফী দ্বাইক্বিম্ মিম্মা ইয়ামকুরূন। ইন্নাল্লাহা মায়া- ল্লাযীনাত্ তাক্ব ওয়াল্ লাযীনা হুম মুহছিনূন।

১১। নূরায়ে এখলাছ (কুলাহু ওয়াল্লাহু) – দশবার।

১২। সূরায়ে ফালাক্ব (ক্বুল আউজুবি রব্বিল ফালাক্ব) – দশবার।

১৩। সূরায়ে নাছ (ক্বুলআইজুবি রাব্বিন্নাছ) – দশবার।

১৪। সূরায়ে ফাতেহা (আলহামদুলিল্লাহ্) একদমে একবার।

১৫। নিম্নের দোয়া- দশবার।

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'যীম।

১৬। সূরায়ে ক্বালাম এর নিম্মোক্ত শেষ আয়াত দশবার।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ - وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ *

উচ্চারণঃ ওয়া ইয়্যাকাদু ল্লাযীনা কাফারূ লাইয়ূলিকূনাকা বি আবছারিহিম লাম্মা ছামিউ'যযিক্‌রা ওয়া ইয়াকুলূনা ইন্নাহু লামাজনূন। ওয়ামা হুয়া ইল্লা যিকরুল্ লিল আ'লামীন।

১৭। তারপর পাঁচবার দুরূদ শরীফ এবং সাতবার আস্তাগ ফিরুল্লাহ পড়িয়া তৈলের উপর দম করিয়া শেষ করিবে।

বিঃ দ্রঃ— যে তৈল একবার মালিশ করার জন্য বাহির করিবে ঐ তৈল পুনঃ বোতলে রাখিবে না।

তৃতীয় তদবীর—তাগা বা সুতা পড়া

রুগীর শরীরের মাথা হইতে পা পর্যন্ত কুসুম রং এর একুশ নাল সুতা লইয়া নিন্মোক্ত নিয়মে একুশটি গিড়া দিয়া উক্ত সুতা রুগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে।

সুতা পড়ার নিয়ম এইঃ—

১। সুরায় ফাতেহা (আলহামদু) সাতবার পাঠ করিয়া সাতটি গিড়া দিবে।

২। আয়াতুল কুরছি সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবার গিড়া দিবে।

৩। সূরায়ে ফাকিরূন এবং ২নং তদবীরের ১০ নং দোয়া (ওয়াছবির ওয়ামা ছাবারুকা) পাঠ করিয়া প্রতিবার গীড়া দিবে মোট সাতটি।

চতুর্থ তদবীর— তৈল পড়া

নিম্নোক্ত চেহেলকাফ তিনবার পাঠ করিয়া কিছু সরিষার তৈলে প্রতিবারে ফুঁক দিয়া ঐ তৈল রুগীর উভয় কর্ণে এবং নাকের ছিদ্রে দিয়া শাহাদত অঙ্গুলী উভয় কর্ণের ভিতরে দিয়া চাঁপিয়া ধরিবে, জ্বিন ছাড়িয়া যাইবে। এবং ঐ তৈল পড়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত রুগীর সর্ব শরীরে মালিশ করিবে। তৈল শেষ হইবার পূর্বে উহার সহিত তৈল মিলাইয়া লইবে।

চেহেল কাফ এইঃ—

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ - وَكِفَةٌ كِفْكَا فَـهَا كَكَمِيْنٍ كَانَ

مِنْ كَلُوْكٍ تَكِرُّ كَرًّا- كَكِرِّ الْكَرِّ فِىْ كَبَدٍ تَحْكِىْ مُشْكُشُكَةً كَلُكْلُكٍ لَكَكٍ كَفَاكَ مَابِىْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهُ يَاكَوْكَبًا كَانَ يَحْكِىْ كَوْكَبَ الْفَلَكَ *

উচ্চারণঃ কাফাকা রাববুকা কাম ইয়াকফীকা, ওয়া কিফাতান কিফ্‌কা ফুহা ককামামীনিন্ কানা মিন কালুকিন তাকিররু কাররান, কাকাররিল কারির ফী কাবাদিন তাহ্‌কী মুশাকশাকাতান্ কালুকলুকি লাকাকিন কাফাকা মাবী ফায়াকাল কাফফু কুরবাতাহু ইয়া কাওকাবান কানা ইয়াহ্‌কী কাওকাবাল ফালাক।

পঞ্চম তদবীর— লটকাইবার তাবিজ

নিম্নোক্ত আছহাবে কাহাফের নামগুলি জাফরানের কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া ঘরের বেড়ায় বা দেওয়ালে লটকাইয়া রাখিলে, আল্লাহর রহমতে ঐ ঘরে জ্বিন–ভূত আসিতে পারিবে না এবং উৎপাত বন্ধ ইহয়া যাইবে। আছহাবে কাহাফের নামগুলি এইঃ–

الهى بحومت يمليخا- مكشلينا - مثلينا - مرنوش-
دبرنوش - شادنوش - كفشططيوش - قطمير *

ষষ্ঠ তদবীর বাড়ী ঘর বন্ধের জন্য

প্রথমে চার পাঁচ আঙ্গুল লম্বা চারটি লোহা বা পেরেক যোগার করিয়া লইবে। তারপর প্রত্যেকটি লোহার উপরে আলাদা ভাবে নিম্নোক্ত আয়াত একুশবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে ফুঁক দিবে। তারপর লোহার পেরেক চারটি ঘরের চার কোনায় গাড়িয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে ঐ ঘরে আর জ্বিন ভূতের উপদ্রব হইবে না। আয়াদ এইঃ–

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا- فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا *

উচ্চারণঃ ইন্নাহুম ইয়াকীদূনা কাইদাওঁ ওয়া আকীদু কাইদা, ফামাহ্‌হিলিল কাফিরীনা আমহিলহুম রুওয়াইদা।

সপ্তম তদবীর— হেরজে আবুদজানা

কোন মানুষের উপর অথবা বাড়ী ঘরের উপর জ্বিন-ভূতের উপদ্রব দেখা দিলে, নিম্নোক্ত নিয়মে নামাশরীফের আমল করিবে। আল্লাহ্‌র রহমতে জ্বিন গ্রস্থ রুগী সুস্থ হইবে এবং বাড়ীঘর হইতে জ্বিন-ভূতের উপদ্রব বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা পরীক্ষিত আমল।

নামা শরীফের আমল এইঃ

রাত্র দুপুরের সময় নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া প্রথমে গোছল করিয়া পাক পবিত্র হইবে। অতঃপর জায়নামাজে দাড়াইয়া বার রাকয়াত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করিবে। তারপর জায়নামাজে বসিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি হাজার বার পড়িবে। দোয়াটি এইঃ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدَنِ النَّبِىِّ الْمَبْعُوْثِ اِلَى الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ وَالْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ صَاحِبِ الْكَوْثَرِ وَبَارِكْ وَ سَلِّمْ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদানিন্‌ নাবিয়্যিল মাবূউ'ছি ইলাল ইনছি ওয়াল জ্বিন্নি ওয়াল আছওয়াদি ওয়াল আহমারি ওয়াল আছগারি ওয়াল আকবারি ছাহিবিল কাওছারি ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম।

অতঃপর নিম্নোক্ত নামা শরীফ একশত এক চল্লিশবার পাঠ করিবে। এবং এই নামা শরীফ তখন কাগজে লিখিয়া জ্বিন গ্রস্থ রুগীর শিয়রের বালিশের নীচে এক দিন রখিবে। তারপর রুগীর গলায় অথবা হাতে বাঁধিয়া দিবে। আর যেই বাড়ী ঘরে জ্বিনের উপদ্রব আছে সেই ঘরের বেড়ায় অথবা দেওয়ালে এই কাগজ লটকাইয়া রাখিবে। আর এই তদবীর আমল ছাড়াও করা যায়, তবে আমল করিয়া এই তদবীর করিলে অতি উত্তম হইবে।

নামা শরীফ এইঃ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ

الْعٰلَمِيْنَ اِلٰى مَنْ يَّطْرُقَ لِدَارَ مِنْ الْعُمَّادِ وَالزُّوَّارِ- وَلَاطَارِقًا يَّطْرُقَ بِخَيْرٍ - اَمَّا بَعْدُ - فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سِعَةً فَاِنْ كُنْتَ عَاشِقًا مُّوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُّقْتَحِمًا - فَهٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- وَرُسُلُنَا يَكْتُبُوْنَ مَاتَمْكُرُوْنَ - اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَنْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ- كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ - لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - تَقَلَّبُوْنَ حٰمٓ لَاتُنْصَرُوْنَ حٰمٓعٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ- وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ- فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হাজা কিতাবুম্ মিন্ মুহাম্মাদির রাছুলি রাব্বিল আ'লামীনা ইলা মান ইয়াত্বরুকু লিদারা মিনাল উ'ম্মারি ওয়ায্ যাওয়ারি, ওয়ালা ত্বারিক্বাই ইয়াত্বরুকু বিখাইরিন, আম্মা বা'দু। ফাইন্না লানা ওয়ালাকুম ফীল হাক্বক্বি ছিয়া'তুন, ফাইন্ কুনতা আ'শিক্বাম মুলিয়া'ন আও ফাজিরাম মুক্বতাহিমান, ফাহাযা কিতাবুল্লাহি ইয়ানত্বিক্ব আ'লাইনা ওয়া আ'লাইকুম বিল হাক্‌ক্বি, ইন্না কুন্না নাছতানছিখু মা কুনতুম তা'মালূন। ওয়া রুছুলুনা ইয়াকতুবুনা মা তুমকিরূন। উৎরিকূ ছাহিবা কিতাবী হাজা, ওয়ান ত্বালিক্ব ইলা আ'বাদাতিল আওছানি ওয়াল আছনামি, ওয়া ইলা মাই ইয়ায্-আ'মু আন্না মাআ'ল্লাহি ইলাহান আখারা লা তাক্বলাবূন। হা-মীম লাতুনৃছুরূনা হা-মীম-আইন-ছীন-ক্বাফ তাফাররাক্বা আ'দাউল্লাহি ওয়া বালাগাত হুজ্জাতুল্লাহি, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়্যাত ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আযীম। ফাছাইয়াফীকাহুমুল লাহু ওয়া হুওয়াছ্ ছামীউল আ'লীম।

অষ্টম তদবীর— নিদ্রায় ভূত প্রেতর আছর হইলে

নিদার মধ্যে যদি কোন লোকের উপর ভূত-প্রেতের আছর হয়, তবে নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া রুগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

তাবিজটি এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم - اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة وعين لامة بسم الله الذى لايضر مع اسمه شيئ فى السماء ولا فى الارض - وهو السميع العليم- اللهم انى اعوذبك من سوء الاحلام ومن ان يتلاعب بى الشيطان فى اليقظة والمنام - اللهم تحصنت بحسن الف الف لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم *

নবম তদবীর— বাড়ী বন্ধ করার নিয়ম

বসত বাড়ীতে যাহাতে জ্বিন-ভূতের আক্রমণ ও বালা মুছিবত আসিতে না পারে সে জন্য বাড়ী বন্ধ করিতে হয়, ইহার নিয়ম কানুন এই যে, লোহার লম্বা চারটি পেরেক লইয়া উহার প্রত্যেকটির উপর আলাদা ভাবে সূরায়ে মুজ্জাম্মিল তিনবার পাঠ করিয়া দম করিবে, তার পর চেহেলক্বাফ তিনবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে দম করিবে। পূর্বেই ৩/৪ জন কোরআনে হাফেজ যোগার করিয়া রাখিবে। তারপর বাড়ীর এক কোনে সকলে দাড়াইয়া তিনবার সূরায়ে মুজ্জাম্মিল ও তিনবার চেহেলক্বাফ পাঠ করিয়া একজনে আযান দিবে আর আমেল একটি লোহার পেরেক মাটির গর্তের ভিতের গাড়িবে ইহার পর সকলে মিলিয়া নিম্নের দোয়া জোড়ে জোড়ে শব্দ করিয়া পড়িতে পড়িতে অণ্য কোনায় যাইবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণঃ ছুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবার।

দ্বিতীয় কোনায় পৌছিয়া পূর্বের মত তিনবার সূরায়ে মুজ্জাম্মিল ও

তিনবার চেহেল ক্বাফ পাঠ করিয়া আজান দিবে ও পেরেক গাড়িবে। এই প্রকারে অন্য তৃতীয় ও চতুর্থ কোনায় পেরেক গাড়িয়া বাড়ী বন্ধ করার কাজ শেষ করিবে। আল্লাহর রহমতে ঐ বাড়ীতে জ্বিন-ভূতের আছর হইবে না। চেহেল কাফ এইঃ-

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ - وَكِفَةٌ كِفْكَا فُهَا كَكَمِيْنِ كَانَ مِنْ كُلُوْكٍ تَكِرْكُرًا- كَكَرِّ الْكَرِّ فِيْ كَبَدٍ تَحْكِيْ مُشَكْشَكَةٌ كُلْكُلُكِ لَكِكَ مَابِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهْ- يَاكَوْكَبًا كَانَ يَحْكِيْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ *

চেহেল ক্বাফের আমল

যদি কোন লোক এক বৈঠকে চল্লিশবার উপরোক্ত চেহেল ক্বাফ পাঠ করিয়া পরবর্তিতে দৈনিক একবার করিয়া উহা পাঠ করে, তবে সে লোক ইহা সর্ব প্রকার তদবীরে ব্যবহার করিতে পারিবে। বিশেষ করে জ্বিন গ্রস্থ রুগীর শরীরে ইহা পাঠ করিয়া ফুক দিলে রোগ ভাল হইবে। সরিষার তৈলে ফুক দিয়া রুগীর চোখে কানে ও নাকে দিলে জ্বিন ছাড়িয়া যাইবে। এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত মালিশ করিবে।

দশম তদীবর— বাড়ী ঘর হইতে জ্বীন—ভূত দূর করার জন্য

নিম্নোক্ত দোয়া কাগজে লিখিয়া ঘর ও বাড়ির চতুর্কোনায় লটকাইয়া দিলে, আল্লাহর রমহতে জ্বিন-ভূতের আক্রমন হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। দোয়া এইঃ-

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا - لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ - فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ

فَلَاتَنْتَصِرَانِ- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - الهى بحرمت يمليخا - مكسلمين - كشفوطط - يونس - تبيونس - اذر فتيونس - كشافطيونس - بوانس - بوس - قطمير- انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم - ان لاتعلوا على واتونى مسلمين - بحق سليمان بن داؤد عليهما السلام - وبحق اصف بن يرخياء *

একাদশ তদবীর— আছীব দূর করার জন্য

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া জ্বিন গ্রস্থ রুগীকে দেখাইলেই, আল্লহর রহমতে আছীব দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ-

١٠٦٦٢	١٠٦٦٥	١٠٦٦٨	١٠٦٥٤
١٠٦٦٧	١٠٦٥٥	١٠٦٦١	١٠٦٦٦
١٠٦٥٦	١٠٦٧٠	١٠٦٦٣	١٠٦٦٠
١٠٦٦٤	١٠٦٥٩	١٠٦٥٧	١٠٦٦٩

বদ নজর ও আছিব দূর করার তদবীর

বদনজর ও আছীব গ্রস্থ রোগীর সঙ্গে নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে আরগ্য লাভ করিবে। তাবিজটি এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم - لا اله الا الله محمد رسول الله - والله خير الحافظين- اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق- الله شافى الله كافى الله حافظ بسم الله الله الله *

জ্বিন—পরির আছ দূর করার তদবীর

নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া জ্বিন—পরী গ্রস্থ রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে আছর দূর হইয়া যাইবে। আর যেই ঘরে জ্বিন—পরীর উপদ্রব আছে সেই ঘরে এই তাবিজ লিখিয়া লটকাইয়া রাখিবে। তাবিজ এইঃ-

الله لا اله الا هو الحى القيوم لاتاخذه سنة ولانوم له ما فى السموت وما فى الارض من ذالذى يشفع عنده الاباذنه والارض ولايؤده حفظهما وهو العلى العظيم يعلم مابين ايديهم وماخلفهم ولايحيطون بشئ من علمه الابماشاء وسع كرسيه السموت

ميكائيل

لا اله الا الله موسى كليم الله

جبرائيل

لا اله الا الله محمد رسول الله

اسرافيل

لا اله الا الله ابرهيم خليل الله

عزرائيل

لا اله الله عيسى روح الله

মোয়াক্কেল হাযির করার নিয়ম ও চেল্লা

যদি কোন আমেল ব্যক্তি জ্বিন—ভূতের তাছীর দূর করার জন্য অথবা মোয়াকেকলের মাধ্যমে কিছু হাছেল করিতে মনস্থ করিলে, সে এই আমল কঁরিবে কিনা ভাল ভাবে চিন্তা করিয়া লইবে। এই আমল বা চেল্লা একটি বিবদজনক কাজ বা আমল। এই চিল্লা বা আমল করিতে অনেক নিয়ম পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। এই জন্য যাহারা পুরা পুরি না বুঝিয়া এই আমল করে তাহারা অনেক সময় ভীষন বিপদের মধ্যে পড়ে, কাহারও মাথা খারাপ হইয়া যায় এমনকি কেহ কেহ জীবনও হারাইয়া ফেলে।

সুতরাং এই রুপ ঝুকিপূর্ণ আমল না করাই উত্তম। তথাপি কেহ যদি এই আমল করিতে ইচ্ছা করে তবে পুরাপুরি সর্তক হইয়া কোন উপযুক্ত ওস্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে তারপর আমল কিরবে।

প্রথম প্রকার আমল

যে কোন চন্দ্র মাসের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় বৃহসপতিবার রোজা রাখিতে আরম্ভ করিবে এবং প্রতিদিন ফজরের নামাজের পূর্বে অজু গোছল করিয়া পবিত্র হইয়া নামাজ অন্তে একহাজার বার সূরায় এখলাছ পাঠ করিবে। এর পর প্রতিদনি বাকী চার ওয়াক্ত নামাজের পরেও এক হাজার বার করিয়া সূরায় এখলাছ পাঠ করিবে। এই আমল একাধিক্রমে চৌদ্দদিন করার পরে পঞ্চদশ দিনে যে বৃহস্পতিবার হইবে সেই দিন সন্ধার পরে অজু গোছল করিয়া পোনার হাজার বার সুরায় এখলাছ পাঠ করিবে। তারপর ঐ বৈঠকেই নিম্নের দোয়াটি এক হাজার বার পাঠ করিবে। দোয়াটি এইঃ-

يَا حَنَّانُ اَنْتَ الَّذِىْ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْئٍ وَّرَحْمَةً وَّعِلْمًا - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَسْخِرَنِىْ جِنُّوْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ الشَّرِيْفَةِ - بِحَقِّ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

উচ্চারণঃ ইয়া হান্নানু আনতাল্লাজী ওয়াছাঅ'তা কুল্লা শাইয়িন ওয়া রাহমাতাওঁ ওয়া ই'লমা। আল্লাহুম্মা ইন্না আছয়ালুকা আন্ তাছখিরানী জ্বিন্নূ হা জিহিছ ছূরাতিশ্ শারীফাতি, বিহাক্কি মান ক্বালা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ও ছাল্লাম।

এই আমল ঠিকমত আদায় করার পর আল্লাহর অশেষ রহমে তখনই তিনজন মোয়াকেকল গায়েব হইতে উপস্থিত হইবে। তাহারা আসিয়া বলিবে, হে আল্লাহর নেকবান্দা! আপনার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে-একজনে বলিবে আমার নাম হইতেছে আব্দুল ওয়াহেদ, যেহেতু আপনি 'ক্কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' আয়াত পাঠ করিয়াছেন, তাই আমি উপস্থিত হইয়াছি

এখন আপনি যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব। দ্বিতীয় মোয়াক্কেল বলিবে– আমার নাম আব্দুচ্ছামাদ যেহেতু আপনি 'আল্লাহুচ্ছামাদ' পাঠ করিয়াছেন। অতএব আমি হযির হইয়াছি এখন আপনি যেই হালাল খাদ্য চাইবেন তাহাই উপস্থিত করিব। তৃতীয় মোয়াকেকল বলিবে আমার নাম আব্দুল আহাদ, যেহেতু আপনি "কুফূওয়ান আহাদ" পাঠ করিয়াছেন তাই আমি উপস্থিত হইয়াছি। আপনাকে আমি সর্ব প্রকার গোপন রহস্য অবগত করাইব এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির সন্ধান দিব। এরপর তাহারা চলিয়া যাইবে এবং প্রয়োজনের সময় উপস্থিত হইবে। তখণ তাহাদিগকে দরকার মত ব্যবহার করিবে। প্রকাশ থাকে যে, যাহারা এই আমল করিবে তাহারা অবশ্যই সদা সর্বদা অজুর সহিত থাকিতে হইবে। এবং দৈনিক ফজরের নামাজের পূর্বে ও পরে একশতবার করিয়া যে কোন দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে। আর প্রত্যহ সমস্ত দিনের মধ্যে একশত আটবার সূরায়ে এখলাছ পাঠ করিতে হইবে। সদা সর্বদা হালাল খানা খাইতে হইবে, সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা কথা বন্ধ করিতে হইবে। কখনো হারাম কার্যাদির নিয়ত করিবে না। আর উপযুক্ত কামেল ওস্তাদের সাহায্যে ও পরামর্শ গ্রহণ করিবে, ইহার অন্যথা করিলে আমল কাজে আসিবে না। আল্লাহুম্মা আমীন।

মোয়াকেকল হাযীর করার দ্বিতীয় আমল

মোয়াকেকল হাযির করার নিয়াত করিলে পাক পবিত্র হইয়া রাত্রে এশার নামাজের পরে দৈনিক চল্লিশ দিন পর্যন্ত জায়নামাজে বসিয়া একাধারে তিনহাজার একশত পচিশবার সূরায় এখলাছ পাঠ করিবে। এইভাবে চল্লিশ দিন পাঠ করিবে, মোট এক লক্ষ পঁচিশহাজার বার পাঠ করা হইবে। এই আমল করার সময় কোন প্রকার মাছ, তরকারী বা গোস্ত ইত্যাদি খাইবে না।

শুধু খালি সাদা ভাত ও আটার রুটি নেমক ব্যতীত খাইবে। এই প্রকার চল্লিশদিন পর্যন্ত একাধারে আমল করিলে শেষ দিন মোয়াকেকল হাযীর হইবে। এবং তাহার নিকট যাহা কিছু চাহিবে এবং সে যাহা

ওয়াদা করিবে তাহা সকাল বেলা নিদ্রা ভঙ্গের পরে বালিশের নীচে পাওয়া যাইবে। এই আমল সর্বদা জারী রাখিলে মোয়াকেকল সর্ব সময়ের জন্য বাধ্যগত থাকিবে এবং তাহাকে যাহা হুকুম করিবে তাহা শুনিবে। তবে নাজায়েজ কোন কাজের হুকুম করিবে না, তাহাতে হীতে বিপরীত হইতে পারে এবং নিজের ক্ষতির কারণ হইবে।

মোয়াকেকল হাযীর করার তৃতীয় আমল

প্রকাশ থাকে যে, এই আমল আরম্ভ করার আগে যেই স্থানে বসিয়া আমল করিবে সেখানে আগর বাতি ও লোবান, ধুপ, চন্দন ইত্যাদি জ্বালাইয়া খুশবুময় করিবে। আর নিজে উত্তম আতর ব্যবহার করিয়া খালেছ নিয়াতে এই আমল ঠিকমত আদায় করিলে আমল শেষে একজন নারী বেশী মেয়াকেকল আসিয়া হাযির হইবে এবং বলিবে আমাকে ডাকিয়াছ কেন? তখন খুব সাহসের সহিত ধর্য্য ধারণ করিয়া তাহাকে মা সম্বোধন করিবে এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিবে। তাহাতে সে খুশী হইবে এবং প্রয়োজনের সময় উপস্থিত হইয়া যাহা করিতে বলিবে তাহা পালন করিবে। এই সময় সাহস ও ধৈর্য্য ধারণ না করিতে পারিলে নিজ জীবনের ক্ষতির বা বিনাশের সম্ভাবনা থাকে। খবরদার মোয়াকেকল দ্বারা কোন সময় অন্যায় ও হারাম কার্য্যাদির আশা করিবেনা ইহাতে ক্ষতি হইবে। আমলের নিয়ম এইঃ–

এই আমল একাধারে পর পর তিন দিন পর্যন্ত করিতে হইবে। চন্দ্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম বুধবার দিবাগত রাত্রে গোছল করিয়া পবিত্র জামা কাপড় পরিধান করিয়া ভাল আতর ব্যবহার করিয়া যেই স্থানে বসিয়া আমল করিবে তাহার চতুরপার্শে মাটির উপর একটি গোলাকার বৃত্ত্ব আকিবে এবং আকিবার সময় নিম্নের দোয়া পাঠ করিবে। দোয়া এইঃ–

قفل کردم لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ * مهر کردم بنام مُحَمَّدٌ
رَسُوْلُ اللّٰهِ –

উচ্চারণঃ কুফ্‌ল করদাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মহর করদাম বনামে মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহি।

তারপর এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিম্নের দোয়াটি একশত বার পাঠ করিয়া পুনঃ এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে। দোয়াটি এইঃ- يَا ذَكِيُّ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ اٰفَةٍ بِقُدْسِهٖ *

উচ্চারণঃ ইয়া যাকিউত্ত্বাহিরু মিন কুল্লি আফাতিন বিক্কাদছিহী। দোয়াটি শত বার পাঠ করার পরে নিম্নের মন্ত্রটি একবার পাঠ করিবে। মন্ত্রটি এইঃ-

اُمِيْتُ بِهَتْ سِوَا هَانَهٗ بُدُوْحٌ سَرْسَنْدٌ وَفِيْ حَضِرْ بِاِذْنِ اللّٰهِ بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ *

উচ্চারণঃ উমীতু বিহাত ছেওয়াহানাহু বুদূহুন ছারছান্দ ওয়াফী হাজের বিইজ্‌নিল্লাহি, বিহাকেক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহি।

এই প্রকারে দৈনিক এক হাজার বার পাঠ করিবে। তিন দিনে মোট তিন হাজার বার পাঠ করিবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে নেক মনবাসনা পূর্ণ হইবে।

জ্বিনের বাদশাকে হাজির করিবার আমল

যদি বিশেষ কারণে জ্বিনের বাদশাকে হাজির করিয়া তাহার নিকট হইতে কোন বিষয় জানিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইলে, প্রথমে জাকাত স্বরূপ নিম্নের এসেমটি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করিবে। ইহার পরে একটি অতি সুন্দর চেহারার নাবালগ ছেলেকে গোছল করাইয়া পরিস্কার জামা কাপড় পরিধান করাইয়া খুশবুদার আতর মাখিয়া ঐ বালকের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটিকে কাজল দ্বারা কাল করিয়া ফেলিবে। তার পর উক্ত বালকটিকে আমল কারীর সম্মুখে বসাইয়া নিম্নের এসেমটি পড়িতে থাকিবে। এইরূপ পড়িতে পড়িতে যখন জ্বিনের বাদশা ঐ বালকের বদ্ধাঙ্গুলির নখের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন এসেম পাঠ করা

বন্ধ করিবে। তখন জ্বিনের বাদশার নিকট যে কোন বিষয় জানিবার দরকার উহা প্রশ্ন করিবে। আল্লাহ্‌র রহমতে জ্বিনের বাদশা সঠিক উত্তর দিবে। এসেমটি এইঃ– اَللّٰهُ الصَّمَدِیْ یَامُحَمَّدُ مَدَدِیْ *

উচ্চারণঃ আল্লাহু চ্ছামাদী ইয়া মুহাম্মাদু মাদাদী।

আমল কারীর সঙ্গী দুষ্ট জ্বিন হাজির করার আমল

আমল কারীর সঙ্গের দুষ্ট জ্বিনকে হাজির করিতে ইচ্ছা করিলে, নিজ বাম হাত দ্বারা গোবরের সাতটি গোলা বানাইবে। ইহার পরে মেশক জাফরানের কালি দ্বারা একটুকরা কাগজে নিম্নের মন্ত্রটি লিখিবে। মন্ত্রটি লিখার পরে বাম হাত দ্বারা মাটির মধ্যে একটি গর্ত খুড়িয়া উহার ভিতরে বাম হাত দিয়া উক্ত গোবরের গোলা কয়টি এবং মন্ত্র লিখা কাগজটি পুতিয়া রাখিবে। ইহাতে দুষ্টূ জ্বিন হাজির হইবে। মন্ত্রটি এইঃ–

عے مر ر د و من مر عـــ هر عـــه

জ্বীন—ভূত রোগীর উপর হাজির করার তদবীর

প্রথমে নিম্নোক্ত নশাটির যাকাত স্বরূপ এক হাজার এক খানা নকশা কাগজে লিখিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিবে। ইহার পর এক টুকরা, কাগজে নকশাটি লিখিয়া জ্বিনে পাওয়া রুগীর সম্মুখে রাখিয়া নকশাটির মধ্য খানের কাল স্থানটির প্রতি নজর করিতে বলিবে। এই অবস্থায় নকশাটির মোয়াক্কেল গণ জ্বিনটিকে ধরিয়া আনিয়া নকশার কাল স্থানে হাজির করিবে। তখন রুগী নিজেই বুঝিতে পারিবে যে, সে কিভাবে কাহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। আমেল তখন জ্বিনকে তাহার প্রয়োজনীয় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবে।

নকশাটি এইঃ–

٣٣٥٠٨	٣٣٥٠٣	٣٣٥٠١
٣٣٥٠٩		٣٣٥٠٥
٣٣٥٠٤	٣٣٥١١	٣٣٥٠٦

জ্বিনে ধরা রোগীর উপর মোয়াকেকল হাজির করার দতবীর

শনিবার, রবিবার কিংবা মঙ্গলবার দিবগত রাত্রিতে নিম্নোক্ত নকশাটি সলিতার উপর লিখিয়া নূতন প্রদিপে গরুর চর্বি দিয়া জ্বালাইবে। আর রোগীকে উক্ত প্রদিপের উপর নজর করিতে বলিবে। এই প্রকার কাজ করিলে জ্বিন পাওয়া রোগীর উপর তাহার মোয়াকেকল হাজির হইবে। তখন আমলকারী তাহাকে প্রশ্ন করিয়া রোগ সম্পর্কে জানিয়া লইবে। মোয়াক্কেল ঠিকমত উত্তর দিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٤١	٤٨	.٢	٧
٦	٣	٤و	٤٤
٤٧	٤٢	٨	١
٤	٥	٤٣	٤٦

জ্বিনের বাদশাকে হাজীর করিয়া ব্যবস্থা করার তদবীর

কোন লোকের উপর জ্বিন–পরীর আছর হইলে, উহা ছাড়াইবার জন্য যদি জ্বিন–পরীর বাদশাকে হাজির করার প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে রোগীকে গোছল করাইয়া পবিত্র পোষাক পরিধান করাইয়া পবিত্র স্থানে বসাইবে। এবং ঐ স্থানে ধূপ– লোবান জ্বালাইবে আর আতর দ্বারা সুবাসিত করিবে। তাহার পরে নিম্নোক্ত নকশাটি সলিতায় লিখিয়া জ্বিন–পরীতে পাওয়া রোগীর সম্মুখে জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বিনের বাদশা রোগীর উপর উপস্থিত হইবে অথবা জ্বিন–পরি রোগীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। যদি জ্বিনের বাদশা হাজির হয তবে তাহার নিকট দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করিবে, সে ঠিকমত উত্তর দিবে। নকশাটি এইঃ–

بسم الله الجليل الجبار القاهر القهار

بسم الله الجليل الجبار القاهر القهار

٨	١١	١٤	١١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	١٤	١٥

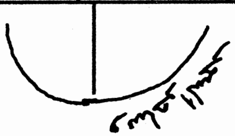

জ্বিন—পরী দূর করার তদবীর

জ্বিন-পরীতে পাওয়া রোগীর গলায় নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে, জ্বিন-পরী ছাড়িয়া যাইবে। আল্লাহর রহমতে রুগী সুস্থ হইবে। নকশাটি এইঃ-

عـه	عـه	٥	١
٩٤	١٧	٦	٢٨
ع	١١	١٥	٨٥
١٦	١٢	٣	١٣

জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর

জ্বিন-ভূতের আছর গ্রস্থ রোগীর গলায় নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে জ্বিনের আছর দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٨	٢٤٩١	٤٤٩٤	١
٢٤٩٣	٢	٧	٢٤٩٢
٣	٢٤٩٦	٢٤٨٩	٦
٢٤٩.	٥	٤	٢٤٩٥

জ্বিন—ভূতের আছর দূর করার তদবীর

জ্বিন-ভূতের আছর দূর করার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি সলিতায় লিখিয়া সরিষার তৈল দ্বারা জ্বালাইবে। নকশাটি লিখার সময় আতর ব্যবহার করিবে এবং লোবান জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে যত বড় জ্বিন-ভূত হউকনা কেন উহার আছর দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

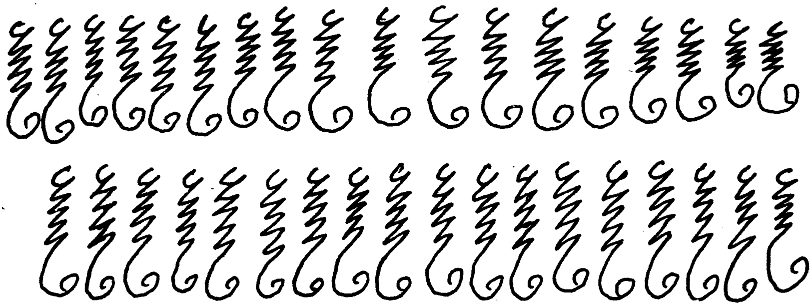

سوختم ديوان راويريان راوجوگيان وكنيا وجنان را وعفرتيان
راوديون نرينه ومادينه راوجوريان وكترنت وعنت وگفتار
راو سحر وجادو راز بادراهر من راهنا خته راوجميع الجن وا
الشياطين راكه دروجود فلان بنت فلان مسلط شده است
وميرساند بحرمت اين اسماء مجمووددرين چراغ فليته سوخته
شد -

প্রকাশ থাকে যে তাবিজের ভিতরে ফালান বিনতে ফলানের স্থানে রোগীর নাম ও তহার মায়ের নাম লিখিতে হইবে।

দুষ্ট জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর

দুষ্ট জ্বিনের আছর দূর করার জন্য নিম্নের তাবিজটি সলিতায় লিখিয়া সরিষার তৈল দ্বারা জ্বালাইবে, আল্লাহর রহমতে দুষ্টু জ্বিনের আছর দুর হইয়া যাইবে। তাবিজটি এইঃ–

٧٨٦

بحق عليقا مليقا	٨	١١	١٤	١	بحق عليقا مليقا
اهيا اشرا هيا	١٣	٢	٧	١٢	اهيا اهيا اشر هيا
بحق اياك نعيد	٣	١٦	٩	٦	بحق اياك نعبد
واياك نستعين	١٠	٥	٤	١٥	واياك نستعين

هرکه دروجود سمی فلان ازاد دهند حاضر شود ودفع شود *

প্রকাশ থাকে যে, ফালান স্থানে রুগীর নাম লিখিবে।

জ্বিনের আছর দূর করার পরীক্ষিত তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া আছর গ্রস্থ রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে যতবড় দুষ্ট জিন হউকনা কেন সে দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٢٣	عـه٢	٣٤	١عـه	١٧
٣٦	٣٧	١٨	٢عـه	٣٠
١٩	٢٤	٣١	٣٣	٣٨
٢٧	٣٣	٣٩	٢٠	٢٦
عـه	٢١	٢٨	٢٣	٣٤

বদ জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর

বদ জ্বিনের আছর প্রস্থ রোগীর গলায় নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে আছর দূর হইয়া যাইবে। তাবিজটি এইঃ–

بسم الله الرحمن الرحيم - احفظ من جميع الجن والانس والثقلان بحق اياك نعبد واياك نستعين - سبوح قدوس ربنا ورب الملئكة والروح حى حى هو هو بحق اهدنا الصراط المستقيم ياغفور ياغفور *

١١ ١١١ ٢١٩ ٣١ ٣و٨٧١١ع ودو ٣١عـه ح ح ح ٤١ هـ

সর্বপ্রকার জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর

সর্বাগ্রে ঘরখানা লেপিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করতঃ লোবান, চন্দনের ধোয়া দিবে এবং কুর্পুর ও ফুল দিয়া ঘরকে সুবাসিত করিবে। আর সাতবিড়া পানি ও সাতশত গ্রাম মিঠাই খরিদ করিয়া উহা হযরত মখদুম আশরাফ (রঃ) এর নামে ফাতেহা দিয়া তাহার রুহের উপর বখশিশ করিবে। তারপর নিম্নোক্ত নকশা ও তাবিজগুলি সলিতায় লিখিয়া নতুন প্রদীপে সরিষার তৈল দ্বারা জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে যে কোন প্রকার আছর জ্বলিয়া খতম হইয়া যাইবে। নকশা ও তাবিজ এইঃ–

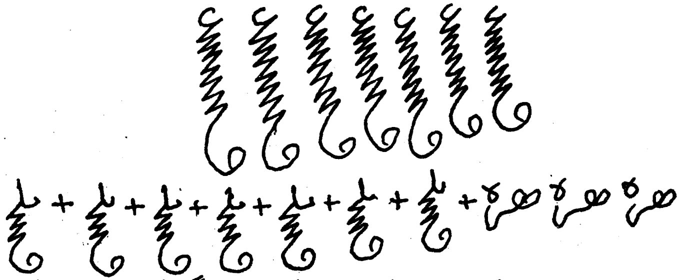

سوختم ديوان وهريان وجنان وجوگيان وجبيشان عفرتيان وبال سروديوان سرديوان سه او حسمى وسحر وجادو وترش كه

د راندام فلان بنت فلان متولی شده است مزاحمت میدهد در دن چراغ دراید وبسوزد دفع شود بحق اسماء اعظم علیــقا لمیــقا انت تعلــم ما فی قلوبهــم ملیقا یلیسکوند بــهاهــم واسفدون انه بسم الله الرحمن الرحیم ان تعلوا علی اتونی مسلمین العجل العجل الساعة الوحا الوحا الوحا البقا البقا البقا ابلیس علیه لعنت دقیانوس علیه لعنت نمرود علیه لعنة قارون علیه لعنة فرعون علیه لعنة دقیانوس علینه لعنة وطیانوس علیه لعنة حاضر کردانی وبسوز ودفع شود–

জ্বিন—ভূত হাজির করিয়া হত্যা বা বন্দি করার তদবীর

সর্বাগ্রে আমল কারী চল্লিশ দিনের একটি চিল্লার নিয়াত করিবে। তার পর প্রত্যহ নিম্নের শব্দগুলি দাওয়াতের নিয়াতে তিনহাজার একশত পঁচিশ বার পাঠ করিবে।

اِ اِهُوَ مَحَاشْ مَحَرْحَنْ صَرْ هُوَ *

উচ্চারণঃ এ এ হুয়া মাহাছ মাহারহান ছার হুয়া।

এইভাবে প্রত্যহ পাঠ করিলে চল্লিশ দিনে মোট এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করা হইবে। উক্ত শব্দগুলি পাঠ করা আরম্ভ করার পূর্বে হযরত রাছূলে পাকের নামে কিছু মিষ্টান্ন ফাতেহা দিয়া ছোট বাচ্চাদেরকে উহা বন্টন করিয়া দিবে। প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে উক্ত সব্দগুলি পোনার বার করিয়া পাঠ করিতে থাকিবে। চিল্লা শেষ হইবার পরে যে কোন সময় জ্বিন হাজির করিবার ইচ্ছা করিবে, তখন একটি ছোট সুন্দর বাচ্চা শিশুকে গোছল করাইয়া পরিষ্কার জামা কাপড় পড়াইয়া পবিত্র

স্থানে বসাইবে। শিশুর হাতের তালুতে يا على " ইয়া আ'লী " শব্দটি আরবীতে লিখিবে এবং উপরে বর্ণিত আরবী মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করিবে। ইহার পর শিশুর হাতে يا على শব্দটি কালি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবে, এবং ইহার উপর খুশবুদার ভাল আতর লাগাইবে। তৎপর উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া শিশুর হাতের তালুতে দম করিবে এবং يَاكَرِيْمُ দুইবার পাঠ করিয়া শিশুর চোখের উপর দম করিবে। ইহার পর শিশুটিকে প্রশ্ন করিবে যে, সে কালির ভিতরে কিছু দেখিতেছে কি না? মোয়াকেকল ইসমাঈল উক্ত কালির মধ্যে হাজির হইবে, উহা শিশুটি তাহার চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইবে। যদি মোয়াকেকল ইসমাঈল লাল রংয়ের পোষাক পরিধান অবস্থায় থাকে, তবে তখন তাহার দ্বারা কোন কাজ করাইবেনা এবং সে অবস্থায় আমল বন্ধ করিয়া ফেলিবে। আর যদি সে কাল রংয়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় থাকে, তবে মনে করিবে ইহা শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যদি সে সবুজ রংয়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় থাকে, তবে ইহা ভাল মনে করিবে এবং এই অবস্থায় আমল করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। তখন শিশুটিকে বলিবে যে, মোয়াকেকলের কাছে আমার ছালাম বল এবং তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করবে, অমুক লোকের উপর জ্বিন-ভূতের আছর হইয়াছে কিনা? বা কোন রোগ -ব্যাধি আছে কিনা? যদি জ্বিন-ভূতের আছর হইয়া থাকে তবে সেই জ্বিন ভূতকে বন্দি করিয়া আন। ইহার পরে মোয়াকেকল ঐ জ্বিনকে ধরিয়া আনিয়া হাজির কিরয়া দিবে। অতঃপর আমলকারী প্রয়োজন অনুসারে জ্বিনকে জবেহ করিতে পারে কিংবা বোতলে বন্ধী করিয়া রাখিতে পারে অথবা যদি ছাড়িয়া যাইতে ওয়াদা করে এবং যেই তদবীর করিতে মোয়াকেকল বলিবে সেই তদবীর করিয়া জ্বিনকে ছাড়িয়া দিবে। অর্থাৎ তখন আমলকারী যাহা করিতে বলিবে মোয়াকেকল তাহাই করিয়া দিবে। আর যদি মোয়াকেকল বলে যে, জ্বিনের আছর নহে, ইহা রোগীর শারীরিক রোগ, তবে মোয়াকেকলে নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যে ঔষধের কথা বলিবে তাহা রুগীর জন্য ব্যবস্থা করিবে।

দুস্ট জ্বিনকে জ্বালাইবার তদবীর

কোন লোকের উপর দুষ্ট জ্বিন–ভূতে আছর করিলে, তাহাকে প্রথমে সাতটি কুয়ার অথবা সাতটি পুকুরের পানি যোগার করিয়া গোছল করাইবে। আর একটি স্থানকে মাটি দ্বারা লেপিয়া ঐ স্থানে একটি নূতন পাতিল রাখিয়া উহার ভিতর একটি প্রদিপে সরিষার তৈল ঢালিয়া রাখিবে। তারপর নিম্নোক্ত নকশা ও মন্ত্রটি সলিতায় লিখিয়া উক্ত তৈলের ভিতর রাখিয়া জ্বালাইবে। আর আছর গ্রস্থ লোককে উহার নিকট বসাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বিন চলিয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, মন্ত্রটির ভিতর ফালান বিনতে ফালানের স্থানে রোগীর নাম ও তাহার মায়ের নামে লি–খিবে।

নকশা ও মন্ত্রটি এইঃ–

٧٨٦

١١	٨	١	١٤
٢	١٣	٢	٧
١٦	٣	٦	٩
٥	١٠	١٥	٤

سوختم درین دیوان وپریان وهنیان وجوگیان وکفتاران

سحروجادو وهرآسیب که در وجود فلان بنت فالان یافلان

آز ارمید هدان رابند کرده درآن فتیله وچراغ بیارد -

وبسوزد وخاکستر کند بحق علیقا علیقا طلیقا انت

تعلم مافی قلوبهم علیقا شداد فرون قارون ابلیس جمیعها

وجمیعها دون -

জিন ছারাইবার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া জ্বিনগ্রস্থ রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বিন ছারিয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

١	٣	٨	٣	ع
٦	٧	١	ع	١
٦	٣	٤	٢	٧
٤	٣	٤	٤	٣
٣	٤	٧	٦	عه

জ্বিন—ভূত দফে করার তদবীর

জ্বিন—ভূতে পাওয়া রোগীকে নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে আছীব দফে হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٧

١	١٣	١٩	٢٦	١٥
بدوح	١٢	٢	٨	١٤
٣	٩	٥	١٦	٢٣
١١	١٧	٢٤	عه	١٠
٢٥	٥	٦	١٢	١٨

জ্বিন—পরী দফে করার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রুগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বিন—পরীর আছর দফে হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

١٢٩٦٦	١٢٩٦٧	١٢٩٦٢
١٢٩٦١	١٢٩٦٨	١٢٩٦٩
١٢٩٦٨	١٢٩٦٣	٦٤٩٩٤

জ্বিন—পরী দফে করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া আছর গ্রস্থ্ রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বিন-পরী দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

١٦	٦٤٥٢٩	٦٤٥٣٥	٢
٦٤٥٣١	٤	١٤	٦٤٥٣٢
٦٤٥٢٧	١١	٨	٦٤٥٣٠

বাড়ী—ঘর হইতে জ্বিনের আছর দূর করার তদবীর

কাঠের পাতলা তক্তার উপর নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া সেই বাড়ীর কোন গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখিলে, আল্লাহর রহমতে উক্ত বাড়ীতে জ্বিন-ভূতের আছর হইবে না। এবং চান্দির পাতের উপর ইহা খুদিয়া ছোট ছেলে মেয়েদের গলায় দিলে, আল্লাহর রহমতে দুষ্ট জ্বিন-পরীর আছর হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

٤	١٤٠	٦ع٩	ا
٩	٧	٦	١٢
رلع	١١	١	٨
١٦	٢	٣٠	١٣

জ্বিনে বাড়ীঘরে ঢিল নিক্ষেপ করিলে উহার তদবীর

কোন বাড়ীঘরে জ্বিন–ভূতে ঢিল নিক্ষেপ করিলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া ঘরের দেওয়ালে বা চৌকাঠের উপর লটকাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে ঢিল নিক্ষেপ করা বন্দ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

٤	٩	.	١٤
٥	٦	٣	١
١٠	٣	١٣	٨
٥	١٦	٢	١١
سح	سح	سح	سح

জ্বিন—পরী জ্বালাইবার তদবীর

যদি কোন বদ জ্বিন ছাড়িয়া যাইতে নারাজ হয় তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাপড়ের উপর লিখিয়া কনজুদ তৈল দ্বারা জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে জ্বিন–পরী জ্বালিয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

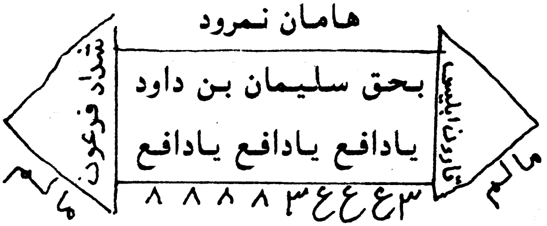

ভূত—পেত্নী জ্বালাইবার অন্য তদবীর

যদি কোন লোকের উপর জ্বিন–ভূতের আছর হইয়া থাকে এবং ঐ জ্বিন–ভূত ছাড়িয়া যাইতে না চায়, তখন আমেল নিম্নোক্ত নকশাটি সলিতায় লিখিয়া সরিষার তৈল দ্বারা জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বিন–ভূত পুড়িয়া

যাইবে অথবা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

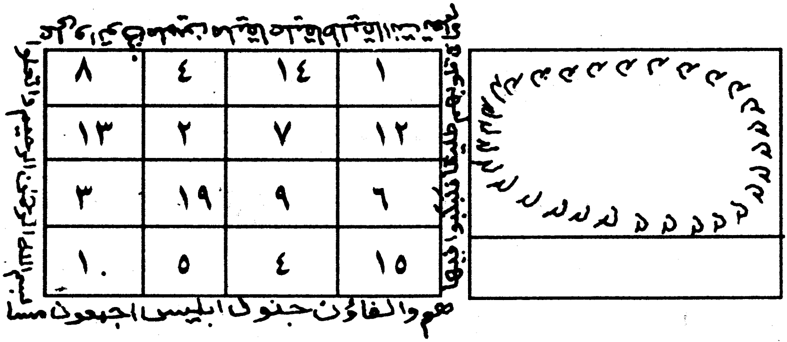

জ্বিন— ভূত ছাড়াইবার বিশেষ তদবীর

যদি কোন লোককে জ্বিন-ভূতে পাইয়া থাকে, তবে তাহার শরীরে সাতবার সূরায় জ্বিন পাঠ করিয়া প্রতিবারে দম করিবে এবং কিছু পানিতে দম করিয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে জ্বিন-ভূত চলিয়া যাইবে।

জ্বিন—ভূত দূর করার অন্য তদবীর

যদি কোন নারী বা পুরুষকে জ্বিন-ভূতে পাইয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে রোগীর বাম কানে দম করিবে। আল্লহর রহমতে জ্বিন-ভুত ছাড়িয়া যাইবে। আয়াত এইঃ-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ-

উচ্চারণঃ ওয়ালাক্বাদ ফাতান্না ছুলাইমানা ওয়া আলক্বাইনা আ'লা কুরছিয়্যিহী জাছাদ্রান ছুম্মা আনাব।

জ্বিন—ভূতের আছর দফা করার অন্য তদবীর

যদি কোন মেয়েলোক কিংবা পুরুষের উপর জ্বিন-ভূতের আছর হয়, তবে নিম্নোক্ত "হেরজে আবুদাজানা" কা:জে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রুগীর সংগে বাধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে জ্বিন-ভূতের আছর হইতে রক্ষা পাইবে। হেরজে আবুদাজানা এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم- هذا كتاب من محمد رسول رب العلمين الى من طرق الدار من العمار والذوار والسالجين الاطارق يطرق بخير يارحمن اما بعد وانالنا ولكم سعة فان تك عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او داعيا حقامبنلا هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنمخ بما كنتم تعلمو - ورسلنا يكتبون ما تمكرون - اتركوا صاحب كتابى وانطلقوا الى عبدة الاصنام والى من يذعم ان مع الله الها اخر لا اله الاهو كل شئ هالك الا وجهه - له الحكم واليه ترجعون - تقلبون حم لاينصرون حم عسق تفرق اعداء الله وبلغت حجة الله لاحول ولاقوة الا بالله- فسيكفيكهم الله وهوا السميع العليم -

জ্বিন ভূতের আক্রমন হইতে রক্ষার তদবীর

সূরায়ে ছাফ্‌ফাত কাগজে লিখিয়া ঘরের দেওয়ালে লটকাইয়া রাখিলে, আল্লহর রহমতে জ্বিন-ভূতের আক্রমন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

জ্বিন– ভূতের আক্রমন দূর করার তদবীর

যদি কোন লোককে জ্বিন-পরী বা ভূত-পেত্নীতে আক্রমন করিয়া থাকে তবে সূরায়ে "আহকাফ" সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে কিছু পানিতে দম করিয়া রোগীকে পান করাইবে। অথবা ঐ সূরা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বিন--ভূতের আক্রমন হইতে মুক্তি পাইবে।

জ্বিন–ভূত দমন করার তদবীর

কোন লোকের উপর জ্বিন-ভূতের আছর হইলে, দমন করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতুল কুরছির নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর

গলায় বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে জ্বিন-ভূতের আছর দমন হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

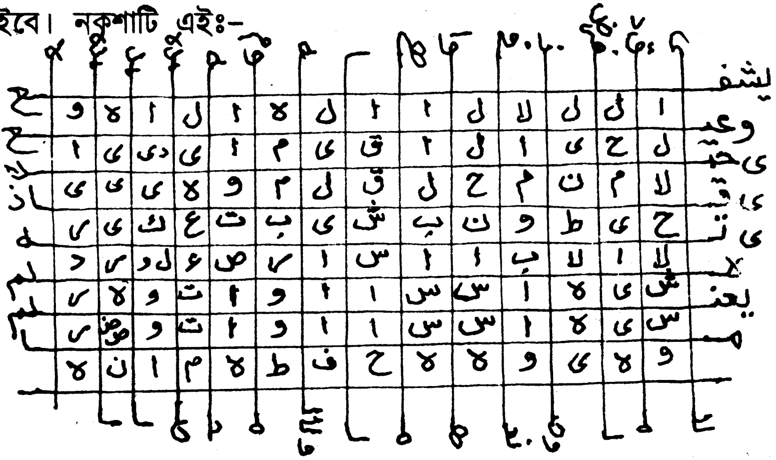

দেও দানব জ্বিন—ভূত ও সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষার তদবীর

প্রথমে আয়াতূল কুরছী এবং তাহার পরে নিম্নোক্ত আয়াতে হেফজ কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সংগে রাখিলে দেও দানব ও জ্বিন-পরীর আছর ও যাবতীয় বিপদ হইতে নাজাত পাইবে। আয়াতে হেফজ এইঃ-

فالله خير حافظا و هو ارحم الرحمين- وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة ان ربى على كل شيئ حفيظ وكنالهم حافظين- وربك على كل شيئ حفيظ- وعندنا كتاب حفيظ- لكل اواب حفيظ ان عليكم لحافظين - وربك من كل شيطان مارد- وحفظا ذلك تقديرا العزيز العليم- وحفظا من كل شيطان رجيم- انا نحن نزلنا الذكر

وانالـه لـحافـظـون - لـه معـقـبات مـن بيـن يديـه ومـن خلفـه يحـفـظـون مـن امـر الـلـه - ان الله حـفـيـظ عـلـيـم - ومـانـت عـلـيـهـم بـوكـيـل - ان كل نفـس لـمـا عـلـيـهـا حـافـظ - بـل هـو قـران مـجيد فـى لـوح مـحـفـوظ -

তারপর নিম্নের আয়াত লিখিবে।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

জ্বিনকে আগুনে জ্বালাইবার তদবীর

যদি জ্বিনকে জ্বালাইবার প্রয়োজন হয়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া আগুনে জ্বালাইবে। তাহা হইলে জ্বিন জ্বলিয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

ياقـاهـد ذالـيـطـش الـشـد يدانت الـذى لايـطـاق انـتـقـامـه يـاقـاهـد فـهـى فـلـك فـى الـحـبـة

٧٨٦.١١٢٨١ ٦١٨٢٣ .ح٢٨١٢١١

اجب ياجبرائـيـل	اجب ياجبرائـل	جب ياجرائـل	اجب يااسماعيـل
اجب يااسر افيل	اجب يااسماعيل	اجب ياطورائيل	اجب يالومائيل
اجب ياتنكائيل	اجب ياجبرائيل	اجب ياكاكائيل	اجب يالـومائيل
اجب ياتنكفائيل	اجب ياعبائيل	اجب ياعذرائيل	اجب يادردئيل

ابليس وهامان ابليس وفرعون ابليس وشداد ماكان فى هذ

ا سيد الـحن بحرف فى هـذا الـمـصـباح ، ، ، ، ، ،

هـ هـ ص ص ص هـى هـى لا

জ্বিনকে পোড়াইয়া ফেলার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া আগুন দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিবে। ইহাতে জ্বিন জ্বলিয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

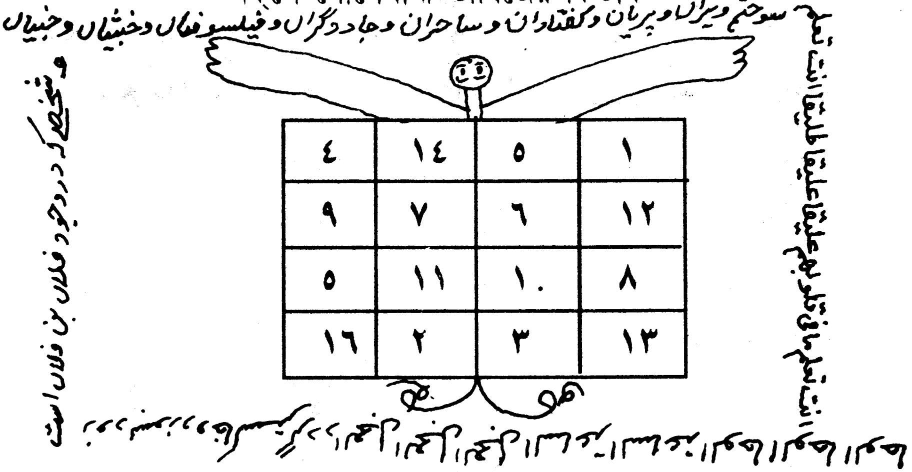

٤	١٤	٥	١
٩	٧	٦	١٢
٥	١١	١.	٨
١٦	٢	٣	١٣

প্রকাশ থাকে যে, ফলান এবনে ফলান এর স্থানে রোগীর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিতে হইবে।

দুষ্ট জ্বিনকে জ্বালাইবার তদবীর

জ্বিন–ভূতে পাওয়া রোগীর জ্বিনকে জ্বালাইতে হইলে, নিম্নোর নকশাটি ও তবিজটি লিখিয়া রোগীর মাথার চুল ধরিয়া লিখিত তাবিজটি আগুন দ্বারা জ্বালাইলে ইহাতে দুষ্টু জ্বিন কথা বলিতে এবং জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع

١١	٨	١	١٤
٢	١٣	٢	٧
١٢	٤	٦	٩
٥	١.	١٥	١٤

ع ع ع ع ع عع

الهی بحرمت بست ویک عین ویک چشم وبست ویک خبیث

یکجا سوختم دربینی ودر چداغ دیوان واپریان وخبیث جوگیان

وجوگی ارواح خبیث وچرئیلان وپریان وبسان جمیع شیاطین
وجمیع عفاریات وانچه دروجود فلان بن فلان درمانند است وچریده
است درمجلس بهم مرساند درین فلیته دراند ازد وبسوزد
وخاکتسرگردد بحق مؤکلان چهل ویك لسم وخادمان اسماء
حسنی ودیوان ومکان پریان بحق سلیمان بن داؤد وبحق
آصف بن برخیا عبرا الرحمن کوتوال وبحق قرون کوتوال
الساعة الساعة العجل العجل العجل الوحا الوحا
الوحا بحق علیقا علیقا علیقا انت تعلم ما فی قلوبهم
شدا وهامان وفرعون وقیانوس هر بلا ئیکه در وجود نمرود
اوست سوخته گردد -

জ্বিন শয়তান জ্বালাইবার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি পলিতায় লিখিয়া সরিষার তৈল নূতন প্রদিপে দিয়া পাক পবিত্র স্থানে বসিয়া জ্বালাইবে। রোগীকে প্রদিপের দিকে নজর করিতে বলিবে এবং উক্ত স্থানে আতর গোলাব ও সুবাসিত ফুল রাখিবে। নকশাটি এইঃ-

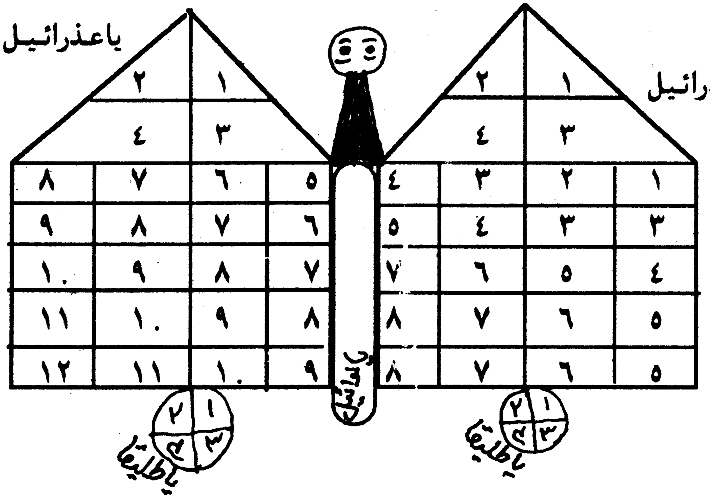

জ্বীনকে বোতলে ভরিবার তদবীর

দুষ্টু জ্বীনকে বোতলে ভরিবার ইচ্ছা হইলে, বড় একটি বোতল নিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়িয়া দম করিবে। এবং কাগজে লিখিয়া বোতলের মুখে বাঁধিবে, অন্য একটি লিখিয়া বোতলের ভিতরে ঢুকাইয়া যখন বুঝিবে যে বোতল ভারী হইয়াছে, তখন মনে করিতে হইবে জ্বীন ঢুকিয়াছে। ইহার পর বোতলের মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিবে এবং মোম দ্বারা আটকাইয়া দিবে। তারপর বোতলটি মাটির মধ্যে দাদন করিয়া রাখিবে। দোয়া ও নকশা এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - بُوْلَاقِيْشُ قَمُوْشَا نَفْسُهُمَا اِبْنَ الْمَلِكِ اَحْضُرُوْا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ طَا نِفِيْشَنَ بِالْقَوْسِ وَالْوَتْرِ وَالْخِذِ اَنْتَ مِنَ الْيَوْمِ السَّاعَةِ

س لاَ عمله س لا له ع|١١وو ال|مَنْ لاَّ عَمَلَ هُوَ صَفَالٍ - 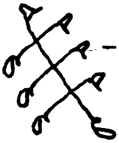

জ্বীন–ভূত দূর করার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি পলিতায় লিখিয়া আগুণে জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বীন দূর হইয়া যাইবে, অথবা জালিয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

জ্বীন দূর করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া পলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইয়া উহার ধোঁয়া রুগীর শরীরে দিবে। জ্বীন দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

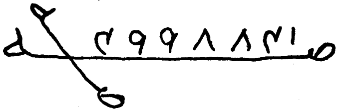

জ্বীন দূর করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া পলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইয়া রুগীর নাকে ধোঁয়া দিবে। ইহাতে জ্বীন ছাড়িয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

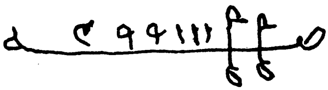

জ্বীন—ভূত দুর করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া পলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইয়া রোগীর নাকে উহার ধোঁয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীন দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٦	١	٧
٧	٥	٣
٢	٩	٤

ياجبرائيل يادر دائيل بحق ياصبور

ঘরে জ্বীন পরীতে ঢিল মারিলে উহার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া যেই ঘরে জ্বীনে ঢিল মারে সেই ঘরের দেওয়ালে লটকাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ঢিল মারা বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	٢١
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

জ্বীনের আছর দূর করার তদবীর

যেই ঘরের মধ্যে জ্বীন–ভূতের আছর আছে, নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া সেই ঘরের পূর্ব মুখী করিয়া লটকাইয়া রাখিবে। আল্লার রহমতে জ্বীনের আছর দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٧	١٩	١٥	٤
١٩	ع	٣	٣٠
١١	٢	١٢	٨
٦	٦١	٩	٤

জ্বীনের আছর দূর করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রুগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীনের আছর দুর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٦	٦٤٥٢٩	٦٤٥٣٥	٦
٦٤٥٣٣	٤	١٤	٦٤٥٣١
٦	٦٤٥٣٩	٦٤٥٦٥	١٢
٦٤٥٢٧	١٠	٨	٦٤٥٣٧

জ্বীনের আছর দূর করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া জ্বীনের আছর গ্রস্থরোগীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগী আরগ্য লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

الله	رسول	محمد	الا الله	لا اله
ياغفار	ياستار	يارحيم	يارحمن	يا الله
ياشكور	ياغفور	يابدوح	ياوهاب	ياكريم

জ্বীনের আছর দূর করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত সুরায় নূরের নকশাটি কাগজে লিখিয়া ঘরের চার কোনায় লটকাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীনের আছর বন্ধ হইয়া যাইবে।

নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٢٩٦٦	١٢٩٦٨	١٢٩٦١
١٢٩٦١	١٢٩٦٥	١٢٩٢٠
١٢٩٦٨	١٢٩٦٣	١٢٩٦٤

জ্বীনের আছর দুর করার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি চীনামাটির বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া রুগীকে পান করাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

জ্বীনের আছর হইতে বাচ্চাদের রক্ষার তদবীর

রবিবার দিন সাদা মোরগের রক্তদ্বারা নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সন্তানের গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীন–ভূতের আছর হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٨	٤٤	٤٧	١
٤٦	٢	٧	٤٥
٣	٤٩	٤٢	٦
٤٣	٥	٤	٤٨

يا دافع رفع شرد دفع شود رفع شود

গৃহ হইতে জ্বীনের আছর দূর করার তদবীর

যেই সমস্ত গৃহে জ্বীনের আছর করার আশংকা আছে সেই সকল গৃহে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া দেওয়ালে লটকাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীনের আছর হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٩٦

٩٩١٦	٩٩١٩	٩٩٢٢	٩٩٠٩
٩٩٢١	٩٩١٠	٩٩١٥	٩٩٢
٩٩١١	٩٩٢٤	٩٩١٧	٩٩١٤
٩٩١٨	٩٩١٣	٩٩١٢	٩٩٢٣

সূরায় জ্বীনের নকশা

যদি কোন লোক সুরায় জ্বীনের নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করে, তবে সে ব্যক্তি জ্বীনের আছর হইতে রক্ষা পাইবে। সাতবার সুরায় জ্বীন পড়িলে জ্বীন–ভূত ভাগিয়া যাইবে। যদি কেহ প্রত্যহ এই সুরা অজিফা বানাইয়া পাঠ করে, তবে জ্বীন তাহার বাধ্য হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٢٤٠٠	٣٣٩٧	٢٣٩٠	٢٢٤
٢٣٩١	٢٣٣	٢٤١	٢٣٩٦
٢٤٦	٢٣٩٢	٢٣٩٧	٢٢٩٨
٢٣٩٤	٢٣٩٩	٢٤٥	٢٣٩٣

জ্বীন দুর করার জন্য চেহেল ক্বাফের নকশা

জ্বীন গ্রস্থ রোগীর সাথের জ্বীন দূর করার জন্য নিম্নোক্ত চেহেল ক্বাফের নকশা কাগজে লিখিয়া রুগীর সঙ্গে বাঁধিলে জ্বীন দূর হইয়া যাইবে। চেহেল ক্বাফের নকশা এইঃ–

٧٨٦

١٦٥٨	١٦٦١	١٦٦٤	١٦٥١
١٦٦٣	١٦٥٢	١٦٥٧	١٦٦٢
١٦٥٣	١٦٦٦	١٦٥٩	١٦٥٦
١٦٦٠	١٦٥٥	١٦٥٤	١٦٦٥

জ্বীন—ভূত তাড়াইবার তদবীর

জ্বীনের আছর গ্রস্থ রোগীর জ্বীন তাড়াইবার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি মুলার রস দিয়া লিখিয়া আগুনে জ্বালাইয়া রুগীর শরীরে ধোঁয়া দিলে জ্বীন-ভূত ভাগিয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٧٤	٨١	٢	٨
٧	٣	٧٨	٧٧
٨٠	٧٥	٩	١
٤	٦	٧٦	٧٩

জ্বীন—ভূতের আছর এবং রোগ পরীক্ষার তদবীর

প্রথমে সাত গাছি নীল রংয়ের সূতা যোগার করিবে। তারপর যাহার রোগ পরীক্ষা করিবে, তাহার মাথার চুলের গোড়া হইতে পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত মাপিয়া লইবে। ইহার পর ঐ সূতার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া ফুঁক দিবে। তারপর আলহামদু সুরা সাতবার পড়িয়া প্রতিবারেই ঐ সূতার উপর ফুঁক দিবে এবং আয়াতুল কুরছী একবার পড়িয়া ফুঁক দিবে। তারপর নিম্নোক্ত দোয়া সাতবার পড়িয়া প্রতিবারে ফুঁক দিবে। দোয়াটি এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- قَيُوْشٍ مُقْشٍ رَجْمَشٍ مِيْعَاشٍ شَاقِيْشٍ مَاشٍ اَبُوْشٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ-

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ক্বায়ুশিন্ মাকুশিণ রাজমাশিন্ মীআশিন্ শাক্বীশিন মাশিন্ আবুসিন, বি-রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অতঃপর রোগীর শরীরে পূর্বের মত সুতা মাপিয়া দেখিবে, সুতা ছোট বড় হইয়াছে না সমান সমান আছে। যদি সুতা এক আঙ্গুল ছোট হয়, তবে মনে করিবে জ্বীন-পরীর আছর। যদি তিন আঙ্গুল কম হয়, তবে মনে করিবে যাদু টোনার আছর। আর যদি চার আঙ্গুল কম হয়, তবে মনে করিবে মাতৃকা রোগ। যদি এক আঙ্গুল বড় হয়, তবে মনে করিবে, মানুষের বদনজর বা মুখ দোষ লাগিয়াছে। যদি দুই আঙ্গুল বড় হয়, তবে ভূত-প্রেতের আছর। আর যদি তিন আঙ্গুল বড় হয়, তবে মনে করিবে যে, বাও বাতাস লাগিয়াছে। আর যদি চার আঙ্গুল বড় হয়, তবে মনে করিবে যে তাপ বাড়িয়াছে বা জ্বর হইয়াছে। আর যদি সুতা সমান সমান থাকে, তবে মনে করিবে যে, শারীরিক রোগ।

বাড়ী বন্ধ করার তদবীর

কোন কোন সময় দেখা যায় যে, অনেকের বাড়ী ঘরে জ্বীন-পরীতে উৎপাত করে, এবং বহু ক্ষতি সাধন করে। এমত অবস্থায় বাড়ী বন্ধ করিলে জ্বীন-পরীতে কোন ক্ষতি করিতে পারেনা। বাড়ীর চতুর্দিকে সীমানা দিয়া তদবীর করিলে ঐ সীমানার ভিতরে জ্বীন-পরীতে কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না বা প্রবেশ করিতে পারে না। বাড়ী বন্ধ করার নিয়ম পদ্ধতি এইঃ- প্রথমতঃ চারটি বড় লোহা (পেরেক) ও চারটি ছোট শিশি (বোতল) যোগার করিয়া লইবে। তারপর সূরায়ে মোজ্জামিল তিনবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে লোহা চারটির উপরে ফুঁক দিবে এবং তিনবার নিম্নোক্ত চেহেল কাফ পাঠ করিয়া তিনটি ফুঁক দিবে। অতঃপর জাফরান ও গোলাব পানির কালি দিয়া নিম্নোক্ত তাবিজটি ও চেহেল ক্বাফ চার

টুকরা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া একটি করিয়া তাবিজ শিশির (বোতলের) ভিতরে ভরিয়া শিশির মুখ এমন ভাবে বন্ধ করিবে, যেন উহার ভিতরে পানি ঢুকিয়া তাবিজ নষ্ট করিয়া না ফেলে। তাবিজটি এইঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

চেহেলে কাফ এইঃ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَكِفَةً كِفْكَا فُهَا كَكَمِيْنٍ كَانَ مِنْ كُلُكٍ تَكِرُّ كَرًّا كَكَرِّ الْكَرِّ فِى كَبَدٍ تَحْكِىْ مُشَكْشَكَةً كَلُكْلُكٍ لَكَكٍ - كَفَاكَ مَابِىْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهُ يَاكَوْكَبًا كَانَ يَحْكِىْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ -

উচ্চারণঃ কাফাকা রাব্বুকা কাম ইয়াকফীকা ওয়া কিফাতাব্ কিফ্কাফুহা কাকামীনিন্ কানা মিন্ কুলুকিন্ তাকিররু কাররান্, কাকাররিল কার্রি ফী রী কাবাদিন, তাহ্কী মুশাক্ শাকাতান্ কালু–কলূকিন্ লাকাকিন্, কাফাকা মাবী কাফাকাল্ কাফু কুরবাতাহু ইয়া কাওকাবান্, কানা ইয়াহ্কী কাওকাবাল ফুল্কি।

এর পর আমেল ব্যক্তি এক বালতি বালু নিয়া নিম্নোক্ত আয়াতটি তিনবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে বালুর উপর ফূক দিবে।

প্রথমেই আজান দেওয়ার জন্য চারজন লোক এবং তাহাদের সঙ্গী হিসাবে আরও চারজন লোক যোগার করিয়া লইবে। আর বালু ছিটাইবার জন্য প্রয়োজন মত লোক যোগার করিয়া লইবে। আয়াতটি এইঃ

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا - فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

উচ্চারণঃ ইন্নাহুম ইয়াকীদুনা কাইদাঁও ওয়া আকীদু কাইদা, ফামাহ্হিল কাফিরীনা আমহিল হুম রুওয়াইদা।

অতঃপর বাড়ী বন্ধের কাজ শুরু করার পুর্বেই সকলের শরীর তিনবার

আয়াতুল কুরছী পাঠ করিয়া ফুঁক দিয়া শরীর বন্ধ করিয়া লইবে। যেহেতু কোন কোন বাড়ীতে জ্বিন পরী পুর্বেই আড্ডা পাতিয়া থাকিতে পারে। এইজন্য সাবধান হইয়া কাজ শুরু করিতে হয় নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং শরীর বন্ধ করিয়া লইলে তখন আর কোন বিপদের আশংকা থাকে না। তারপর বাড়ীর এক এক কোনে দুইজন করিয়া লোক যাইবে এবং এক সাথে চার কোনায় চারজন লোক আজান দিবে আর বাকী চারজন লোকের একটি পেরেক ও একটি শিশি এক এক কোনায় মাটিতে গড়িয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিবে। পূর্বেই বাড়ীর চার কোনায় চারটি গর্ত খুড়িয়া রাখিবে। আর অন্য লোকেরা আজানের মধ্যে সমস্ত বাড়ীতে বালু ছিটাইয়া দিবে। এই কাজ আজান শেষ হইবার পুর্বেই সমাধা করিতে হইবে।

শরীর বন্ধ করার পরীক্ষিত তদবীর

বাড়ী বন্ধ করিবার পুর্বে কিংবা সফরে গিয়া এমন সব জায়গায় উপস্থিত হয়, যেখানে জ্বীন-ভুতের ভয় থাকে, তখন নিম্নোক্ত পরীক্ষিত আমলটি করিলে, তখন আর জ্বীন-ভূতের কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারবে না। তদবীরের নিয়ম এই যেঃ- সর্ব প্রথমে একবার আয়াতুল কুরছী পাঠ- করিয়া পরে সুরায় ফালাক্‌ ও সুরায় নাছ. এবং নিম্নোক্ত আয়াত একবার পড়িয়া হাতের তালুতে ফুঁক দিয়া ঐ হাত দ্বারা মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর মুছিয়া ফেলিবে।। আল্লাহর রহমতে ইহাতে জ্বীন-ভুতের আর কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারবে না। আর যদি কোথায়ও রাত্রি যাপন করিতে হয়, তখন উপরোক্ত নিয়মে সব কিছু পাঠ করিয়া একখানা লাঠির উপর ফুক দিয়া ঐ লাঠি দ্বারা নিজের থাকার স্থানের চতুর্দিকে একটি রেখা টানিয়া লইবে। তবে এই রেখা টানিয়া শরীর বন্ধ করিবার পরে বাকী রাত্রিতে কোথায়ও বাহির হইতে পারবে না। যদি বাহির হয় তবে এই বন্ধনে কোন কাজ হইবে না। তবে রাত্রি শেষ হওয়ার পরে বৃত্তের বাহিরে যাইতে পারবে। এই প্রকার আমল করিলে জ্বীন ভুতের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যেহেতু ঐ বৃত্ত্ব জ্বীন-ভূতের নিকট একটি

বৃহৎ প্রাচীর সমতুল্য হইবে, তাহারা উহা কিছুতেই লঙ্গন করতে পারবে না। আয়াতটি এইঃ-

قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا - هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

উচ্চারণঃ ক্বুল লাইয়্যুঁছীবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা, হুওয়া মা-ওলানা ওয়া আলাল্লাহি ফাল্ ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন।

জ্বীন হাজির করার নিয়ম ও আমল

প্রথমে আমল করার জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া উহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবে এবং যে কোন চন্দ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে আমল শুরু করিতে হইবে। মানুষের কথাবার্তায় আমল করিতে অসুবিধা বিধায়, গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রা যাইবার পরে আমল আরম্ভ করিবে।

এই আমল শুরু করার পূর্বে স্থানটিকে ধুপ-লোবান জালাইয়া এবং আতর ব্যবহার করিয়া স্থানটিকে সুবাসিত করিয়া লইবে, সম্ভব হইলে গোলাব পানি ছিটাইয়া নিবে। তারপর পাক পবিত্র হইয়া জায়নামাজে পশ্চিমমুখী হইয়া বসিবে এবং নিম্নের দোয়াটি একহাজার একশতবার একাগ্রমনে পাঠ করিবে। দোয়াটি পড়িবার আগে ও পরে এগার বার করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। এই প্রকারে বিরতি ছাড়া এই আমল একচল্লিশ দিন পর্যন্ত করিতে হইবে। আমলের মধ্যে নিরামিশ খাইতে হইবে, কোন অবস্থায় মাছ, গোস্ত খাইবেনা। দোয়াটি এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ رَبْطًا رَبْطًا مَحْلًا مَحْلًا نَشْرًا نَشْرًا مَحْشَرًا حَشْرًا بِحَقِّ سُلَيْمَانَ پَيْغَمْبَرْشِنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَاضِرْ شُوْ- حَاضِرْ شُوْ- حَاضِرْ شُوْ-

বাংলা উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আযামতু আলাইকুম

ইয়া মা'শরাল জ্বীন্নি ওয়াল ইন্‌সি রাবত্বান রাবত্বান মাহ্‌লান মাহ্‌লান নশরান নাশরান মাহ্‌শারান মাহ্‌শারান, বিহাকিক সুলাইমানা পয়গা–ম্বারাবনি দাউদা আলাইহিমাছ্‌ ছালাম। হাযের শাও, হাজের শাও, হাজের শাও।

"হাযের শাও" শব্দটি পাঠ করার সময় হাতে তালি দিতে হইবে। তারপর নিম্নের নকসাটি একটুকরা সাদা কাপড়ে লিখিয়া সলিতা বানাইয়া সরিষার তৈল মাখিয়া আগুন দ্বারা জ্বালাইবে। আমল করতে বসার পুর্বে সুবিধা মত সময় তাবিজটি লিখিয়া লইতে পারেন। প্রকাশ থাকে যে, এই আমল করার প্রথম দিকে জ্বীন হাযির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন ভীত না হইয়া সাহসিকতার সাথে আমল চালাইয়া যাইবে। দোয়াটি পাঠ করার শেষ অবস্থায় কিংবা সালতা জ্বালাইবার সময় জ্বীন বিকট আকার ধারণ করিয়া হাযির হইতে পারে এবং খুব তর্জন গর্জন করিতে পারে। তখন ভীত না হইয়া সাহসের সহিত আমলের কাজ চালাইয়া যাইবে। যেহেতু তাবিজ জ্বালাইবার সময় জ্বীনের শরীরে জ্বালা পোড়া শুরু হইয়া যায়। অতি সাহস ও হিম্মত না থাকিলে এই আমল করিবে না। কারণ অনেক সময় বিপদ হইতে জ্বীন হাযির হইলে তাহার সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

ছোট বাচ্চাদের জ্বীনের আছর হইলে উহার তদবীর

ছোট সুন্দর বাচ্চাদের প্রতি মানুষের যেমন নজর পরে, তদ্রুপ জ্বীন–পরীরও নজর পতিত হইয়া থাকে। সেই নজরের তেজ ছোট বাচ্চারা সহ্য করিতে না পারিয়া বেহুশ হইয়া পরে। তখন নিম্নোক্ত তদবীর করিলে জ্বীনের নজর দুর হইয়া বাচ্চার হুশ ফিরিয়া আসিবে।

ছোটবাচ্চাদের প্রতি জ্বীনের নজর পতিত হইলে নিম্নোক্ত দোয়াটি সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে বাচ্চার বাম কর্ণে ফুঁকদিবে। ইহাতে বাচ্চার হুশ ফিরিয়া আসিবে। যদি ইহাতে বাচ্চার হুশ ফিরিয়া না আসে, তবে, একবার সুরা ফাতেহা, একবার সুরা ফালাক্ব, একবার সুরা নাছ ও তিনবার আয়াতুল কুরছি পাঠ করিয়া বাচ্চার শরীরের উপর ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ, জ্বীনের নজর পতিত হইয়া থাকিলে ইহাতে জ্বীনের আছর দুর হইয়া বাচ্চার হুশ হইবে। আর যদি বাচ্চার হুশ না হয়, তখন মনে করিবে যে, বাচ্চার অন্য রোগ হইয়াছে। সে অবস্থায় ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। দোয়াটি এইঃ–

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ

উচ্চারণঃ ওয়ালাক্বদ্‌ ফাতন্না সুলাইমানা ওয়া আলক্বাইনা আ'লা কুরছিয়্যিহী জাচ্ছাদনি ছুম্মা আনাবা।

জ্বীন হাযির করিয়া কোন বিষয় জানার তদবীর

যেকোন চন্দ্র মাসের প্রথম জুমমার রাত্রে এশার নামাজ শেষ করিয়া ঐ বিছানায় বসিয়া একাগ্রমনে এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া সুরায় মুয্‌যাম্মিল একচল্লিশবার পাঠ করিয়া পুনঃ এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। একাধারে বিরতি ছারা এই আমল চল্লিশ দিন পর্যন্ত করিবে। আমল শেষ হইবার পরে তিনজন, পাঁচজন অথবা সাতজন মিসকিনকে পেট ভরিয়া খানা খাওয়াইবে। ঐ দিন রাত্রিতে পবিত্র বিছানায় নিদ্রা যাইবে। সকাল বেলা নিদ্রাভঙ্গের পরে দেখিবে যে, একজন লোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ঐ লোকটিই জ্বীন। তাহার নিকট প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিবে, সে যে পরামর্শ দিবে সেই মত কাজ করিবে।

ঐ লোকটি প্রকৃত জ্বীন কিনা উহা বুঝিবার জন্য সুরায় জ্বীনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করিবে। যদি ইহাতে ঐ লোকটি রাগিয়া যায় তবে মনে করিবে ঐ লোকটি প্রকৃত জ্বীন। তবে ইহা না করা ভাল। এর পরে যখন জ্বীন হাযির করার প্রয়োজন হইবে, তখন যেকোন জুময়ার রাত্রে উপরোক্ত

নিয়মে একচল্লিশবার সুরায় মুযযাম্মিল পাঠ করিয়া পবিত্র বিছানায় নিদ্রা যাইবে। সকল বেলা পূর্ব নিয়মে একটি লোক দেখিতে পাইবে। সেই ব্যক্তিকে জ্বীন মনে করিয়া প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিবে।

জ্বীনের সর্দারকে উপস্থিত করিয়া তাহার দলের জ্বীনদের উৎপাত বন্ধ করার তদবীর

কোন নির্দিষ্ট বাড়ী–ঘরে বা অন্য কোন স্থানে জ্বীনেরা আড্ডা পাতিয়া ঐ বাড়ী ঘরের কিংবা স্থানের লোকজনের ক্ষতি করে কিংবা উৎপীড়ন বা অত্যাচার করে, তবে নিম্নোক্ত আয়াতটি যথা নিয়মে পাঠ করিয়া জ্বীনদের সর্দারকে হাযির করিয়া অভিযোগ পেশ করিলে প্রতিকার পাইবে। আমলের নিয়ম এইঃ–

কোন নির্জন ঘরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে ধুপ, লোবান জ্বালাইয়া এবং আতর ব্যবহার করিয়া গোলাব পানি ছিটাইয়া উক্ত ঘর খানাকে সুবাসিত্ত করিবে। তারপর আয়াতুল কুরছি পাঠ করিয়া একখানা চাকুর উপর ফুঁক দিবে। ইহার পরে আয়াতুল কুরছি পাঠ করিতে করিতে নিজের বসার চতুর্দিকে উক্ত চাকু দ্বারা একটি গোলাকার রেখা টানিয়া লইবে। পুনঃসাবধানতার জন্য আয়াতুল কুরছি পাঠ করিয়া নিজের শরীর বন্ধ করিয়া লইবে।

ইহার পর পশ্চিম মুখী হইয়া এগার বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি একবার পাঠ করিবে। প্রত্যহ এই আমল করিলে আল্লাহর রহমতে একুশ দিনের মধ্যে জ্বীনদের সর্দার হাযির হইবে। তখন তাহার নিকট বিনয়ের সাতে নিজেদের অভিযোগ সমুহ বলিলে আল্লার রহমতে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার লাভ করিবে। দোয়াটি এইঃ–

يَا أَيُّهَا الْمَلَاءُ إِنِّىْ أُلْقِيَا إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

উচ্চারণঃ ইয়া আয়্যুহাল মানাউ ইন্নী উলাক্বিয়া ইলাইয়া কিতাবুন কারীম। ইন্নাহু মিন সুলাইমানা ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

জ্বীনের আছর নষ্ট করার তদবীর

জ্বীনের আছর করিয়াছে কিনা, উহা সর্বাগ্রে পরীক্ষা করা দরকার। জ্বীনে আছর করা রুগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রথমে সূরায় জ্বীনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করিবে এবং এক গ্লাস পানিতে দম করিয়া রোগীর নাকে মুখে ও শরীরে ছিটাইয়া দিবে। ইহাতে যদি রুগী চিৎকার দেয় কিংবা কোন প্রকার নরম সুরে কথা বলে, তবে মনে করিতে হইবে যে, সত্যই রুগীর উপর জ্বীনের আছর হইয়াছে। এই অবস্থায় নিম্নোক্ত দোয়াটি রুগীকে শুনাইয়া তিনবার পাঠ করিবে এবং পানিতে ফুক দিয়া উহা পান করাইবে। ইহাতে যদি আছর দূর হইয়া যায় তো ভাল কথা, নতুবা পুণঃ ঐ দোয়াটি তিনবার পাঠ করিয়া এক গ্লাস পানিতে ফুঁক দিয়া রুগীর মুখ মন্ডলে ও শরীরে ছিটাইয়া দিবে। ইহাতেও যদি আছর দূর না হয়, তবে একটু সাদা কাপড়ে দোয়াটি লিখিয়া সলিতা তৈয়ার করিয়া সরিষার তৈল দ্বারা আগুনে জ্বালাইয়া উহার ধোয়া রোগীর নাকে মুখে ও শরীরে দিবে। আল্লাহর রহমতে ইহার পর আর আছর থাকিবে না, জ্বীন রুগীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। দোয়াটি এইঃ-

وَعَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِرَبِّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاسْرَافِيْلَ وَعَزْ
رَائِيْلَ اَمْتَحْنَا الَّذِىْ جَعَلَ الْعَرْشَ- عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالَّذِىْ اَجَابَ
وَاَذْهَبَ لَهُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ- عَزَمْتُ
عَلَيْكُمْ بِخَاتَمِ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- اَلَّذِىْ ع
سَخَّرَلَهُ الرِّيَاحَ وَالْجِنَّ وَالشَّيْطَانَ سَرِيْعًا

উচ্চারণ ঃ ওয়া আযামতু আলাইকুম বিরাব্বি জিবরাঈলা ওয়া মীক-াইলা ওয়া ইসরাফীলা ওয়া আয্‌রাঈলা আমনাহ্‌ নাল্লাজী জায়ালাল আরশা, আযামতু আলাইকুম বিল্লাযী আজাবা ওয়া আযহাবা লাহু ঈসাবনু মারইয়ামা, ওয়া আইয়্যাদনাহু বিরূহিল ক্বুদুছ। আযামতু আলাইকুম বিখাতামি সুলাইমানাবি্‌নি দাঁউদা আলাইহিমাস্‌ সালাল্লাযী সাখ্‌খারা লাহুর রিয়াহা ওয়াল জ্বিন্‌শা ওয়াস্‌ শাইত্বানা ছারীআ।

আল্লাহর রহমতে জ্বীনের আছর দুর হইয়া রুগী সুস্থ হইলে পর, সুরায়ে জ্বীনের প্রথম পাঁচ আয়াত কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রুগীর গলায় বা হাতে বাঁধিয়া দিবে কমের পক্ষে এই তাবিজ একচল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিবে। তবে এর পরেও ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

জ্বীন —পরীর আছর নষ্ট করার তদবীর

যদি কাহাকেও জ্বীন-পরীতে আছর করে, তবে একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়া উহার উপর একবার সুরায় ফতেহা, একবার আয়াতুল কুরছী ও সুরায় জ্বীনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করিয়া দম করতঃ রুগীর মুখ মন্ডলে ও শরীরে ছিটাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীন-পরীর আছর দূর হইয়া যাইবে।

জ্বীন ভুতের আছর দূর করার তদবীর

কোন মানুষের উপর জ্বীন-ভুতের আছর করিলে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া তাহার শরীরে ফুঁক দিবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়া রুগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীন-ভুতের আছর দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّىْ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَاتَنْفُذُوْنَ- اِلَّا بِسُلْطَانٍ-

উচ্চারণ ঃ ইয্ ক্বালা ইউছুফু লিআবিহে ইয়া আবাতি ইন্নী রাআইতু আহাদা আশারা কাওকাবাওঁ ওয়াশ্ শামছা ওয়াল ক্বামারা রাআইতুহুম লী ছাজেদীন। ইয়া মা'শারাল জ্বিন্নি ওয়াল ইন্‌সি ইনিছ তাত্বা'তুমআন্ তানফুযু মিন আক্‌তা-রিছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, ফানফুযু লা তান ফুযুনা ইল্লা বিছুলত্বান।

জ্বীন—ভুতের আছর দূর করার তদবীর

কোন লোকের উপর যদি কখনো কোন জ্বীন—পরীতে আছর করিয়া কষ্ট দিতে থাকে, তখন নিম্নোক্ত আয়াত সমুহ নীলরংয়ের কাপড়ের টুকরায় লিখিয়া ঐ লোকের গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীন–ভূতের আছর দূর হইয়া যাইবে। আয়াত গুলি এইঃ-

هٰذَا يَوْمُ لَايَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ- فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَايَنْطِقُوْنَ- حٰمٓ عٓسٓقٓ حُمِيْتُ كٓهٰيٰعٓصٓ كُفِيْتُ عَقَدْتُ عَنْكَ يَا حُمِلُ كِتَابِىْ هٰذَا اَلْسِنَةَ الْخَلْقَ الْمُبَشِّرِيْنَ كُلَّ اُنْثٰى وَذَكَرٍ بِاَلْفِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ- وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا- وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا- اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰى - اَدْبَارِهِمْ وَ ذَادَهُمْ نُفُوْرًا -

চতুর্থ অধ্যায়

যে কোন ব্যাথা বেদনার তদবীর ও স্মরণ শক্তির তদবীর, নিখোজ ও পলাতক ব্যক্তির তদবীর।

মাথার ব্যথা দূর করার তদবীর

মাওয়াহেবে লাদুনিয়া কিতাবে বর্ণিত আছে, জনাব হোমায়দী তাহার ওস্তাদ জনাব ইউনুছ হইতে মওকুফ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত রাছুলে পাক(ছঃ) মাথা ব্যথার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ-

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহিল কাবীরে,আউযুবিল্লাহেল আযীমে, মিন শাররি কুল্লি আ'রক্বিন ওয়া মিন শাররি হাররিন্ নারি।

মাথা ব্যথার তদবীর

কাহারও মাথায় ব্যথা হইলে অথবা অন্য কোন স্থানে ব্যথা করিলে নিম্নোক্ত সূরার ত্বীন এর নকসা কাগজে লিখিয়া ব্যথার স্থানে বাঁধিয়া দিবে।আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। নকসাটি এইঃ–

৭৮৬

٢٠٦١	٢٠٦٤	٢٠٦٨	٢٠٥٤
٢٠٦٧	٢٠٥٥	٢٠٦.	٢٠٦٥
٢٠٥٦	٢٠٧.	٢٠٦٢	٢٠٥٩
٢٠٦٣	٢٠٥٨	٢٠٥٧	٢٠٦٩

মাথা ব্যথা আরগ্যের তদবীর

যদি কাহারও মাথা ব্যথা করে, তবে ব্যথার স্থানে হাত রাখিয়া নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিবে এবং শেষের 'ফাহাদা' শব্দটি বার বার পড়িতে থাকিবে যতক্ষন না মাথার ব্যথা দূর না হয়। আয়াত এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَالسَّمَاۤءِ وَالطَّارِقِ وَمَا اَدْرٰكَ
مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ- اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ-
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ- خُلِقَ مِنْ مَّاۤءٍ دَافِقٍ - يَخْرُجُ
مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَئِبِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى - وَالَّذِىْ فَهَدٰى-

মাথার ব্যথা ঝাড়িবার তদবীর

কাহারও মাথার ব্যথা ঝারিতে হইলে, প্রথমে কপালের দুইপার্শে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমা আঙ্গুলী চাপিয়া রাখিয়া সূরায় ফাতেহা পড়িতে থাকিবে এবং অঙ্গুলী দুইটি আস্তে আস্তে কপালের মাঝখানে টানিয়া আনিবে। সূরা পাঠ করা শেষ হওয়ার সাথে সাথে অঙ্গুলী দুইটি মিলিয়া যাইবে, তখন কপালে ফূঁক দিবে। এইভাবে তিনবার সূরা ফাতেহা পড়িয়া ফূঁক দিয়া মাথা ঝারা শেষ করিবে।

মাথার ব্যথা উপশমের তদবীর

মাথা ব্যথার জন্য নিম্নোক্ত নকসাটি কাগজে লিখিয়া মাথায় বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে মাথার ব্যথা উপশম হইবে। নকসাটি এইঃ–

٧٨٦

٢٧	٣٠	٢٩	٢٦
٢٢	٣١	٣٢	٣٧
٤٢	٣٥	٣٤	٣١
٢٩	٣٤	٢٧	٤٠

মাথার ব্যথা ঝাড়িবার অন্য তদবীর

মাথার ব্যথা দূর করার জন্য সূরায় কাওছার সাতবার পড়িয়া মাথায় প্রতিবারে ফূঁক দিলে, আল্লাহর রহমতে মাথার ব্যথা দূর হইয়া যাইবে।

অর্দ্ধ মাথা ব্যথার তাবিজ

যদি কাহারও মাথার অর্দ্ধেক ব্যথা করে, তবে নিম্নের তাবিজটি কাগজে লিখিয়া মাথায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মাথা ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। তাবিজটি এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كٓهٰيٰعٓصٓ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا -

চোখের ব্যথার দূর করার তদবীর

যদি কাহারও চোখে ব্যথা হয় তবে চাঁদের প্রথম শনিবার নিম্নোক্ত হরফগুলি কাগজে লিখিয়া খাইয়া ফেলিবে। আল্লাহর রহমতে পুরা বৎসরে আর চোখে ব্যথা হইবেনা। হরফগুলি এইঃ-

الٓمّٓ الٓمّٓصٓ الٓرٰ الٓمّٓرٰ كٓهٰيٰعٓصٓ طٰهٰ طٰسٓمّٓ يٰسٓ صٓ حٰمٓ حٰمٓعٓسٓقٓ قٓ نٓ

চোখের বেদনা উপশমের তদবীর

যদি কাহারও চোখে বেদনা হয়, অথবা কম দেখে, তবে নিম্নের আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে তিনবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে চোখে ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে চোখের বেদনা দূর হইবে এবং চোখের দৃষ্টি শক্তি বাড়িয়া যাইবে। আয়াতটি এইঃ-

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآئَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -

উচ্চারনঃ ফাকাশাফনা আ'নকা গেত্বায়াকা ফাবাছারুকাল ইয়াওমা হাদীদ।

চোখের ব্যথা লাঘবের তদবীর

চক্ষু বেদনার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া চক্ষুর উপর বাঁধিয়া রাখিলে চোখের ব্যথা লাঘব হইবে। নকশাটি এইঃ-

احمد	محمد
مرتضى	مصطفے

কান ব্যথার তদবীর

কাহারও কানে ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখিয়া কানে বাঁধিয়া দিবে।আল্লাহর রহমতে কানের ব্যথা দূর হইবে। আয়াত এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا -

কানে ভোঁ ভোঁ শব্দের তদবীর

যদি কাহারও কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ শো শো শব্দ হয়, তবে 'মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ্'' কয়েকবার পাঠ করিয়া কানে ফুঁক দিলে শব্দ হইবে না।

.দাঁত অথবা গলায় ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি চিনামাটির বরতনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া পান করিলে ব্যথা উপশম হইবে। নকশা এইঃ-

یاخبیر١	یاحی٩	یااحد٤
یاکبیر٧	یابصیر٥	یالطیف٣
یاباری٢	یاجلیل٦	یاقدیر٨

দাঁত ব্যথা দূর হওয়ার তদবীর

দাঁতে ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া দাঁতে মালিশ করিবে। তারপর উক্ত কাগজ কালো রংয়ের কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিবে। নকশা এইঃ-

ب	د	و	ح
ح	و	د	ب
د	ب	ح	و
و	ح	ب	د

ঘারে বেদনার তদবীর

যদি কোন লোকের ঘারে বেদনা হয়, তবে নিম্নোক্ত আয়াত ও নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া ঘারে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর

রহমতে ঘারের বেদনা দূর হইয়া যাইবে। আর ইহা তিনবার পাঠ করিয়া তিনটি ফুক দিবে।আয়াত ওনকশাটি এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ

٧٨٦

٣٨٠٩	٣٨٠٤	٣٨١١
٣٨١٠	٣٨٠٨	٣٨٠٦
٣٨٠٨	٣٨١٢	٣٨٠٧

গলার বেদনা ঝাড়িবার তদবীর

কোন লোকের ঘারে বেদনা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে ঘারের বেদনার স্থানে ফুঁক দিবে। এবং ইহা লিখিয়া কবজ বানাইয়া ঘারের উপর বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে বেদনা কমিয়া যাইবে। আয়াতটি এইঃ-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قَالَ هٰذَا مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّىْ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ -

গলায় ব্যথা হইলে উহার তদবীর

কাহারও গলায় ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গলার ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ-

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ - فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

কণ্ঠ নালির ব্যথার তদবীর

যদি কাহারও কণ্ঠনালি ব্যথা করে, তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি একটি লম্বা চামড়ার তাগার উপর পাঠ করিয়া একচল্লিশটি গিরা দিবে ও

প্রতিবারে ফুঁক দিবে। ইহার পরে উহা গলায় বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। দোয়াটি এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَةِ اللّٰهِ وَعَظَمَةِ اللّٰهِ وَبُرْهَانِ اللّٰهِ وَسُلْطَانِ اللّٰهِ وَكَشْفِ اللّٰهِ وَحُجَّةِ اللّٰهِ وَحِرْزِ اللّٰهِ وَصُنْعِ اللّٰهِ وَاَمَانِ اللّٰهِ وَكِبْرِيَاءِ اللّٰهِ وَبَطْشِ اللّٰهِ وَبَهَاءِ اللّٰهِ وَجَلَالِ اللّٰهِ وَكَمَالِ اللّٰهِ- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذَا الْعَلِيْلِ-

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রহমানির রাহীম, আউযু বিইজ্জাতিল্লাহি, ওয়া কুদরাতিল্লাহি, ওয়া আযমতিল্লাহি,ওয়া বুরহানিল্লাহি, ওয়া ছুলত্বানিল্লাহি, ওয়া কামাফিল্লাহি, ওয়া হুজ্জাতিল্লাহি, ওয়া হিরযিল্লাহি, ওয়া ছানায়িল্লাহি, ওয়া আমানিল্লাহি, ওয়া কিবরিয়াইল্লাহি, ওয়া বাত্বশিল্লাহি, ওয়া বিহাইল্লাহি, ওয়া জালালিল্লাহি, ওয়া কামালিল্লহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহি, মিন শাররি মা ফী হাজাল আলীলে।

হাতের ব্যথার তদবীর

যদি কোন লোকের হাতে ব্যথা হয়, তবে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। আয়াতটি এইঃ-

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتٰنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَا يَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا- فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণঃ বাল ইয়াদাহু মাবছুত্বাতানি ইউনফিকু কাইফা ইয়াশাউ ওয়ালা ইয়াযীদান্না কাছীরাম মিনহুম মা উনযিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা তুগইয়ানাওঁ ওয়া কুফরান। ফালা তা'ছা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

হাতের ব্যথা ঝারিবার তদবীর

যদি কাহারও হাতে ব্যথা হয়, তবে হাতের উপর হাত রাখিয়া নিম্নের আয়াত তিনবার পাঠ করিয়া তিনটি ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা কমিয়া যাইবে। আয়াত এইঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ

উচ্চারণঃ ইন্নাল্লাজীনা ইউবাএউনাকা ইন্নামা ইউবাএউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওক্বা আইদীহিম।

বুক ব্যথার তদবীর

কাহারো বুক ব্যথা হইলে, নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার পাঠ করিয়া ফুঁক দিয়া ঝারিবে। আল্লাহর রহমতে বুকের ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। দোয়া এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِىْ- بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِىْ - بِسْمِ اللّٰهِ الْمُعَافِىْ- بِسْمِ اللّٰهِ الْوَافِىْ- بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرَ الْاَسْمَاءِ- بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, বিছমিল্লাহিশ্ শাফী, বিছমিল্লাহিল কাফী, বিছমিল্লাহিল মায়াফী, বিছমিল্লাহিল ওয়াফী, বিছমিল্লাহি খাইরাল আছমাএ, বিছমিল্লাহি রাব্বিল আরদ্বে ওয়াচ্ছামাএ, বিছমিল্লাহি লা ইদুররু মায়া ইছমিহী শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফীচ্ছামাএ ওয়া হুয়াছ্ ছামীউল আলীম।

মেয়ে লোকের বুকে ব্যথার তদবীর

কোন মেয়ে লোকের বুকে ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া মহিলার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ-

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا مِنْ بَيْنَ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ -

কলিজা বেদনা তদবীর

যদি কাহারও কলিজা বেদনা করে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া একটি দ্বারা কবজ বানাইয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে

এবং অন্যটি পানি দ্বারা ধুইয়া পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে বেদনা কমিয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

العلى العظيم	الا بالله	ولاقوة	لاحول
ولا حول	ولا قوة	الا بالله	العلى العظيم
الا بالله	العلى العظيم	ولاحول	ولاقوة
ولاقوة	لاحول	العلى العظيم	الابالله

কলিজা বেদনা ও হৃদকম্পের তদবীর

হৃদকম্প ও কলিজা বেদনার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি সাত দিন পর্যন্ত লিখিয়া তদবীর করিবে। প্রথম দিন সূর্য উঠিবার পূর্বে দুইটি লিখিয়া একটি কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে এবং অপরটি পানিতে ধুইয়া পান করাইবে। ইহার পরে সূর্য উঠিবার পূর্বে প্রত্যহ একটি করিয়া লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে হৃদকম্প ও কলিজার বেদনা দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٢٢٣١	٢٢٣٥	٢٢٣٨	٢٢٢٤
٢٢٣٧	٢٢٢٥	٢٢٣٠	٢٢٣٦
٢٢٢٦	٢٢٤٠	٢٢٢٣	٢٢٢٩
٢٢٣٤	٢٢٣٨	٢٢٢٧	٢٢٣٩

হৃদকম্প ও কলিজা বেদনার তাবিজ

হৃদকম্প ও কলিজা বেদনার জন্য নিম্নোক্ত নকশা দুইটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর কলিজার উপর বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ আরগ্য হইবে। নকশা দুইটি এইঃ–

٧٨٦

٨٩٢٥	٨٩٢٠	٨٩٢٧
٢٦٩٨	٨٩٢٤	٣٢٩٨
٨٩٢١	٨٦٩٨	٨٨٣٣

٧٨٦

١٥٣	١٥٧	١٦٠	١٤٦
١٥٩	١٤٧	١٥٢	١٥٨
١٤٨	١٦٣	١٥٥	١٥١
١٥٦	١٥٠	١٤٩	١٦١

মহিলার বুক ও স্তনে ব্যথার তদবীর

কোন মহিলার বুকে ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া কবজ বানাইয়া মহিলার গলায়া বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ-

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا
مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ -

পেট বেদনার তদবীর

কাহারও পেটে ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে পেটের ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

١٥٥٥	١٥٥٠	١٥٥٧
١٥٥٦	١٥٥٤	١٥٥٢
١٥٥١	١٥٥٨	١٥٥٣

পেট হইতে রক্ত বাহির হইলে উহার তদবীর

কাহারও পেট হইতে রক্ত বাহির হইলে কিংবা পেটে ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যথা ও রক্ত পড়া বন্ধ হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١٢٠رو	١١٢و	١٢٥ب
٣	٢١٩	٢١ع
١٢٠	٣٠٨	٩١٣ ٧٥٨

পিঠ ব্যথার তদবীর

কাহারও পিঠে ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া কবজ বানাইয়া পিঠের উপর বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে ব্যথা ভাল হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
وَالتَّرَائِبِ- اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ- يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَالَهٗ
مِنْ قُوَّةٍ وَّ وَلَانَاصِرٍ- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ- اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ
كَيْدًا- فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا- بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّحِمِيْنَ *

কোমর বেদনার তদবীর

কাহারও কোমর বেদনা করিলে নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে বেদনা দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٨	٦	٤	٢
٢	٤	١	٥
٦	٨	٢	٤
٤	٢	٨	٦

কোমর ব্যথা দূর করার তদবীর

কোমর ব্যথার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কোমরের ব্যথা আরগ্য হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

و	٩٧	ب م
ج	٥٥	٧و
ح	١١	٦٩

কোমর বেদনার তাবীজ

কাহারও কোমরে বেদনা হইলে নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া কাইতন দিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কোমর বেদনা ভাল হইবে। তাবিজ এইঃ-

يا غفور - يا غفور - ياغفور - ياغفور

মস্তিষ্কের দুর্বলতার তদবীর

কাহারও মস্তিস্কে দুর্বলতা দেখা দিলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাথার টুপীর সহিত বাঁধিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে মস্তিষ্কের

দুর্বলতা দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٣٤٥٦٧٦	٣٤٥٦٧٥	٣٤٥٦٨
٣٤٥٦٨١	٣٤٥٦٧٧	٣٤٥٦٧٣
٣٤٥٦٧٤	٣٤٥٦٧٩	٣٤٥٦٧٨

মস্তিষ্কের দুর্বলতার আমল

কাহারও মস্তিস্কে দুর্বলতা দেখা দিলে পাচঁওয়াক্ত নামাজের পরে মাথার উপর হাত রাখিয়া এগার বার 'ইয়া কাবিয়্যু' يا قوى পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ আরগ্য হইবে।

কপাল ব্যথার তদবীর

কাহারও কপালে ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত আঙ্গুল দিয়া তাহার কপালে লিখিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

গলা ব্যথার তদবীর

কাহারও গলায় ব্যথা হইলে, নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

محطوط ۸۸	محطوط ۸۸
محطوط ۸۸	محطوط ۸۸

পেটের অসুখ ও ব্যথার তদবীর

কাহারও পেটে অসুখ হইলে কিংবা ব্যথা করিলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অসুখ ও ব্যথা আরগ্য হইবে। নকশাটি এইঃ–

ولا ادع ٥٥ولا ١ه ه ارد والا ها ابنياه ته
ساعه الوع لامرع ه ه ه مه ماد ما
١١ط ١١١ ١١١٨ح١١٨ ١١ لمسه ه ه ما
اصالح ذى ا ه ه ه ٦١ لا الا ام ه ه ه ح ح ح

অতিরিক্ত কফ আসিলে উহার তদবীর

কাহারও গলা হইতে অতিরিক্ত কফ আসিলে, নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কফ আসা বন্ধ হইবে। নকশা এইঃ-

ياحفيظ ٧٨٦ ياحفيظ

ق	١	ب	ض
ض	ب	١	ق
١	ق	ض	ب
ب	ض	ق	١
٧٥	٢	٦	٢٢٦
٣٥٢	٣	٣.١	١٥.
٣٧٦	ياقابض	اقبض	٣٢٧

ক্ষুধা বৃদ্ধির তদবীর

কাহারও ক্ষুধা কমিয়া গেলে খাওয়ার ইচ্ছা না হইলে, নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া পেটে ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইবে। আয়াত এইঃ-

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ

উচ্চারণঃ ওয়ালাকুম ফীহা মা তাশাতাহিল আনফুছু ওয়াতালাজ্জুল আ'ইউনু।

হজম শক্তি বৃদ্ধির তদবীর

কাহারও হজম শক্তি কমিয়া গেলে, প্রত্যহ আহার করিবার পরে পেটের উপর হাত রাখিয়া কয়েকবার 'ইয়া বাছিত্ব' يا باسط পড়িলে, হজম শক্তি বাড়িয়া যাইবে।

নাভী বেদনার তদবীর

কাহারও নাভীতে বেদনা হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া নাভীর উপর বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে নাভীর বেদনা দূর হইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	٥

يا عزرائيل - يا جبرائيل - يا ميكائيل - يا اسرافيل

নাভীর নিচে ব্যথা করিলে উহার তদবীর

কাহারও নাভীর নীচে তলপেটে ব্যথা করিলে, নিম্নের আয়াতটি সরিষার তৈলের উপর সত্তরবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে ফুক দিবে। ইহার পর উক্ত তৈল পড়া নাভীর নীচে তলপেটে তিনদিন পর্যন্ত সকাল বিকাল মালিশ করিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা কমিয়া যাইবে। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রহমানির রাহীম। ওয়া নুনাযিযলু মিনাল কুরআনে মা হুয়া শিফাউওঁ ওয়া রাহমাতুল্লিল মু'মিনীন।

চোখ উঠিলে তাহার তদবীর

কাহারও চোখ উঠিলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কপালে বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে চোখের বেদনা এবং চোখ লাল হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٨	١٥	١.	١
٩	٢	٧	١٦
٣	١٢	١٣	٦
٨	٥	٤	١١

গলা ফূলার তদবীর

যদি কাহারও গলা ফুলিয়া যায়, তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি সোমবার অথবা শুক্রবারে কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গলা ফুলা দূর হইয়া যাইবে। দোয়াটি এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِى اللّٰهِ هُوَ يَرْكَعُ فِى اللَّوْحِ–

মাথা ব্যথার মোবারক তদবীর

কাহারও মাথা ব্যথা করিলে নিম্নোক্তার তাবিজটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া মাথায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইয়া যাইবে। তাবিজটি এইঃ–

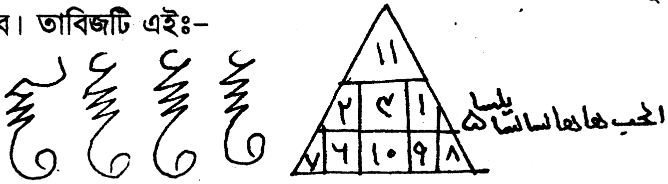

স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির তদবীর

স্মরন শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পরে এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিম্নের আয়াত এগার বার পাঠ করিবে। অতঃপর পুনঃএগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করিব। আল্লাহর রহমতে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হইবে। আয়াত এইঃ–

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ- رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا-

উচ্চারণঃ রাব্বিশ্ রাহ্‌লী ছাদ্‌রী ওয়া ইয়াচ্ছিরলী আমরী ওয়াহ্‌লুল উক্বদাতাম মিল্ লিছানী ইয়াফক্বাহু ক্বাওলী। আ'ল্লামাল ইনছানা মালাম ইয়ালাম। রাব্বি যিদনী এ'লমান । অথবা উক্ত দোয়া চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া পান করিলেও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির অন্য তদবীর

স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য ফজরের বাদে সকালবেলা নিম্নোক্ত দোয়া দশবার করিয়া পাঠ করিবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে স্মরণ শক্তি বাড়িয়া যাইবে। দোয়া এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًاوَّ عِلْمًا وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَا عِلِيْنَ- يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ- يَارَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ- يَا رَبِّ اِبْرَاهِيْمَ- يَارَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ফাফাহ্‌হামনাহা ছুলাইমানা ওয়া কুল্লান আতাইনা হুকমাওঁ ওয়া এ'লমান।ওয়া ছাখ্‌খারনা মায়া' দাউদাল জিবালা ইউছাবিবহ্‌না ওয়াত্ত্বাইরা ওয়া কুন্না ফাএ'লীন। ইয়া হাইউ ইয়া কাইউম, ইয়া রাব্বি মূছা অ হারুন, ইয়া রাব্বি ইব্‌রাহীম, ইয়া রাব্বি মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

স্মরণ শক্তিবৃদ্ধির অন্য তদবীর

স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত নিয়মে রুটির উপর লিখিয়া সাতদিনে একটি করিয়া বাসী মুখে খাইবে।

শনিবার দিন লিখিবে। - فتعالى الله الملك الحق

রবিবার দিন লিখিবে- رب زدنى علما

সোমবার দিন লিখিবে- سنقرئك فلاتنسى

পরীক্ষায় পাশের তদবীর

পরীক্ষার হলে প্রশ্ন পত্র হাতে পাওয়া মাত্র উহা দেখার পূর্বে এগার বার দুরূদ এবং এগার বার 'ইয়া আযীযু' পাঠ করিবে, তার পর প্রশ্নপত্র খুলিবে। খাতার উপর আঙ্গুল দিয়া افوض امرى الى الله লিখিবে তারপর উত্তর লিখা আরম্ভ করিবে। আর পরীক্ষার হলে যাইবার পূর্বে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া টুপীর মধ্যে বাঁধিয়া লইবে। আল্লাহর রহমতে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হইবে ও ভাল ফল লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم		
يا الله يا الله		
محســـــروح		محســـــروح
محســـــروح		محســـــروح
يا الله يا الله		

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াতগুরি কাগজে লিখিয়া টুপীর ভিতরে রাখিয়া পরীক্ষা দিতে যাইবে। আল্লাহর রহমতে পরীক্ষায় ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হইবে। আয়াতগুলি এইঃ-

نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين- حسبنا الله

ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير- ومن يتوكل على

الله فهو حسبه -

নিখোজ ব্যক্তির সন্ধান লাভের তদবীর

নিখোজ ব্যক্তির সন্ধান লাভের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া চরকায় বাঁধিয়া কুমারী মেয়ের দ্বারা সাতবার ঘুরাইবে। তারপর উহা আকাশের দিকে মুখ করিয়া সোজাভাবে রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে নিখোজ ব্যক্তির সন্ধান পাইবে। নকশাটি এইঃ-

৭৮৬

۱۲دا	وه	٣
دوا	٥ع	١٥ی
پرسیدوے	باصره	راه

নিখোজ ব্যক্তির খবর জানার তদবীর

যদি কোন লোক নিখোজ ব্যক্তিকে সপ্নের মাধ্যমে দেখিতে চায়, তবে সে ব্যক্তি এস্তেখারার নিয়তে অজু করতঃ পবিত্র কাপড় পরিধান করিয়া পাক বিছানায় ডানকাতে কেবলামুখী হইয়া শয়ন করিবে। তাহার পর সাতবার করিয়া সূরায় ফাতেহা, সূরায় ওয়াশশামছি, সূরায় ওয়াদ্দোহা, সূরায় ওয়াল্লাইলে, সূরায় আলামনাশরাহ, সূরায় ওয়াত্বীনে ওসূরায় এখলাছ পাঠ করিবে। তাহার পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিয়া নিদ্রা যাইবে। দোয়ার ভিতরে كذا كذا ও كذا এর স্থানে তাহার উদ্দেশ্যের কথা বলিবে। এইভাবে এক রাত্রে উদ্দেশ্য সফল না হইলে সাত রাত্রি পর্যন্ত ইহা আমল করিবে। দোয়া এইঃ–

اَللّٰهُمَّ اَرِنِىْ فِىْ مَنَامِىْ كَذَا وَكَذَا وَاجْعَلْ مِنْ اَمْرِىْ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا وَّاَرِنِىْ فِىْ مَنَامِىْ مَاسْتَدَلَّ بِهٖ اِجَابَةَ دَعْوَاتِىْ–

নিখোজ ব্যক্তিকে হাযির করার তদবীর

কোন নিখোজ ও অনুপস্থিত লোককে হাযির করার বাসনা করিলে ফরজ ও ছুন্নাৎ নামাজের মধ্যবর্তি সময়ে সূরায় ফাতেহা একচল্লিশবার পাঠ করিয়া নিখোজ ব্যক্তিকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করিবে। ইনশাআল্লাহ নিখোজ ব্যক্তি হাযির হইবে।

পলায়নের অভ্যাস পরিত্যাগ করার তদবীর

যে সকল ছেলে মেয়ে বাড়ী হইতে পালাইয়া যায় অথবা যে সমস্ত চাকর চাকরানী মালিকের বাড়ী হইতে পালাইয়া যায়, তাহাদের পালানের অভ্যাস দূর করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত ও সুরায় হাশরের“লাও আনযালনা হাযাল কোরআন হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া গরম দুধের উপর ফুঁক দিয়া তাহাদেরকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে পালাইবে না। আয়াত এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

পলাতক ব্যক্তির জন্য অন্য তদবীর

যদি কোন চাকর বা সন্তান হারাইয়া যায় বা পালাইয়া যায়, তবে ফজরের নামাজের পরে জায়নামাজে বসিয়া একচল্লিশবার “বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” পাঠ করিয়া আল্লাহর নিকট মোনাজাত করিবে। আল্লাহর রহমতে পলাতক বা হারানো লোক ফিরিয়া আসিবে।

হারানো ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনার তদবীর

কোন লোক বা শিশু হারাইয়া গেলে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা মাটিতে লিখিবে এবং ছিটা মারিবে। অতিশীঘ্র সে ফিরিয়া আসিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٦٢	٦٩	٢	٧
٦	٣	٦٦	٦٥
٦٨	٦٣	٨	١
٤	٥	٦٤	٦٧

পলাতক বা হারানো ব্যক্তির জন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কোন গাছের ডালে এমনিভাবে বাঁধিয়া রাখিবে যেন, উহা বাতাসে নড়াচড়া করিতে পারে। আল্লাহর

রহমতে পালানো বা নিখোজ ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে। নকশাটি এইঃ-

৭৮৬

الرحيم	الرحمن	الله	بسم
بسم	الله	الرحمن	الرحيم
الرحمن	الرحيم	بسم	الله
الله	بسم	الرحيم	الرحمن

পলাতক বা হারানো ব্যক্তির জন্য অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া পাক কালামে মজিদের মধ্যে রাখিয়া দিবে। নকশার ভিতরে ফালান এর স্থানে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিবে। আল্লাহর রহমতে পলাতক বা হারানো লোক জীবিত থাকিলে ফিরিয়া আসিবে। নকশাটি এইঃ-

ارجعى		مرضيه
باسم فلان		مرضيه
	الى ربك	

পলাতক বা হারানো ব্যক্তির অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া ভারী পাথরের নীচে অন্ধাকার ঘরে চাপা দিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে ঐলোক ফিরিয়া আসিবে। নকশাটি এইঃ-

حم عسق كذالك يوحى اليك
الله لا اله الا هو الحيى
القيوم = شهد الله انه لا اله الا هو = تبارك الذى
بيده الملك -

পলাতক ব্যক্তির জন্য অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে পলাতক ব্যক্তি জীবিত থাকিলে ফিরিয়া আসিবে। নকশাটি এইঃ–

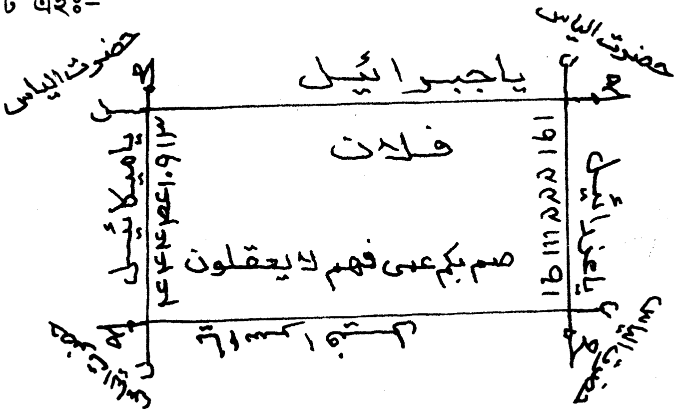

পলাতক ব্যক্তির অন্য তদবীর

পলাতক ব্যক্তিকে হাযির করার জন্য নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া গাছের ডালে বাঁধিয়া দিবে, যেন উহা বাতাসে নড়াচড়া করিতে পারে। আল্লাহর রহমতে পলাতক ব্যক্তি জীবিত থাকিলে ফিরিয়া আসিবে। নকশা এইঃ–

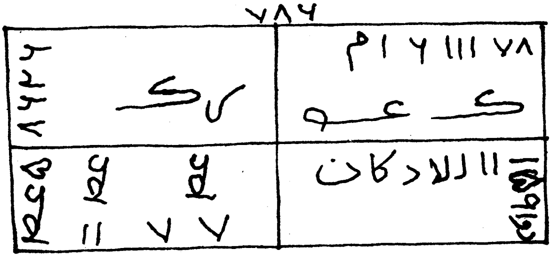

হারানো ব্যক্তি বা নিখোজ ব্যক্তির সন্ধান লাভের তদবীর

কোন লোকের সন্তান বা অন্য কোন লোক হারানো গেলে বা নিখোঁজ হইলে পর যদি তাহার খোঁজ খবর বা কোথায় আছে কিংবা জীবিত আছে কিনা জানিতে বা বুঝিতে ইচ্ছা হয়, তবে এশার নামাজ আদায়ের পরে একই বৈঠকে কোন লোকের সহিত কথাবার্তা না বলিয়া একাগ্র মনে এক হাজার একশতবার "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করিয়া উদ্দেশ্যে সম্বর্কে আল্লাহর নিকট মোনজাত করিয়া নিদ্রা যাইবে। আল্লাহর রহমতে খাবের মাধ্যমে তাহার অবস্থা জানিতে পারিবে। যদি প্রথম রাত্রে কিছু না দেখে তবে দ্বিতীয় রাত্রে উক্ত রূপে বিছমিল্লাহ পাঠ করিয়া শুইয়া থাকিবে। হারানো ব্যক্তির অবস্থা না জানা পর্যন্ত পর পর সাতদিন যাবত এই আমল করিবে।

হারানো লোক বা নিখোজ লোককে ফিরাইয়া পাওয়ার তদবীর

পলাতক বা নিখোঁজ লোককে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে "ইয়া হাফীযু" একশত উনিশবার পাঠ করিবে। তার পর নিম্নের আয়াতও একশত উনিশবার পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে ইহাতে নিখোঁজ বা পলাতক ফিরিয়া আসিবে। আয়াত এইঃ–

اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ- اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ-

উচ্চারনঃ– ইনতাকু মিছ্‌ক্বালা হাববাতিন মিন খারদালিন ফাতীকুন্‌ ফী ছাখ্‌রাতিন্‌ আও ফীছ্‌ ছামাওয়াতি আও ফীল আরদ্বি ইয়া'তি বিহাল্লাহু, ইন্নাল্লাহা লাত্বীফুন খাবীর।

নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য তদবীর

নিখোঁজ ব্যক্তিকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য নিম্নোক্ত দোয়াটি রাত্রে পাক পবিত্রতার সহিত একাগ্র মনে কাহারও সহিত কথাবার্তা না বলিয়া এক হাজার একবার পাঠ করিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে। দোয়াটি এইঃ

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيْهِ اُرْدُدْ ضَالَّتِىْ-

উচ্চারণঃ ইয়া জামায়ান নাছা লিইয়াওমিল্ লারাইবা ফীহে, উরদুদ দ্বাল্লাতি।

পলাতক ব্যক্তিকে হাযীর করার তদবীর

পলাতক ব্যক্তিকে হাযীর করার জন্য নতুন মোটা কাপড়ের উপর এক হাজার বার ف ফা' অক্ষরটি লিখিয়া আগুনের মধ্যে পোড়াইয়া ফেলিলে, আল্লাহর রহমতে পলাতক ব্যক্তি হাযীর হইবে।

বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনার তদবীর

যদি কোন লোক বিদেশ হইতে দেশে আসিতে না চায়, তবে তাহার জন্য এই নকশাটি কাগজে লিখিয়া উহার উপর খরকুটা নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে সে ব্যক্তি দেশে আসিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٧٢	٧٩	٢	٧
٦	٣	٧٦	٧٥
٧٨	٧٣	٨	١
٤	٥	٧٤	٧٧

পলাতক ব্যক্তির সন্ধান লাভের তদবীর

যাহার নিকটস্থ আত্মীয় ব্যক্তি পালাইয়াছে বা নিখোঁজ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিম্নোক্ত সূরায় ত্বারেক এর নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে, আল্লাহর রহমতে পলাতক বা নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٤٤٤١	٤٤٤٤	٤٤٤٧	٤٤٣٣
٤٤٤٦	٤٤٣١	٤٤٤٠	٤٤٤٩
٤٤٣٥	٤٤٤٩	٤٤٤٢	٤٤٣٩
٤٤٤٣	٤٤٣٨	٤٤٣٦	٤٤٤٨

পলায়নের অভ্যাস দূর হওয়ার তদবীর

যে সমস্ত সন্তান বা চাকর চাকরানীর বা অন্য কোন লোকের পলায়নের অভ্যাস থাকে, তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি রুটির উপর লিখিয়া খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে তাহার পলায়নের অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

ق	ى	ب	ر
ب	ر	ق	ى
ب	ر	ى	ق
ق	ى	ر	ب

পলাতক ব্যক্তিকে ফিরিয়া পাওয়ার তদবীর

সূরায় شعراء শুয়ারা প্রত্যহ সাতবার করিয়া একাধারে সাতদিন পর্যন্ত পাঠ করিলে, আল্লাহর রহমতে পলাতক ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে।

পলাতক ব্যক্তিকে ফিরাইয়া পাওয়ার জন্য তদবীর

যদি কোন লোক পালাইয়া বা ভাগিয়া যায়, তবে তাহাকে পাইবার জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি দুইটি কাগজে লিখিয়া একটি ঘরের দরজায় লটকাইয়া রাখিবে এবং অন্যটি বিছানার কাছে ভারী পাথর দ্বারা চাপা দিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে সে ফিরিয়া আসিবে। তাবিজটি এইঃ

اللهم بارد الضالة وياهادى المضلة اردداعلى ضاتى بحق

والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير

لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما

فاوى- ووجدك ضالا فهدى- ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم

فلا تقهر- واما السائل فلاتنهر- واما بنعمة ربك فحدث

পঞ্চম অধ্যায়

মামলা—মকদ্দমা, জেলজুলুম ও কয়েদখালাসীর তদবীর

মামলায় খালাস পাওয়ার তদবীর

কোন লোক যদি মামলায় অন্যায়ভাবে আসামী হইয়া থাকে, তবে নিম্নের দোয়াটি কাগজে লিখিয়া টুপীর ভিতরে সম্মুখ ভাগে রাখিয়া হাকিমের সম্মুখে যাইবে। আল্লাহর রহমতে মামলা হইতে খালাস পাইবে। দোয়াটি এইঃ

بسم الله الرحمن الرحيم- والله المستعان على ما تصفون- نصر من الله وفتح قريب- نعم المولى ونعم النصير- حسبن الله نعم الوكيل - نعم المولى و نعم النصير - النصير- ومن يتوكل على الله فهو حسبه-

নির্দোষ ব্যক্তি মামলায় খালাস পাওয়ার তদবীর

মিথ্যা সাক্ষীর কারণে অথবা বিচারকের ভুল বুঝার দরুন নির্দোষী ব্যক্তি দোষী হইবার ভয় থাকিলে, নিম্নের দোয়াটি সাতবার পাঠ করিয়া কোর্টে যাইবে। আল্লাহর রহমতে খালাস পাইবে। দোয়াটি এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ- وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ- وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রহমানির রাহীম। ছুবহানাল্লাহে ওয়া তাআলা আম্মা ইয়ুশরিকূন। ওয়া রাববুকা ইয়া'লামু মা তুকিন্নু ছুদুরুহুম ওয়ামা ইয়ুলিনূন। ওয়াহুয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, লাহুল হামদু ফিল উলা ওয়াল আখেরাহ; ওয়া লাহুল হুকমু ওয়া ইলাইহে তুরজাউন। তারপর নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পাঠ করিবে। 'ওয়াল্লাহু গালেবুন আল আমরিহী।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ-

মোকদ্দমা হইতে খালাস পাওয়ার তদবীর

অন্যায় ভাবে মামলায় জড়াইয়া পড়িলে, নিম্নোক্ত দোয়া কাগজে

লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে মামলায় খালাস পাইবে। দোয়া এইঃ

لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم بسم الله الملك الحق المبين من العبد الذليل الى الرب الجليل- رب انى مسنى الضر وانت ارحم الرحمين-

মকদ্দমা ও কয়েদ খালাসীর তদবীর

এক টুকরা কাগজে নিম্নোক্ত দোয়াটি লিখিয়া জিহবার নীচে মুখের ভিতরে রাখিয়া হাকিমের এজলাসে হাযির হইলে, হাকীম ও শত্রুর জবান বন্দী হইবে। বিরুদ্ধে কিছুই বলিবেনা। মোকদ্দমায় খালাস পাইবে। দোয়াটি এইঃ اَللّٰهُمَّ سَدِّدْ سَدِّدْ

মকদ্দমায় খালাস পাইবার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া ডান হাতে বাঁধিয়া বিচারকের সম্মুখে এজলাসে উপস্থিত হইলে, আল্লাহর রহমতে মকদ্দমায় খালাস পাইবে। আয়াতগুলি এইঃ

بسم الله الرحمن الرحيم- انا لله وانا اليه راجعون - حسبنا الله ونعم الوكيل- وافوض امرى الى الله- ان الله بصير بالعباد- ماشاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم- لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين- يا الله يا الله ياكريم-

কয়েদ হইতে মুক্তি পাওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে অতিসত্তর কয়েদ হইতে মুক্তি পাইবে। মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে কবজটি খুলিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٥	٣	٧
ع	عه	٢
مرع	و	و

নির্দোষ ব্যক্তি কয়েদ হইতে মুক্তির তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে, আল্লাহর রহমতে নির্দোষ ব্যক্তি কয়েদ হইতে মুক্তি পাইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٥	١٠	١٥	٤
١٦	٣	٦	٩
٢	١٣	١٢	٧
١٦	١٨	١	١٥

জেলাখানা হইতে মুক্তির তদবীর

জেলখানা হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করিলে, সূরায় ফাতেহা নিম্ন নিয়মে একশত এগারবার পাঠ করিবে। প্রতি শবার সূরায় ফাতেহা পাঠ করিয়া হাতের কড়া ও পায়ের বেড়ীর উপর ফূঁক দিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে কারাগার হইতে মুক্তি পাইবে।

কারাগার হইতে খালাস পাইবার তদবীর

যে লোক বিনাদোষে কারাগারে গিয়াছে সে লোক কারাগার হইতে মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত আয়াতগুলি সর্বদা পড়িতে থাকিবে এবং উহা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া ডান হাতে বাঁধিবে। আয়াত গুলি এইঃ

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرًا- اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
اٰمِنِيْنَ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا- وَقَالَ يَا اَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ
رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ- قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا- وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ
السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ
اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ- اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণঃ ফালাম্মা দাখালূ আলা ইউছুফা আওয়া ইলাইহি আবওয়াইহি, ওয়া ক্বালাদখুলু মিছরা ইনশা আল্লাহু আমেনীন। ওয়া রাফাআ আবাওয়াইহে আলাল আরশে ওয়া খাররু লাহু ছুজ্জাদা। ওয়াক্বালা

২ঃ আবাতি হাজা তা'বিলু রু'ইয়াইয়া মিন ক্বাবলু ক্বাদ জাআলা রাব্বী হাক্কা। ওয়াক্বদ আহছানা বী ইজ্ আখ্‌রাজানী মিনাছছিজনে ওয়াজায়া বিকুম মিনাল বাদবে মিম্ বাঁদে আন্নাজাগাশ্ শাইত্বানু বাইনা ওয়া বাইনা ইখওয়াতী। ইন্না রাব্বী লাতীফুল লিমা ইয়াশাউ। ইন্নাহু হুয়াল আলীমুল হাকীম।

বন্দী মুক্তির তদবীর

কোন লোক নির্দোষ অবস্থায় অন্যায়ভাবে জেলে বন্দী হইলে, নিম্নের দোয়া প্রত্যহ এক হাজার বার পড়িবে, আল্লাহর রহমতে মুক্তি পাইবে। দোয়াটি এইঃ

يَاغَيَّاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِىْ وَيَا نَاصِرَ الْمَظْلُوْمِيْنَ اُنْصُرْنِىْ بِفَضْلِكَ

উচ্চারণঃ ইয়া গিয়াছাল মুছতাগীছীনা আগেছনী, ওয়াইয়া নাছেরাল মাজলুমীনা উনছুরনী বিফাদ্বলিকা।

কয়েদ খালাসীর তদবীর

কয়েদ খালাসীর জন্য পাক পবিত্রতার সহিত নিম্নের নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া কয়েদীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কয়েদমুক্ত হইবে। ফালানের স্থানে কয়েদীর নাম ও পিতার নাম লিখিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

يادردئيل	١ / ٩	ياجبرئيل
٤٦	يابدوح فلان بن فلان دها شود	٧٣
ياتنكائيل	٢	ياميكائيل
	٨	

কয়েদ খালাসীর তদবীর

কয়েদ খালাসীর জন্য নিম্নোক্ত নকশা দুইটি জোয়ার-ভাটার নদীতে কাগজে লিখিয়া নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপ করিবার সময় বলিবে।

يا اصحاب الكهف فلان شخص ازقيد خلاص شد-

উচ্চারণঃ ইয়া আছহাবুল কাহাফ ফলান শখ্ছ আয কয়েদ খালাছ শোদ্। তাবিজ লিখার প্রথম দিনে আছহাবে কাহাফের নামে ফাতেহা দিবে এবং মানত করিবে যে, কয়েদ হইতে মুক্ত হইলে পুনঃ ফাতেহা দিব। এই নিয়মে সাত দিবস পর্যন্ত নকশা লিখিয়া নদীর পানিতে নিক্ষেপ করিবে। নকশার উপরে ফালানের স্থানে কয়েদীর নাম লিখিবে। নকশা দুইটি এইঃ

فلان قيدى اذقيد خلاص شد

٧٨٦

١٦١	١٥٥	١٦٣
١٦٢	١٦٠	١٥٧
١٥٦	١٦٤	١٥٩

٧٨٦

١١٩	١٢٢	١٢٦	١١٢
١٢٥	١١٣	١١٨	١٢٣
١١٤	١٢٨	١٢٠	١١٧
١٢١	١١٦	١١٥	١٢٧

কয়েদ খালাসীর অন্য তদবীর

কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কয়েদ হইলে, সে ব্যক্তি চল্লিশদিন পর্যন্ত একাধারে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া উহা সম্মুখে রাখিয়া দেখিতে থাকিবে আর একচল্লিশবার সূরায় নছর (ইযা যা আ) পাঠ করিবে। নকশাটি এইঃ

৭৮৬

٢٢٨٩	٥١٨	١٦٧٩	١٦٣٨
واستغفره انه كان توابا	افوجا فسبح بحمد ربك	ورايت الناس يدخلون فى دين الله	إذاجاء نصر الله والفتح
١٦٨٠	١٦٣٧	٢٢٩	٥١٧
١٦٣٦	١٦٧٧	٥٣٠	٢٢٩١
٥١٩	٢٢٩٢	١٦٢٥	١٦٧٨

কয়েদ খালাসীর তদবীর

বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রিতে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া কয়েদীর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবে। আর একটি নকশা লিখিয়া উহার দিকে তাকাইয়া নকশার ভিতরের দোয়াটি একহাজার বার পড়িবে ও একশতবার যে কোন দুরূদ শরীফ পড়িবে। আল্লাহর রহমতে কয়েদ মুক্ত হইবে।

নকশার ভিতরের দোয়ার উচ্চারণ ঃ আমানতু বিল্লাহিল আলিয়্যিলআযীম, ওয়া তাওয়াক্‌কা লতু আলাল হাইয়্যিল ক্বাইয়ুম। নকশাটি এইঃ

৭৮৬

٢٣٦	٩٧٢	١١٩٢	٥٥٩
الحى	وتوكذت	العلى	امنت
اقيوم	على	العظيم	بالله
١٩٣	٥٥٨	٢٣٧	٩٧٣
٥٥٧	١١٩٢	٩٧٠	٣٣٨
٩٧١	٢٣٩	٥٥٩	١١٩١

বিচারক সদয় ও বিপদ হইতে রক্ষার তদবীর

যদি কোন লোক সুরায় আলাক علق তিনবার পাঠ করিয়া বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে তাহার উপর সদয় হইবে এবং এই সূরার নকশা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٥٦٣٥	٥٦٣٨	٥٦٤١	٥٦٢٧
٥٦٤.	٥٦٣٨	٥٦٣٦	٥٦٤٩
٥٦٢٩	٥٦٤٣	٥٦٢٦	٥٦٢٦
٥٦٣٧	٥٦٢٣	٥٦٣.	٥٦٤٢

হাকিমকে বাধ্য কারার অন্য তদবীর

নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া হাতে বাঁধিয়া হাকিমের সম্মুখে গেলে, হাকিম মেহেরবান হইবে। এবং নকশার নীচে প্রথম ফালান এবনে ফালানের স্থানে হাকিমের নাম ও তাহার পিতার নাম আর শেষের ফালান স্থানে যে তাবিজ বাঁধিবে তাহার নাম লিখিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

ط٩	٧ٚ٧	ه ٥	ح٣	١٩
ه ٥	ح ٣	١٩	ط ٩	٧ٚ٧
١٩	ط ٩	٧ٚ٧	ه ٥	ح ٣
٧ٚ٧	ه٥	ح٣	١٩	ط ٩
ح ٣	١٩	ط ٩	٧ٚ٧	ه ٥

بحق باظهر احب قلب فلان بن فلان الى فلان

হাকিম মেহেরবান হওয়ার তদবীর

নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া হাতে বাঁধিয়া হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, হাকিম মেহেরবান হইবে। নকশাটি এইঃ-

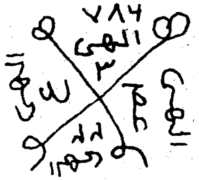

হাকিম রাজী হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া টুপির ভিতরে বাঁধিয়া হাকিমের নিকট হাজির হইলে, সে রাজী হইয়া সদয় হইবে। নকশাটি এইঃ

١١ ع ١١ ١١ ٦١ ٨٨١ ١١ ١١ ١ ١١ ٢٩

الحب فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

বিচারক মেহেরবান হওয়ার তদবীর

নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে মেহেরবান হইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٢	٧	٦
٩	٨	١
٤	٣	٨

বিচারক মেহেরবান হওয়ার তদবীর

নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে মেহেরবান হইবে। নকশাটি এই

ھ ١١٩ء ١١دو ھ ٩٢ ١١

اهليح اهليح اهليح

চাকুরী চলিয়া গেলে তাহা পাইবার তদবীর

যদি কাহারও চাকুরী চলিয়া যায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে চাকুরীতে পনর্বহাল হইবে। নকশাটি এইঃ

৭৮৬

٢٣	٢٦	٢٩	١٦
٢٨	١٧	٢٢	٢٧
١٨	٣١	٢٤	٢١
٢٥	٢	١٩	٧.

হাকিমকে বাধ্য করার মোবারক তদবীর

হাকিমকে বাধ্য করার জন্য বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রিতে এশার নামাজ আদায়ের পরে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, হাকিম তাহার বাধ্য হইয়া যাইবে। আয়াতগুলি এইঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ- وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ- وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ- اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُالْعٰمِلِيْنَ-

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ط اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

জালেম হইতে রক্ষা পাইবার তদবীর

যদি কোন লোকের জালেমের অত্যাচারের ভয় থাকে, তবে সে লোক একশত বার ত্বোয়ে ط অক্ষর পাঠ করিয়া অত্যাচারীর বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া ফুক দিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে জালেমের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে।

অত্যাচারীকে দমন করার তদবীর

অত্যাচারী শত্রুকে দমন-করার জন্য আখরুটের পাতার মধ্যে 'ক্বাফ' ق অক্ষরটি এক শতবার লিখিয়া অত্যাচারী শত্রুর ঘরে দাফন করিলে শত্রু দমন হইয়া যাইবে।

অত্যাচারী শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদবীর

ق 'ক্বাফ' অক্ষরটি বাইশবার কাগজের উপর লিখিয়া উহার নীচে অত্যাচারী শত্রুর নাম লিখিয়া কোন ভারী পাথরের নীচে চাঁপা দিয়া রাখিলে, আল্লাহর রহমতে শত্রুর মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে।

শত্রুকে নত রাখার তদবীর

শত্রুকে নত করার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে আল্লাহর রহমতে শত্রু নত হইয়া থাকিবে এবং মানুষের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٢٣	٢٦	٢٩	١٦
٢٨	١٧	٢٢	٢٧
١.	٣١	٢٤	٢١
٢٥	٢.	١٩	٣.

শত্রুকে দমন করার তদবীর

শত্রুকে দমন করার জন্য নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রু দমন হইয়া যাইবে। নকশার নীচে শত্রুর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

١٨	٢١	٢٤	١١
١٣	١٢	١٧	٢٢
١٣	٢٦	١٩	١٦
٢٠	١٥	١٤	٢٥

فلان بن فلان

শত্রুকে দমন করার অন্য তদবীর

শত্রুকে দমন করার জন্য নিম্নের নকশাটি নিম পাতার উপর লিখিয়া মুখে দিয়া চাবাইয়া শত্রুর চলাচলের রাস্তায় ফেলিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রু দমন হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

١٠	٥	[illegible]	١٥
٣	١٦	٩	٦
٣٠	٢	٧	١٢
٨	١١	٤	١

ـلان بين فلان

দুই লোকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির তদবীর

দুই জন লোকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি মঙ্গলবার

অথবা শনিবারে কাগজে লিখিয়া উহা মোড়াইয়া একটি পুরাতন কবরে দাফন করিয়া রাখিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

والقينا	بينهم	العداوة	والبغضاء
بينهم	العداوة	والبغضاء	الى
العداوة	والبغضاء	الى	يوم
والبغضاء	الى	يوم	القيمة

فلان بين فلان

শত্রু দমন করার তদবীর

শত্রুকে দমন করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া শত্রুর ঘরে দাফন করিবে। এবং নীচে শত্রুর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিবে। নকশাটি এইঃ

١١ ١١ ١١ ١١٣ و١٧٤ ١١

على بغض فلان بن فلان

শত্রু দমন করার অন্য তদবীর

শত্রুকে দমন করার নিয়তে নিম্নোক্ত নকশাটি হারিনের চামড়ার উপর লিখিয়া শত্রুর ঘরে রাখিয়া দিবে। ইহাতে শত্রু দমন হইবে। নকশাটি এইঃ

وه مرصى وصى مصوصى محوراتها

سم١ا ط او ١١ ١٣٥٧٥و جمع ١١٩٧١.. ١١ ١١٢

শত্রু দমনের অন্য তদবীর

যদি কাহারও উপর শত্রুর জুলুম অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া যায়, তবে সেই শত্রুকে দমন করার জন্য সূরায় ফোরকান কাগজে লিখিয়া কবজ

বানাইয়া নিজের সঙ্গে রাখিবে। আর এই সূরার নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া শরীরে ব্যবহার করিলে শত্রু ধ্বংশ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٥٢٣٩٣	٥٢٣٩٦	٥٢٤٠٠	٥٢٣٨٦
٥٢٣٩٩	٥٢٣٨٧	٥٢٣٩٢	٥٢٣٩٧
٥٢٣٨٨	٥٢٤٠٢	٥٢٣٩٤	٥٢٣٩١
٥٢٣٩٥	٥٢٣٩٠	٥٢٣٨٩	٥٢٤٠١

শত্রুকে ধ্বংশ করার তদবীর

যদি কাহারও উপর শত্রু ক্ষতি করার জন্য সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন সূরায় আম্বিয়ার নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরের সঙ্গে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে ইহাতে শত্রু ধ্বংশের মুখে পতিত হইয়া শেষ হইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

٩٥٥٥٦	٩٥٥٥٩	٩٥٥٦٢	٩٥٥٤٨
٩٥٥٦١	٩٥٥٤٩	٩٥٥٥٥	٩٥٥٦٠
٩٥٥٥٠	٩٥٥٦٤	٩٥٥٥٧	٩٥٥٥٤
٩٥٥٥٨	٩٥٥٥٣	٩٥٥٥١	٩٥٥٦٣

শত্রুকে দমন করার অন্য তদবীর

যদি কোন লোক সূরায় যুলযিলাতের নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখে, তবে তাহার শত্রু ধ্বংশ হইয়া যাইবে। আর উহা পানি দ্বারা ধুইয়া সেই পানি দিয়া তিনবার মুখমন্ডল ধুইয়া ফেলিলে সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্তি পাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٤٩٩١	٤٩٩٤	٤٩٩٧	٤٩٨٤
٤٩٩٦	٤٩٨٥	٤٩٩٠	٤٩٩٥
٤٩٨٦	٤٩٩٩	٤٩٩٢	٤٩٨٩
٤٩٩٣	٤٩٨٨	٤٩٨٧	٤٩٩٨

শত্রুকে দমন করার অন্য তদবীর

যদি কোন লোকে শত্রুর অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া যায়, তবে সে ব্যক্তি নিম্নোক্ত সূরায় মাউনের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে শত্রু দমন হইয়া যাইবে। আর এই সূরা এক চল্লিশবার পাঠ করিলে তাহার সন্তান সন্ততিগণ ক্ষুধার জ্বালা হইতে রক্ষা পাইবে।

নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٢٣١٣	٢٣١٦	٢٣١٩	٢٣٠٥
٢٣١٨	٢٣٠٦	٢٣١٢	٢٣١٧
٢٣٠٧	٢٣٢١	٢٣١٤	٢٣١١
٢٣١٥	٢٣١٠	٢٣٠٨	٢٣٢٠

শত্রু ধ্বংসের অন্য তদবীর

যদি কোন লোক নিম্নোক্ত সূরায় কাওছারের একটি নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করে এবং আর একটি নকশা একটি ইটের উপর লিখিয়া কুরায় নিক্ষেপ করে, তবে তাহার শত্রু সমুলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٦٩٨	٧٢	٧٥	٦٩١
٧٤	٦٩٢	٦٩٧	٧٣
٦٩٣	٧٧	٧٠	٦٩٦
٧١	٦٩٥	٦٩٤	٧٦

শত্রু হালাক হওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি সূরায় তাববাত ইয়াদার নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া নিজের সঙ্গে রাখে, তবে শত্রু হালাক হইয়া যাইবে। এবং শত্রু ধ্বংশের নিয়তে প্রত্যহ সাতবার এই সূরা পাঠ করিলে তাহার শত্রু ধ্বংশ হইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٤٢٥٦	١٤٥٩	١٤٦٢	١٤٤٩
١٤٦١	١٤٥٠	١٤٥٥	١٤٦٠
١٤٥١	١٤٦٤	١٤٥٧	١٤٥٤
١٤٥٨	١٤٥٣	١٤٥٢	١٤٦٣

শত্রুর উপর জয়ী ও হাকিমকে বাধ্য করার তদবীর

নিম্নোক্ত সূরায় নছরের নকশাটি মেশক জাফরানের কালি দ্বারা লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে, শত্রুর উপর জয়ী হইবে এবং হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইলে হাকিম সদয় হইবে ও ইজ্জত করিবে। নকশা এইঃ

৭৮৬

خلون	يد	الناس	ورايت	الفتح	و	الله	نصر	جاء	اذا
فى دين	خلون	يد	الناس	ورايت	الفتح	و	الله	نصر	جاء
الله	فى دين	خلون	يد	الناس	ورايت	والفتح	و	الله	نصر
افواجا	الله	فى دين	خلون	يد	الناس	ورايت	الفتح	و	الله
فسبح	افواجا	الله	فى دين	خلون	يد	الناس	ورايت	الفتح	و
بحمد	فسبح	افواجا	الله	فى دين	خلون	يد	الناس	ورايت	الفتح
ربك	بحمد	فسبح	افواجا	الله	فى دين	خلون	يد	الناس	ورايت
واستغفره	ربك	بحمد	فسبح	افواجا	الله	فى دين	خلون	يد	الناس
انه كان	واستغفره	ربك	بحمد	فسبح	افواجا	الله	فى دين	خلون	يد
توبا	انه كان	واتغفره	ربك	بحمد	فسبح	افواجا	الله	فى دين	خلون

শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদবীর

শত্রুর মুখ বন্ধ করার জন্য নিম্নোক্ত সূরায় শোয়ারার নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া নিজের বাহুতে বাঁধিবে। আর পোনার দিন পর্যন্ত সূরায় শোয়ারা পাঠ করিবে। ইহাতে শত্রুর মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

৭৮৬

١٩٣٤	١٩٣٧	١٩٤٠	١٩٢٧
١٩٣٩	١٩٢٨	١٩٣٣	١٩٣٨
١٩٢٩	١٩٤٢	١٩٣٥	١٩٣١
١٩٣٦	١٩٣١	١٩٣٠	١٩٤١

শত্রুর আক্রমন হইতে রক্ষার তদবীর

যদি কোন লোক নিম্নোক্ত সূরায় মুনাফিকুন এর নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখে, আর উক্ত সূরা একশত আটবার পাঠ

করিলে, আল্লাহর রমতে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে এবং সকল প্রকার বিপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

١٣٣١٣	١٣٣١٧	١٣٣٢٠	١٣٣٠٦
١٣٣١٩	١٣٣٠٧	١٣٣١٢	١٣٣١٨
١٣٣٠٨	١٣٣٢٢	١٣٣١٥	١٣٣١١
١٣٣١٦	١٣٣١٠	١٣٣٠٩	١٣٣٢١

শত্রুর জবান বন্ধ করার তদবীর

শত্রুর জবান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সূরায় রুমের নকশা কাগজে লিখিয়া একটি শিশির ভিতর ভরিয়া উহার মুখ মোম দ্বারা ভাল ভাবে বন্ধ করিবে আর সাতবার সূরায় রুম পাঠ করিয়া উহার উপর দম করিবে। তারপর ইহা যে ঘরে রাখিবে সেই ঘরে শত্রু কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবেনা। শত্রুর শত্রুতা ও জবান বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٦٧٤٨٩٤	٦٧٤٨٩٧	٦٧٤٩٠٠	٦٧٤٨٨٦
٦٧٤٨٩٩	٦٧٤٨٨٧	٦٧٤٨٩٣	٦٧٤٨٩٨
٦٧٤٨٨٨	٦٧٤٩٠٢	٦٧٤٨٩٥	٦٧٤٨٩٢
٦٧٤٨٩٦	٦٧٤٨٩١	٦٧٤٨٨٩	٦٧٤٩٠١

শত্রুর শত্রুতা বন্ধের তদবীর

নিম্নোক্ত সূরায় তাহরীমের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লার রহমতে শত্রু শত্রুতা করিতে পারিবে না। আর সূরায় তাহরীম একুশবার পাঠ করিলে, শত্রু তাহার বন্ধু হইয়া যাইবে এবং কর্জ থাকিলে উহা শোধ করিবার উপায় হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٢٤٥٢٢	٢٤٥٦٦	٢٤٥٢٩	٢٤٥١٥
٢٤٥٢٨	٢٤٥١٦	٢٤٥٢١	٢٤٥٢٧
٢٤٥١٧	٢٤٥٣١	٢٤٥٢٤	٢٤٥٢٠
٢٤٥٢٥	٢٤٥١٩	٢٤٥١٨	٢٤٥٣٠

শত্রুর জবান বন্দীর তদবীর

শত্রুর জবান বন্দী করার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া জোয়ার ভাটার নদীতে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রুর জবান বন্দ হইয়া যাইবে, সে আর শত্রুতা করিবেনা। নকশার নীচে শত্রুর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিবে। নকশাই এইঃ

دولاءاوالاعـــه
٩٩٩١عــه عـه الاواله٩
بـــستم زبـان فــلان بــن فلان

শত্রুর জবান বন্দীর অন্য তদবীর

শত্রুর জবান বন্দীর জন্য নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মোমজমা করিয়া পানির ঘটনার নীচে রাখিয়া দিবে। শত্রুর শত্রুতা ও জবান বন্দী হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

١٧	٢١	٢٤	١٠
٢٣	١١	١٦	٢٢
١٢	٠	١٩	١ع
٢٠	١٤	١٣	٢ع

শত্রুর নিদ্রা বন্দ করার অন্য তদবীর

শত্রুর নিদ্রা বন্দ করার জন্য নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া অন্ধকার ঘরে দাফন করিয়া রাখিবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

١٦	١١	١٨
١٧	١٥	١٣
١٢	١٩	١٤

শত্রুর নিদ্রা বন্ধের অন্য তদবীর

নিম্নের নকশাটি শত্রুর নিদ্রা বন্ধ করার জন্য কাগজে লিখিয়া উহার নীচে শত্রুর নাম লিখিয়া ভারী পাথরের নীচে চাঁপা দিয়া রাখিবে। নকশা এইঃ

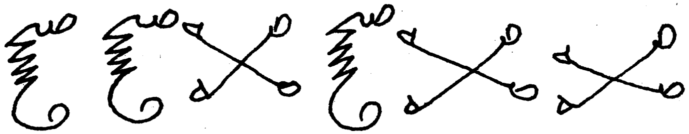

এই খানে শত্রুর নাম লিখিবে

যুদ্ধে জয়ী হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত সূরায় মুযাদিলার নকশা লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া কোন যুদ্ধে শত্রুর মোকাবিলা করিলে উহাতে জয়ী হইবে। আর এই সূরা তিনবার পাঠ করিলে শত্রু পরাজয়বরণ করিবে। নকশাটি এই

٧٨٦

٣٣٥٥٩	٣٣٥٦٢	٣٣٥٦٥	٣٣٥٥١
٣٣٥٦٤	٣٣٥٥٢	٣٣٥٥٨	٣٣٥٦٣
٣٣٥٥٣	٣٣٥٦٧	٣٣٥٦٠	٣٣٥٥٧
٣٣٥٦١	٣٣٥٥٦	٣٣٥٥٤	٣٣٥٦٦

যুদ্ধে আহত না হওয়ার তদবীর

নিম্নের নকশাটি লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলে, সে জখমী বা আহত হইবে না।

নকশাটি এইঃ

يا الله ونزلنا الحديد فيه باس شديد يارحمن

٨٦٢	٧٦٥	٨٦٨	٨٥٤
٨٦٧	٨٥٥	٨٦١	٨٦٦
٨٥٦	٨٧٠	٨٦٣	٨٦٠
٨٦٤	٨٥٩	٨٥٧	٨٦٩

ومنافع للناس ويعلم الله = ياكريم من ينصره ورسوله
بالغيب = يارحيم ان الله قوى عزيز-

বিভেদ সৃষ্টির তদবীর

দুইজন লোকের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য পার্শের নকশাটি কাগজে লিখিয়া পুরাতন কবরে দাফন করিয়া রাখিবে। নকশাটিই এইঃ

٧٨٦

انت الذى	الشديد	ذالبطش	ياقاهر
لايطاق	انتا الذى	الشديد	ذالبطش
انتقامه	لايطاق	انت الذى	الشديد
ياقاهر	انتقامه	لايطاق	انت الذى

শত্রুর শত্রুতা হইতে রক্ষার তদবীর

পার্শের নকশাটি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে শত্রুর শত্রুতা হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٤٧٢٠٦	٤٧١٢٠	٤٧٣١٣	٤٧٢٩٩
٤٧٢١٢	٤٧٢١٠	٤٧٢٠٥	٤٧٢١١
٤٧٢٠١	٤٧٢١٠	٤٧٢٠٨	٤٧٢٠٤
٤٧٢٠٩	٤٧٢٠٠	٤٧٢٠٢	٤٧٢٦٤

দুই দলের মধ্যে বিরোধ মিটাইবার তদবীর

যদি কখনো দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ লাগে, তখন তিনবার সূরায় মুজাদেলা পাঠ করিলে যুদ্ধ থামিয়া যাইবে এবং তাহাদের বিরোধ মিটিয়া যাইবে। আর এই সূরার নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া সঙ্গে ধারণ করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিলে, শত্রুর আঘাত হইতে নিরাপদে থাকিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٨٥٥٩	٨٥٦٢	٨٥١٥	٨٥٥١
٨٥٦٤	٨٥٥٢	٨٥٥٨	٨٥٦٣
٨٥٥٣	٨٥٦٧	٨٥٦٠	٨٥٥٧
٨٥٦١	٨٥٥٦	٨٥٥٥	٨٥٦٦

শত্রুকে দমন করার তদবীর

নিচের নকশাটি নতুন ইটের মধ্যে লিখিয়া পুরাতন কবরে পুতিয়া রাখিলে শত্রু দমন হইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٩١٩	٩١٢	٩٢١
٩٣٠	٩١٨	٩١٦
٩٢٥	٩٢٤	٩١١

শত্রু দমনের অন্য তদবীর

পার্শের এই নকশাটি লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে শত্রু দমন হইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

١٥٧٥	١٥٧٩	١٥٨٣	١٥٦٨
١٥٨١	١٥٦٩	١٥١٤	١٥٨٠
١٥٧٠	١٥٧٤	١٥٧٧	١٥٧٣
١٥٧٨	١٥٧٢	١٥٧١	١٥٧٣

শত্রু নিপাতের তদবীর

পার্শের এই নকশাটি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে শত্রু নিপাত যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

١٩٥٤	١٩٤٩	١٩٥٦
١٩٥٥	١٩٥٣	١٩٥١
١٩٥٨	١٩٥٧	١٩٥٢

শত্রুর উপর জয়লাভের তদবীর

নিম্নের নকশাটি শনিবার দিন হলুদ কাপড়ে লিখিয়া মাথার টুপীর ভিতরে রাখিয়া ব্যবহার করিলে শত্রুর উপর জয়ী হইবে। নকশাটি এইঃ

را	ص	ن	ء	جا	ا	ذ	ا
دا	هـ ل	و	را	ف	ت	ج	ا
ا	ال	ت	اى	ى	ر	و	ت
ن	ى	ح	ل	و	ف	ى	ا
د	ا	اح	ف	س ب	خ	ب	ت
رن	اف	الا	ت	هـ	ك	ى	ب
س	ن هـ	ب	د	د	م	ح	ب
ف	ع	س	ا هـ	ن	هـ	ت	ا

শত্রুর উপর বিজয়ের তদবীর

পার্শের নকশাটি লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে শত্রুর উপর বিজয়ী হইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

١٥٢.	١٥٣٢	١٥٣٧	١٥٣٣
١٥٢٦	١٥٢٤	١٥٢٩	١٥٥٣
١٥٢١	١٥٢١	١٥٢٢	٢٥١٥

শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদবীর

শত্রুর মুখ বন্ধ করার জন্য এই নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে শত্রুর মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٢٠٩	٢٠٤	٢١١
٢١٠	٢٠٨	٢٠٦
٢٠٥	٢١١	٢٠٧

হাকিমকে রাজী করার তদবীর

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত নকশা দুইটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিবে, সে ব্যক্তির উপর হাকিম মেহেরবান ও রাজী হইবে। নকশা দুইটি এইঃ

٧٨٦

ص	م	ل	ا
را	اوص	م	ع ل
دل	اح	ل ص	م
ل م	ل	انه	محص

ص	د	ل	ا
م	ا	ص	م
ا	ل	م	ص
م	ص	ا	ل

জালেমের জুলুম হইতে রক্ষার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে জালেমের জুলুম দমন হইয়া যাইবে এবং চিন্তা দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٩٠٠٠٤	٩٠٠٠٧	٩٠٠٦١	٩٠٠٤٧
٩٠٠٦٠	٩٠٠٤٨	٩٠٠٠٣	٩٠٠٠٢
٩٠٠٤٩	٩٠٠٨٣	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٢
٩٠٠٠٦	٩٠٠٠١	٩٠٠٠٠	٩٠٠٩٢

শত্রু পরাজিত হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে, শত্রু পরাজিত হইবে ও নত থাকিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٦٧٤٩٩	٦٧٤٨٧	٦٧٤٦٣	٦٧٤٩٨
٦٧٤٩٤	٦٧٤٩٨	٦٧٥	٦٧٤٧٦
٦٧٤٨٨	٦٧٤٠٣	٦٧٤٦٥	٦٧٦٩٢
٦٧٣١٢	٦٧٤٩١	٦٧٤٨٩	٦٧٥٠٠

অত্যাচারী হাকিমের অত্যাচার হইতে রক্ষার তদবীর

নিম্নের নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে, অত্যাচারী হাকিমের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٦٤١١٤	٦٧١٠٩	٦٧١١٦
٦٧١١٥	٦٧١١٣	٦٧١١٢
٦٧١١٠	٦٧١١٧	٦٧١١٢

শত্রু মিত্র হইবার তদবীর

যদি নিম্নের নকশা লিখিয়া কবজ করিয়া সঙ্গে ব্যবহার করে, তবে তাহার শত্রু মিত্র হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ

দুশমন দমনের দতবীর

দুশমন দমনের জন্য নিম্নের নকশাটি একটি মোরগের ডিমের দুই দিকে দুইটি নকশা লিখিয়া মাটির মধ্যে গাড়িয়া রাখিবে। এবং দুশমনের নামও নকশার নীচে লিখিবে। নকশা এইঃ

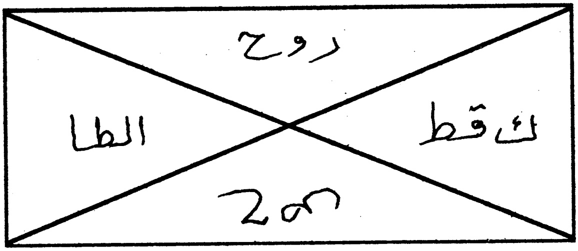

শত্রুর ভয় দূর হওয়ার তদবীর

শত্রুর ভয় অন্তর হইতে দূর করার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া সকাল ও সন্ধায় ইহার প্রতি নজর করিলে শত্রুর ভয় অন্তর হইতে দূর হইবে। এই তদবীর বিশেষ ফলদায়ক ও পরীক্ষিত। নকশাটি এইঃ

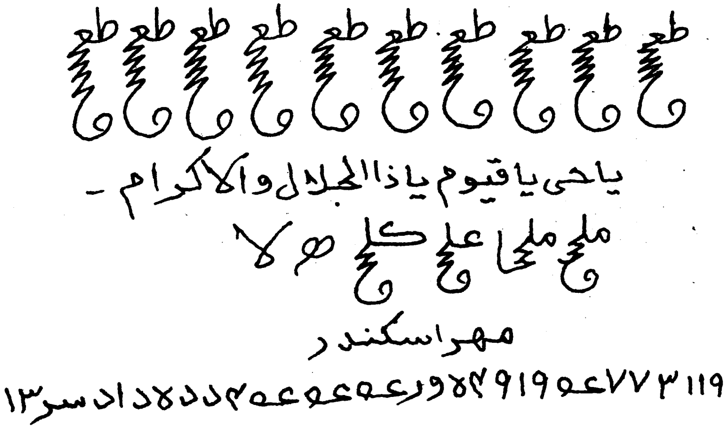

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাবতীয় বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পাওয়া এবং উদ্দেশ্য সফল হওয়ার তদবীর

যদি কোন লোক এমন ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হয়, যেখানে ভয়ভীতি এমনকি জীবনের উপর ভয়ের সম্ভাবনা আছে, তবে সে ব্যক্তি আয়াতল কুরছি ও ছুরায়ে এখলাছ ছুরায়ে ফালাক ও ছুরায়ে নাছ পাঠ করিয়া শরীরের উপর দম করিবে। এবং নিম্নোক্ত আয়াতে হেফজগুলি পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে ভয় দূর হইয়া যাইবে এবং পূর্ণ হেফাজতে থাকিবে। আয়াতগুলি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - فَا اللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًاوَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ - وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ - وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً وَّاِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ - وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ - وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَظِيْمِ - وَحِفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيْمِ - وَاِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّ لَهٗ لَحَافِظُوْنَ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْا لَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ - اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ وَاَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ - وَاِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ -

ভয় ও হেফাজতের জন্য আমল

যদি কোন ভয়জনক স্থানে থাকে, তবে কয়েকজন লোক একত্রিত হইয়া একে অপরের পিঠের সাথে মিশিয়া বসিবে। তাহার পর বসা স্থানের

চতুর্দিকে গোলাকার একটি রেখা টানিবে। তাহার পরে উহাদের মধ্যে হইতে একজন লোক আয়াতুল কুরছি -সাত বার পাঠ করিয়া উপরোক্ত আয়াতে হেফজগুলি পাঠ করিবে, ইহার পরে তিনবার 'ইয়াহাফীজ' পাঠ করিবে।

তারপর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিবে। অন্য লোকজন চুপ করিয়া থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ভয় দূর করিয়া নাজাত দান করিবেন আয়াত এই—

يَاحَافِظُ اِحْفَظْنَا - اَللّٰهُمَّ اخْرِجْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِىْ لَاتَنَامُ

وَاَبْقِنَا بِكَنَفِكَ الَّذِىْ يَا اَللّٰهُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

ভয় ভীতি দূর করার আমল

যদি কোন সময় কোন লোকের শত্রুর ভয় কিংবা জ্বিন–পরী, হিংস্র জন্তু বা সাপ বিচ্ছুর ভয় হয় তবে এশার নামাঝ আদায় করিবার পরে সাতবার আয়াতুল কুরছি পাঠ করিয়া উভয় হাতের মধ্যে ফুঁক দিয়া সন্দ করিয়া তিনবার হাতে তালি দিবে। আল্লাহর রহমতে মাহফুজ থাকিবে।

ভয় ও মুছিবত দূর হইবার আমল

যদি কোন লোকের ভয় জনক অবস্থা উপস্থিত হয় কিংবা কোন মুছিবত উপস্থিত হয়, তবে নিম্নোক্ত হেছারটি তিনবার পাঠ করিয়া উভয় হাতে দম করিয়া হাত দ্বারা সমস্ত শরীর মুছিয়া ফেলিবে। হেছারটি এই—

يَاحَلِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَاحَافِظُ يَاحَفِيْظُ يَا نَصِيْرُ يَا نَاصِرُ

يَارَقِيْبُ يَاوَكِيْلُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓعٓسٓقٓ

حرز كردمخود را لا اله الله حصا ركردم خود را مُحَمَّدٌ

رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

যে কোন ভয় ও মুছিবত হইতে নাজাতের আমল

কোন প্রকার ভয় বা মুছিবত উপস্থিত হইলে নিম্নোক্ত হেছারটি পাঠ করিয়া কিছু কালজিরার উপর ফুঁক দিয়া উহার ধূঁয়া লইবে। তাহার পর প্রত্যহ সাতবার পাঠ করিয়া উভয় হাতের মধ্যে ফুঁক দিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা সমস্ত মুখমন্ডল মুছিয়া ফেলিবে। আল্লাহর রহমতে ভয় ও মুছিবত দূর হইয়া যাইবে। হেছারটি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الْاَمَانُ يَاحَنَّانُ اَلْاَمَانَ اَلْاَمَانَ يَا مَنَّانُ اَلْاَمَانَ يَا دَيَّانُ اَلْاَمَانَ الْاَمَانَ يَاسُبْحَانُ اَلْاَمَانَ الْاَمَانَ مِنْ فِتْنَةِ الزَّمَانِ وَجَفَاءِ الْاِخْوَانِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَظُلْمِ السُّلْطَانِ - بِفَضْلِكَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। বিছমিল্লাহির আমানু, ইয়াহান্নানু আল আমানাল আমানা, ইয়া মান্নানু, আল আমানা, ইয়া দাইয়ানুল আমানাল আমানা, ইয়া ছুবহানু আমানাল আমানা, মিন ফিতনাতিজ জামানি ওয়া জাফাইল ইখওয়ানি, ওয়া শাররিশ শাইত্বানি, ওয়া জুলমিছ্ ছুলত্বানি, বিফাদ্বলিকা ইয়া রাহীমু ইয়া রাহমানু ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরামি। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালক্বিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাইন, বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

যাবতীয় বিপদ আপদ হইতে মুক্তির আমল

যদি কোন প্রকার বালা মুছিবত বা বিপদ আপদ উপস্থিত হয়, তবে নিজের হেছারছি রাত্রি বেলা নিদ্রা যাইবার সময় তিনবার পাঠ করিয়া শরীরের উপর দম করিবে। আল্লাহর রহমতে সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে। হেছারটি এইঃ–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حِجَابٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَ كُلِّ مُكْرِهٍ مَا كَرِهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - حِجَابٌ بَيْنَ وَبَيْنِيْ كُلِّ بَلَاءٍ وَّاٰفَةٍ وَّفِتْنَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হিযাবুন বাইনী ওয়া বাইনা কুল্লি মুকরিছিন মাকারাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হিযারুন বাইনা ওয়া বাইনী কুল্লি বালাইন ওয়া আফাতিন, বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

ভয়ভীতি হইতে নাজাতের জন্য ছালাতুল এছমাতের আমল

যদি কোন স্থানে ভয়ভিতি থাকে বা উপস্থিত হয় অথবা বালা মুছিবত উপস্থিত হয়, তবে ছালাতুল এছমাত আদায় করিবে। আল্লাহর রমতে দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় বিপদাপদ ও বালা মুছিবত হইতে রক্ষা পাইবে ও নিরাপদে থাকিবে। ছালাতুল এছমাত আদায় করিবার নিয়ম এই যে, দুই রাকয়াতের নিয়ত করিবে তারপর প্রথম রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পর ছুরায় ইয়াদীন এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরায় মুলক পাঠ করিবে। আর যদি উক্ত ছুরাদ্বয় মুখস্ত না থাকে তবে উভয় রাকয়াতে ফাতেহার পরে তিনবার করিয়া ছুরায় এখলাছ পাঠ করিবে। নামাজের পরে স্বীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোনাজাত করিবে। নামাজের নিয়াত এইঃ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِصْمَةِ خَالِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল ইছমাতি খালিছান লিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাঅ'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার।

বিপদাপদ হইতে রক্ষার জন্য ছালাতি ছেহ্হাতিন্নাফছের আমলসমুহ

বিপদাপদ হইতে মুক্তির জন্য এবং স্থান ঠিক থাকার জন্য নিম্ন নিয়মে দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিবে। ইহা সর্বদা আদায় করিলে যাবতীয় বালা মুছিবত দুর হইয়া যাইবে এমনকি কখনো বালা মুছিবতে আক্রান্ত হইবে না। নামাজের নিয়ম এইঃ–

চাশত নামাজর ওয়াক্তে দুই রাকয়াত ছালাতুল ছেহ্হাতিন্নাফছের নিয়ত করিবে। প্রথম রাকয়াতে ছুরায় ফাতেহার পরে আয়াতুল কুরছি ও সুরায় ওয়াশ্‌শামছি ও পাঁচবার ছুরায় এখলাছ পড়িবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরায় ফাতিহার পরে আয়াতুল কুরছি একবার এবং ছুরায়ে ওয়াদ্দোহা পাঁচবার পাঠ করিবে। নামাজান্তে নিম্নের দোয়া পাঠ করিয়া মোনাজাত করিবে। দোয়া এই—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

উচ্চারণঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আছয়ালুকাল আ'ফওয়া ওয়াল আ'ফিয়াতা ফীদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি।

নামাজের নিয়াতঃ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ صِحَّةِ النَّفْسِ خَالِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

বাংলা উচ্চারণঃ— নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতি ছেহ্হাতিন্নাফছি খালিছান লিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাঅ'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার।

যাবতীয় বিপদ হইতে মুক্তির তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে সর্ব প্রকার বালা মুছিবত হইতে হেফাজতে থাকিবে। মাল আছবারের ভিতরে রাখিলে উহা চুরি হইবেনা, চোর উহা নিয়া যাইতে পারবে না। এবং পোকা মাকরে উহা খাইবেনা। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

يا ناصر — يا حافظ

٨ ٣٤١	١١ ١٤٩	١٤ ١٦٩	٩٨٩
١٣ ١٦٨	٢ ٩٩.	٧ ٣٤.	١٢ ٢٦.
٣ ٩٩١	١٢ ١٧١	٩ ٢٤٧	٦ ٣٣٩
١. ١٤٨	٥ ٣٣٨	٤ ٩٩٢	١٥ ١٧.

যাবতীয় বিপদ ও ছফরে নিরাপদে থাকার জন্য আয়াতুল কুরছীর নকশা

নিম্নোক্ত আয়াতুল কুরছীর নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে যাবতীয় বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবে। এবং ছফরে যাবতীয় বিপদ ও দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইবে এবং ছহিছালামতে বাড়ীতে ফিরিবে।

নকশা এইঃ—

يعلم ما بين ايديهم	الاباذنه	من ذالذى يشفع عنده	وما فى الارض	له مافى السموت	لاتأخذه سنة ولانوم	الحى القيوم	الله لا اله الا هو
وما خلفهم	يعلم مابين ايديهم	الاباذنه	من ذالذى يشفع عنده	وما فى الارض	له مافى السموت	لاتأخذه سنة ولانوم	الحى القيوم
ولايحيطون بشئ من علمه	وما خلفهم	يعلم مابين ايديهم	الاباذنه	من ذالذى يشفع عنده	ومافى الارض	له ما فى السموت	لاتأخذه سنة و لانوم
الابما شاء وسع كدسيه	ولايحيطون بشى من علمه	وما خلفهم	يعلم مابين ايديهم	الاباذنه	من ذالذى يشفع عنده	وما فى الارض	له ما فى السموت
السموات والادض	الابماشاء وسع كرسيه	ولايحيطون بشئ من علمه	وما خلفهم	يعلم ما بين ايديهم	الاباذنه	من ذالذى يشفع عنده	ومافى الارض
ولايوده حفظهما	السموات والارض	الابما شاء وسع كرسيه	ولايحيطون بشئ من علمه	و ماخلفهم	يعلم ما بين ايديهم	الاباذنه	من ذالذى يشفع عنده
وهو	ولايؤده حفظهما	السموت والارض	الابماشاء وسع كز سيه	ولايحيطون بشئ من علمه	وماخلفهم	يعلم ما بين ايديهم	الاباذنه
العلي العظيم		ولايؤده حفظهما	السموت والارض	الابما شاء وسع كرسيه	ولايحيطون بشئ من علمه		يعلم ما بين ايديهم

বিপদ মুক্তির জন্য সূরায় কাহাফের নকশা

যদি কোন ব্যক্তি সূরায় কাহাফের নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করে, তবে সেব্যক্তি যাবতীয় বিপদাপদ ও মুছিবত হইতে রক্ষা পাইবে এবং যে ব্যক্তি এই সূরা এক শুক্রবার হইতে অন্য শুক্রবার পর্যন্ত পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতে সকল প্রকার ভয়ভিতি ও বিপদ হইতে মুক্ত থাকিবে। এবং কর্জ থাকিলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٢٦٣٢٩	١٢٦٣٣٢	١٢٦٣٣٥	١٢٦٣٢١
١٢٦٣٣٤	١٢٦٣٢٢	١٢٦٣٢٨	١٢٦٣٣٣
١٢٦٣٢٣	١٢٦٣٣٧	١٢٦٣٣٠	١٢٦٣٣٧
١٢٦٣٣١	١٢٦٣٢٦	١٢٦٣٢٤	١٢٦٣٣٦

বিপদ ও শত্রুতা হইতে রক্ষা এবং ধন সম্পদ ও মর্যাদা লাভের জন্য সূরায় মরিয়মের নকশা ও আমল

এই সূরার নকশা কোন ব্যক্তি কাগজে লিখিয়া কবজ করিয়া সঙ্গে ধারণ করিলে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে এবং শত্রুর উপর জয়ী হইবে। এই সূরা সাতবার পাঠ করিলে প্রচুর ধন–সম্পদ ও মান সম্মান লাভ করিবে। কাগজে অথবা চিনা বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া পান করিলে মনের দুঃখ দুর্দশা লাঘব হইবে। বাগানের মধ্যে লটকাইয়া রাখিলে প্রচুর পরিমাণে ফল ফলাদি লাভ করিবে।

٧٨٦

الله	رسول	واشهد ان محمد	ان لا اله الا الله	اشهد
٤٦١	٢١٣	٣١١	٦٧	٢٩٧
٣١٢	٦٨	٢٩٨	٣٥٧	٢١٣
٢٩٢	٤٥٨	٢١٤	٣١٣	٦٩
٢١٥	٣١٤	٦٥	٢٩٥	٣٥٩

কঠিন কাজ সহজ ও শোক চিন্তা দূর হওয়ার জন্য কালেমায়ে তাইয়েবার নকশা ও আমল

কালেমায়ে তাইয়েবার নকশা লিখিয়া সঙ্গে ধারণ করিলে এবং ইহা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে পাঠ করিয়া শরীরে ফুঁক দিলে কোনও শোক চিন্তায় আক্রান্ত হইবে না। এবং কোন কঠিন কার্যের সম্মুখিন হইলে উহা অতি সহজ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٦٦ الله	٣٨٦ رسول	٩٢ محمد	٩٨ الا الله	٩٧ لا اله
٩٠	١٠٦	٦٥	٦٣	٢٩٢
٦٣	٦٢	٩٣	٩٨	١٠٣
٣٠٠	٩٢	١٠٢	٦١	٦٠
١٠٠	٥٩	٦٨	٢٩٨	٩٣

বিপদ হইতে রক্ষা, জনপ্রিয়তা লাভ ও বদনজর হইতে রক্ষার জন্য দোয়ায়ে ছায়ফীর নকশা

নিম্নোক্ত দোয়ায়ে ছায়ফীর নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। আর

জনপ্রিয়তা লাভ করিবে এবং বদনজর হইতে মাহফুজ থাকিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٦٣٦٤١	١٦٣٦٤٤	١٦٣٦٤٧	١٦٣٦٣٣
١٦٣٦٤٦	١٦٣٦٣٤	١٦٣٦٤.	١٦٣٦٤٥
١٦٣٦٣٥	١٦٣٦٤٩	١٦٣٦٤٢	١٦٣٦٣٩
١٦٣٦٤٣	١٦٣٦٣٧	١٦٣٦٣٦	١٦٣٦٤٨

বিপদ হইতে নিরাপদে থাকার ও ধনী হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি স্বর্নের পাতে খুদিয়া শরীরে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে অতিসত্ত্বর ধনী হইয়া যাইবে। আর কোন রকম বিপদে পতিত হইবেনা এবং সর্ব প্রকার বিপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে। নকশাটি এই

٧٨٦

٢٥١	١٩٧٢	٢٣١٤	٢٢٨
وهو العزيز الحكيم	له ابكبر ياء فی السموات والارض	رب السموات والارض رب المسلمين	فا الله الحمد
٢٣١٣	٢٢٩	٢٥.	١٩٧٣
٢٣.	٢٣١٦	١٩٧.	٢٣٩
١٩٧١	٢٤٨	٢٣١	٢٣١٥

বিপদ রক্ষা ও আগুন—পানি হইতে রক্ষার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ করিয়া গলায় ধারণ করিলে আল্লাহর রহমতে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে এবং আগুনে পোড়াও পানিতে ডুবা হইতে রক্ষা পাইবে।

নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

١٨	٢١	٢٤	١١
٢٣	١٢	١٧	٢٢
١٣	٢٦	١٩	١٦
٢.	١٥	١٤	٢٥

বিপদাপদ হইতে মাহফুজ থাকার তদবীর

নিম্নের নকশাটি স্বর্ণ অথবা রূপার পাতে খুদিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে সর্ব প্রকার বালা মুছিবত হইতে রক্ষা পাইবে। এবং মালছামানার মধ্যে রাখিলে উহা চুরি হইবে না, চোর উহা নিয়া যাইতে পারিবেনা, আর পোকামাকড়ে ধরিবেনা। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٢٥٨ رحيم	٢٩٢ من رب	١٣٧ قولا	١٣١ سلام
١٣٦	١٣٢	٢٥٧	٢٩٣
١٣٣	١٣٩	٢٩.	٢٥٦
١٩١	٢٥٥	١٣٤	١٣٨

রোগ শেফার তদবীর

নিম্নের দোয়াগুলি পাঠ করিয়া যে কোন রুগ্ন ব্যক্তির শরীরে দম করিলে আল্লাহর রহমতে রোগ হইতে শেফা লাভ করিবে। দোয়া এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِىْ كُلِّ شَانٍ
لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِىْ كُلِّ شَانٍ وَّ زَمَانٍ - لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ يَوْمَ هُوَ

فِىْ شَانٍ - اَلْاَمَانَ اَلْاَمَانَ مِنْ فِتْنَةِ الزَّمَانِ وَمِنْ زَوَالِ الْاِيْمَانِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ الْاِنْسَانِ - يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ بِحَقِّ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ -

উচ্চারণ ঃ— বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ফী কুল্লি শনিন। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ফী কুল্লি শানিওঁ ওয়া যামানিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াওমা হুয়া ফী শানিন। আল আমানা আল আমানা মিন ফিতনাতিয যামানি, ওয়ামিন যাওয়ালিল ঈমানি, ওয়া মিন শাররিশ শাইত্বানি ওয়া শাররিল ইনছানি। ইয়া ক্বাদীমাল ইহ্ছানি বিহাক্কি ইয়া গাফুরু ইয়া গাফুরু ইয়া গফুরু।

উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আমল

যে কোন লোক সৎ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য অধিক পরিমাণে দুরুদ শরীফ পাঠ করিলে তাহার নেক উদ্দেশ্য খুব শিঘ্র সফল হইবে আর সকল প্রকার বিপদাপদ দূর হইয়া যাইবে। এই আমল বহু বুজুর্গানে দ্বীনের পরীক্ষিত।

নেক উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আমল

একা অথবা কয়েকজন বেজোর সংখ্যার লোক একত্রিত হইয়া একই বৈঠকে নিম্নোক্ত দোয়া এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করিয়া উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহর নিকট মোনাজাত করিলে, আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে নেক উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইবে। দোয়া এইঃ-

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ

উচ্চারণঃ— আল্লাহঁ ইউযীবুল মুদ্বতাররা ইজাদাআ'হু ওয়া ইয়াকশিফুছ ছুয়া।

উদ্দেশ্য সফলের জন্য খতমে গাওছিয়ার আমল

যে কোন নেক উদ্দেশ্য ও কঠিন সমস্যার জন্য খতমে গাওছিয়া পাঠকরা অত্যান্ত ফলদায়ক ও উপকারী। ইহা পাঠ করার নিয়ম এইঃ- সর্বাগ্রে দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবে। ইহার প্রতি রাকয়াতে সূরায় ফাতেহার পরে এগারবার সূরায় এখলাছ পড়িবে। ছালাম ফিরাইয়া নিম্নের দুরূদ শরীফ একশত এগারবার পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ -

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন মা'দানিল যুদি ওয়াল কারামি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম।

তারপর একশত বার يَاعَبْدُ الْقَادِرْ جِيْلَانِىْ شَيْأً لِلّٰه ইয়া আবদুল কাদির জীলানী শাইয়ান লিল্লাহ পড়িবে। তারপর উপরের দুরূদ শরীফ একশত এগারবার পড়িয়া খতম শেষ করতঃ কিছু মিষ্টির উপর দম করিয়া পীরানে পীর দস্তেগীরের রুহের উপর হাদিয়ার নিয়াতে মিছকিনকে দান করিবে। আর উদ্দেশ্য বিষয় আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করিবে।

উদ্দেশ্য সফলের জন্য সূরায় এখলাছের নকশা ও আমল

যে কোন উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য নিম্নোক্ত সূরায় এখলাছের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে যে কোন সৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং ভালবাসা সৃষ্টি হইবে। আর এই সূরা এক হাজার বার যে কোন উদ্দেশ্যের জন্য পাঠ করিলে উহা সফল হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٣٣٥	٣٣٠	٣٣٣
٣٣٦	٣٣٤	٢٣٣
٣٣١	٣٣٨	٣٣٣

মকছুদ হাছিলের তদবীর

যে কোন মকছুদ হাছিলের জন্য দুই রাকয়াত হাজাতের নামাজ আদায় করিবে। নিয়াতের মধ্যে ছালাতুল হাজাত বলিতে হইবে এবং উভয় রাকয়াতে সূরায় ফাতেহা সাতবার পাঠ করিবে।

মকছুদ হাছিলের অন্য তদবীর

যে কোন হাজত উপস্থিত হইলে প্রথমে গোছল করিয়া দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবে। তারপর নিম্নের দোয়া পাঠ করিবে। দোয়া এই—

قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا - وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ
الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

মকছুদ হাছিলের জন্য অন্য তদবীর

যে কোন মকছুদ বা উদ্দেশ্য সফলের জন্য নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে নেক উদ্দেশ্য সফল হইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٩٣٦	٣٩١	٣٩٨
٣٩٧	٣٩٥	٣٩٣
٣٩٢	٣٩٩	٣٩٤

নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরের সঙ্গে রাখিলে আল্লাহর রহমতে যে কোন উদ্দেশ্য বা মকছুদ হাছিল হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٣٩	٣٤	٤١
٤٠	٢٨	٣٦
٤٥	٢٣	٢٨

উদ্দেশ্য সফলের জন্য দায়েরাতুল কদর এর তদবীর

নিম্নোক্ত দায়রাটিকে দায়েরাতুল কদর ও মেদতাহুল গায়েব বলা হয়। ইহার নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরের সঙ্গে রাখিলে আল্লাহর রহমতে যে কোন নেক মকছুদ বা উদ্দেশ্য ও মনোবাঞ্ছা পুরা হইবে। দায়রাটি এইঃ-

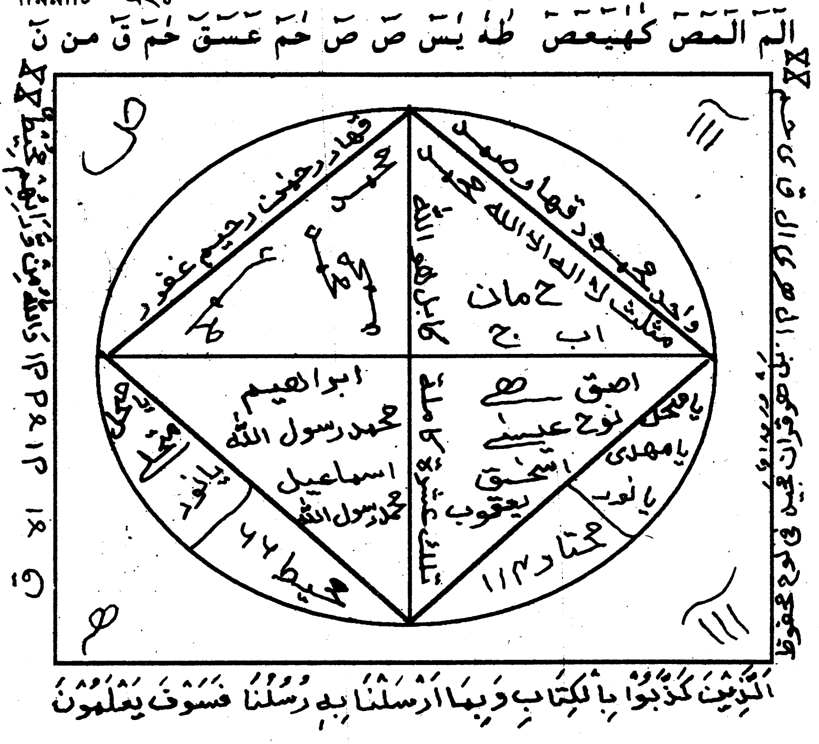

আশকালে ছাবয়া এর তদবীর

নিম্নোক্ত আশকালে ছাবয়া কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে যাবতীয় বালা মুছিবত হইতে রক্ষা পাইবে, নেক মকছুদ সফল হইবে। গর্ভবতীর হাতে বাঁধিয়া দিলে গর্ভ নষ্ট হইবেনা। শুক্রবার দিন প্রথম প্রহরে রূপার পাতে খুঁদিয়া সঙ্গে রাখিলে জনপ্রিয়তা ও সম্মান লাভ করিবে। আশকালে ছাবয়া এইঃ–

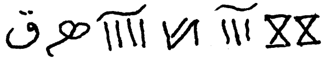

উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য আশকালে ছাবয়া এর নকশা

আশকালে ছাবয়া এর নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরের সঙ্গে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে যে কোন উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং যাবতীয় বালা মুছিবত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আশকালে ছাবয়া এর নকশা এইঃ–

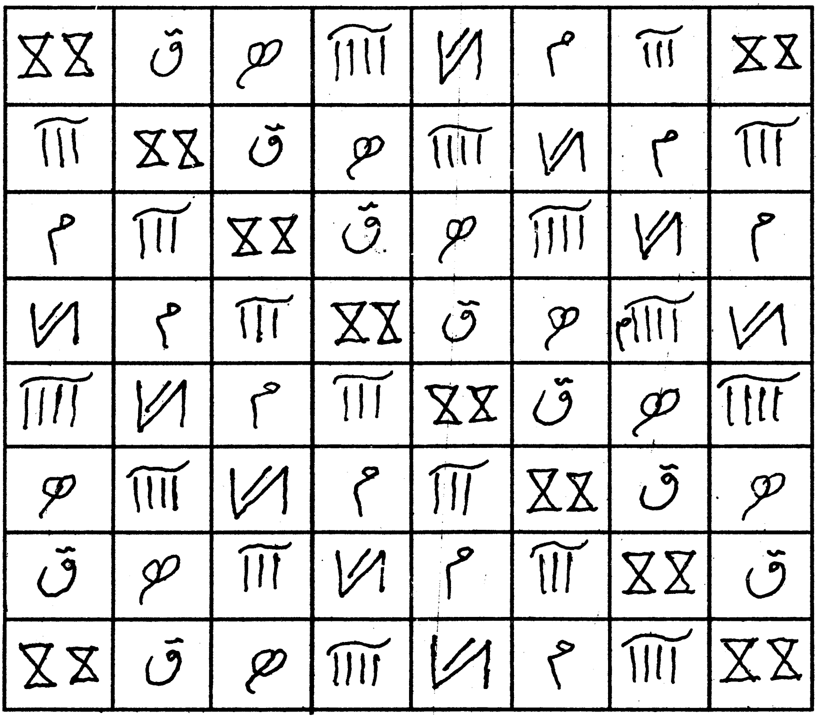

উদ্দেশ্য হাছিলের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া হাতে বাঁধিয়া ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে সর্ব প্রকার উদ্দেশ্য হাছিল ও অন্তরের আশা পুরা হইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٢٦٧٥٥١٣٨	٢٦٧٥٥١٤١	٢٦٧٥٥١٤٤	٢٦٧٥٥١٣١
٢٦٧٥٥١٤٣	٢٦٧٥٥١٣٢	٢٦٧٥٥١٣٧	٢٦٧٥٥١٤٣
٢٦٧٥٥١٣٣	٢٦٧٥٥١٣٨	٢٦٧٥٥١٣٩	٢٦٧٥٥١٦٦
٢٦٧٥٥١٤٠	٢٦٧٥٥١٣٠	٢٦٧٥٥١٣٤	٢٦٧٥٥١٤٩

সমস্যার সমাধান, রুজিবৃদ্ধি, সন্তান লাভ, জুলুম হইতে রক্ষার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরের সঙ্গে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে সর্ব প্রকার সমস্যার সমাধান হইবে আর সকল রকম বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। রুজিতে বরকত হইবে, সন্তান না থাকিলে সন্তান লাভ করিবে। আর জালেমের জুলুম হইতে রেহাই পাইবে। নকশাটি এইঃ–

يحيي ويميت	والارض	السموات	له ملك	الحكيم	وهو العزيز	والارض	السموات	في	سبح لله
وهو على	يحيي ويميت	والارض	السموات	له ملك	الحكيم	وهو العزيز	والارض	السموات	ما في
كل شيء قدير	وهو على	يحيي ويميت	والارض	السموات	له ملك	الحكيم	وهو العزيز	والارض	السموات
هو الاول	كل شيء قدير	وهو على	يحيي ويميت	والارض	السموات	له ملك	الحكيم	وهو العزيز	والارض
والآخر	هو الاول	كل شيء قدير	وهو على	يحيي ويميت	والارض	السموات	له ملك	الحكيم	وهو العزيز
والظاهر	والآخر	هو الاول	كل شيء قدير	وهو على	يحيي ويميت	والارض	السموات	له ملك	الحكيم
والباطن	والظاهر	والآخر	هو الاول	كل شيء قدير	وهو على	يحيي ويميت	والارض	السموات	له ملك
وهو بكل	والباطن	والظاهر	والآخر	هو الاول	كل شيء قدير	وهو على	يحيي ويميت	والارض	السموات
شيء	وهو بكل	والباطن	والظاهر	والآخر	هو الاول	كل شيء قدير	وهو على	يحيي ويميت	والارض
عليم	شيء	وهو بكل	والباطن	والظاهر	والآخر	هو الاول	كل شيء قدير	وهو على	يحيي ويميت

উদ্দেশ্য সফল, মালে বরকত ও আশা পূর্ণের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে, আল্লাহর রহমতে উদ্দেশ্য সফল হইবে, যে কোন সমস্যার সমাধান হইবে। ধন দৌলতে বরকত ও জানমালের ছালামতি হইবে, দিলে আশা পুরা হইবে এবং মানুষে তাহাকে ভালবাসিবে। নকশাটি এইঃ–

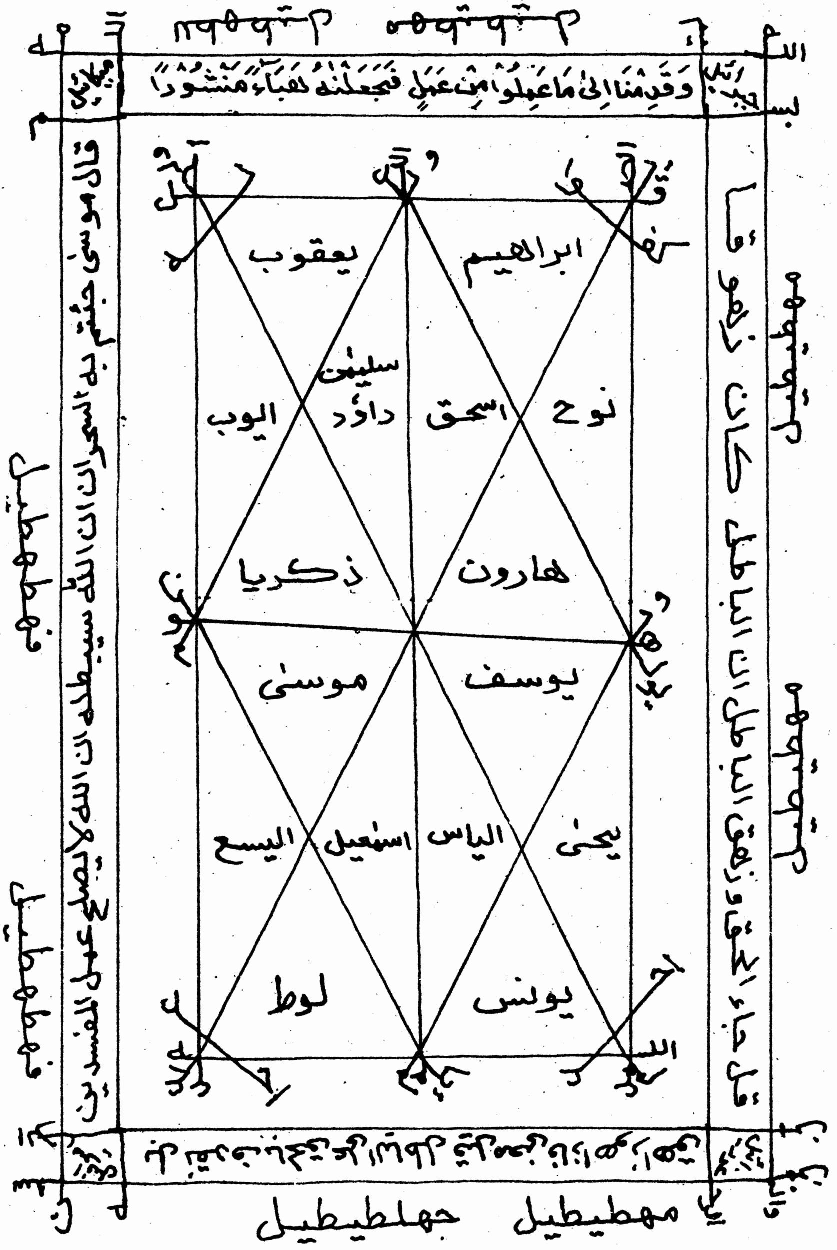
وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا
ابراهيم
يعقوب
سليمٰن
نوح
اسحق
داؤد
ايوب
هارون
ذكريا
يوسف
موسٰى
يحيٰى
الياس
اسمٰعيل
اليسع
يونس
لوط
مهطيطيل
جهلطيطيل

মুশকিল আছানির তদবীর

নিম্নোক্ত 'আল্লাহ' নামের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে আল্লাহর রহমতে উদ্দেশ্য সফল এবং যাবতীয় মুশকিল সহজ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٧

١٦	١٩	٢٢	٩
٢١	١٠	١٥	٤٠
١١	٢٤	١٧	١٤
١٨	١٣	١٢	١٣

উদ্দেশ্য সফল ও মুছিবতের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে আল্লাহর রহমতে উদ্দেশ্য সফল ও মুছিবত দূর হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٧

٥٠	٥٣	٥٦	٤٣
٥٥	٤٤	٤٩	٥٤
٤٥	٥٨	٥١	٤٨
٥٢	٤٧	٤٦	٥٧

সপ্তম অধ্যায়

জ্বর, বসন্ত, কলেরা ও বিভিন্ন রোগের তদবীর

জ্বর উপশমের তদবীর

জ্বরের রোগীর জন্য নিম্নলিখিত আয়াতটি একটি পানের উপর লিখিয়া জ্বর উঠিবার পূর্বে রোগীকে উহা দেখাইলে জ্বর উঠিবেনা। আর জ্বর উঠিবার পরে ঐ পানটি নদীতে অথবা কুপে নিক্ষেপ করে আর এই ভাবে তিন দিন আমল করে, তবে জ্বর ছড়িয়া যাইবে। আয়াতটি এইঃ—

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا

কম্প জ্বরের তদবীর

যদি কাহারো কম্প জ্বর হইয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত আয়াতটি একটি পানের উপর অথবা বড়ই পাতার উপর লিখিয়া জ্বরের রোগীর সম্মুখে ধরিবে আর রোগী যেন উহার প্রতি কিছু সময় তাকাইয়া থাকে। তারপর ঐ পাতাটি নদীতে অথবা কুয়ায় নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে তিন দিন ইহা আমল করিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর দাড়িয়া যাইবে। আয়াতটি এইঃ—

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ -

কম্পজ্বর উপশমের তদবীর

যাহার কম্পজ্বর হইয়াছে তাহার জন্য রসুনের তিনটি খোসা লইয়া প্রথমটির উপর– رسم باری লিখিবে, দ্বিতীয়টি উপর ঃ سرسم باری লিখিবে আর তৃতীয়টির উপরঃ سراسم باری লিখিবে। তারপর তিনটি একত্র করিয়া নেকড়ায় পেচাইয়া রোগীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর উপশম হইবে।

কম্প জ্বর দূর হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কম্প জরের জন্য কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া অথবা নেকড়া দ্বারা পেচাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

ياحافظ	ياحافظ	ياحافظ	ياحافظ
ياحافظ	ياحافظ	ياحافظ	ياحافظ
ياحافظ	ياحافظ	ياحافظ	ياحافظ
ياحافظ	ياحافظ	ياحافظ	ياحافظ

কম্প জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার তদবীর

যাহার কম্প জ্বর হইয়াছে, তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া মোম দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া রোগীর গলায় কিংবা হাতে বাঁধিয়া দিবে। অথবা উহা পানি দ্বারা ধূইয়া ঐ পানি রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

পুরাতন জ্বরের তদবীর

যাহার জ্বরের বয়স অনেক দিন হইয়াছে, তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

٧٨٦

ياكبيكج	ياكبيكج	ياكبيكج
ياكبيكج	ياكبيكج	ياكبيكج

৭৮৬

٦	١	٨
٧	٥	٢
٢	٩ فلان	٤

কম্প জ্বরের জন্য অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া কম্পজ্বরের রোগীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর থামিয়া যাইবে। আর নকশার মধ্যে ফলান এর স্থানে রোগীর নাম লিখিতে হইবে। নকশাটি এইঃ—

৭৮৬

٦	١	٨	١٣	٣	٢	١٢
٧	٥	٣	٨	١٠	١١	٥
٦	٩	١٤	١٢	٦	٧	٩
فلان			١	٥	١٤	٤

জ্বরের জন্য তদবীর

জ্বরের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া পুরুষ রোগীর ডান হাতে এবং মেয়েলোক রোগীর বাম হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর উঠা বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

৭৮৬

ياحد	ياحى	ياخبير
يالطيف	يابصير	يا كبير
ياقدير	يا واحد	يا بارى

গাতাজ্বর বা আড়া জ্বরের তদবীর

যদি কাহারো এক দিন পর এক দিন জ্বর আসে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ—

৭৮৬

يا عفور	يا غفار	ياغفور
يا الله	يا الله	يا الله

উষ্ণতার কারণে জ্বর হইলে তাহার তদবীর

কাহারো অত্যাধিক উষ্ণতার কারণে জ্বর আসিলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিয়া রোগীর শরীরে ফুঁক দিবে এবং চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধূইয়া পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। দোয়া এইঃ—

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

উচ্চারণঃ— ইন্নাল্লাজীনা ত্তাকাও ইজা মাচ্ছাহুম ত্বায়েফুম মিনাশ্ শাইত্বানি তাজাক্কারূ ফাইজাহুম মুবছিরূন।

জ্বরের জন্য অন্য তদবীর

কোন লোকের জ্বর হইলে নিম্নের তাবিজটি তিন টুকরা কাগজে লিখিয়া জ্বর আসিবার পূর্বে একটি রোগীর গলায় একটি ডান হাতে ও একটি বাম হাতে বাঁধিয়া দিবে। যদি প্রথম দিন জ্বর উঠা বন্ধ না হয় তবে দ্বিতীয় দিন বাম হাতের তাবিজটি গলায়, গলার তাবিজটি ডান হাতে এবং ডান হাতেরটি বাম হাতে বাঁধিয়া দিবে এবং এইভাবে তিনদিন বদলাইবে। প্রকাশ থাকে যে, জ্বর উঠা বন্ধ হইলে তাবিজগুলি খুলিয়া ফেলিবে, না খুলিলে ক্ষতি হইবার আশংকা আছে। তাবিজটি এইঃ—

بت ۷۸ الله شافى الله شافى بت ۷۸

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ بِحَقِّ شَاهْ عَبْدُ الْقَادِرْ جِيْلَانِىْ (رح)

কম্প জ্বরের বিশেষ তদবীর

যদি কাহারও একদিন অন্তর একদিন কাঁপিয়া জ্বর উঠে, তবে নিম্নের তাবিজটি দুই টুকরা হরিনের চামড়ার উপর দুইটি লোহা দিয়া অঙ্কন করিবে এবং شاه شفا كل بلادفع শাহশেফা কুল বালা দফা' দোয়াটি তিনবার পড়িয়া উহার উপর দম করিবে। তারপর একখানা ডান হাতে এবং অপরটি বাম হাতে বাঁধিয়া দিবে। পরের দিন ডান হাতের চামড়াটি বাম হাতে এবং বাম হাতের চামড়াটি ডান হাতে বদলাইয়া বাঁধিয়া দিবে। এই প্রকারে তিন দিন করিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর দূর হইয়া যাইবে। তাবিজ দুইটি এইঃ—

بت الله شافى <>	الله شافى بت <>

বসন্ত রোগের তদবীর

যদি কাহারও বসন্ত হইয়া থাকে তবে কিছুনী সূতা নিয়া উহার উপর সূরায় আর–রাহমান পড়িতে থাকিবে, যখন "ফাবি আইয়ো আলায়ে রাব্বিকুমাতুকাজ্জিবান" পড়িবে তখন সুতায় ফুঁক দিয়া একটি গিড়া দিবে। তারপর উক্ত আয়াত যতবার পড়িবে ততবার ফুক দিয়া একটি করিয়া গিড়া দিবে। সূরা শেষ করিয়া উক্ত সূতা রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ ভাল হইয়া যাইবে।

বসন্ত রোগের অন্য তদবীর

বসন্ত রোগীর জন্য একুশটি গম নিয়া নিম্নের আয়াত পাঠ করিয়া বসন্ত রোগীর জন্য একুশটি গম নিয়া নিম্নের আয়াত পাঠ করিয়া একুশটি ফুঁক দিবে। তারপর একটি করিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। আয়াত এইঃ—

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ–

উচ্চারণঃ ছালামুন কাওলাম মির রাব্বির রাহীম।

কলেরার আক্রমণ থেকে রক্ষার তদবীর

কোন এলাকায় কলেরা দেখা দিলে, নিম্নের দুরূদ শরীফ বেশী বেশী পরিমাণে পাঠ করিবে। আল্লাহু তায়ালা ইহার বরকতে কলেরার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। দুরূদ শরীফ এইঃ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَّ بِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٌ

উচ্চারণঃ– আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন বি আদাদি দাইওঁ ওয়া দাওয়াইওঁ ওয়া বিআদাদি কুল্লি ইল্লাতিও ওয়া শিফাউন।

কলেরা হইতে রক্ষার তদবীর

কোন গ্রামে কলেরা রোগ দেখা দিলে নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া সকলের গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কলেরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

يامقتدر	يادافع	يارقيب
ياعليم	يادافع	ياخلاق

কলেরা হইতে বাঁচার তদবীর

কোথায়ও কলেরা রোগ দেখা দিলে নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া প্রত্যেকের গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কলেরার আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٧٩٠٦	٧٩٠٩	٧٩١٤	٧٩١٦
٧٩١٢	٧٩١١	٧٩٠٥	٧٩١٠
٧٩٠١	٧٩١٥	٧٩٠٧	٧٩٠٤
٧٩٠٨	٧٩٠٣	٧٩٠٢	٧٩١٤

কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির তদবীর

কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির গলায় নিম্নের নকশাটি লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শেফা লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٢٥٠	٢٥٣	٢٥٩	٢٤٣
٢٥٥	٢٤٤	٢٤٩	٢٥٤
٢٤٥	٢٥٨	٢٥١	٢٤٨
٢٥٢	٢٤٧	٢٤٦	٢٥٧

মহামারী হইতে রক্ষার তদবীর

কোন এলাকায় মহামারী দেখা দিলে নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া প্রত্যেকের গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মহামারি হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٣١٤ الفجر	١٤٩ مطلع	٤٣٣ هی حتی	١٤١ سلام
٤٣٣	١٣٢	٢١٣	١٥٠
١٣٣	٤٣٥	١٤٧	٤١٢
١٤٨	٣١١	١٣٤	٤٣٤

মহামারী রোগ থেকে উদ্ধার লাভের তদবীর

যদি কোন এলাকায় মহামারী রোগ অথবা অন্য কোন রোগ ছড়াইয়া পড়ে, তখন নিম্নোক্ত হেরজে আযীম ও হায়কালে কারীম, আল্লাহর নাম হাফীজ ও হাইউল ক্বাইউম এবং ইছমে জালালী আল্লাহ, মুহাম্মদ, খানায়ে কুতুব লিখিয়া প্রত্যেকের গলায় বাঁধিয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর

রহমতে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ–

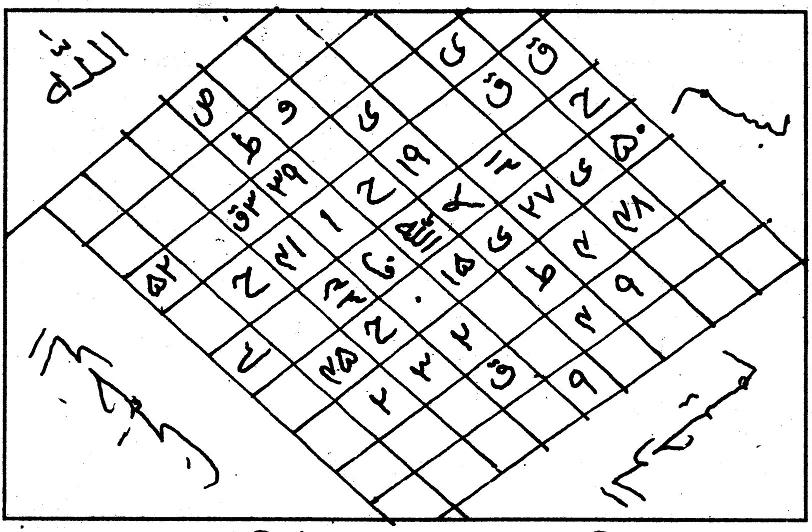

মহামারী হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর

যেই এলাকায় মহামারী দেখা দেয়, সেখানের প্রত্যেক লোকের গলায় নিম্নের তাবিজটি লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মহামারী হইতে রক্ষা পাইবে। তাবিজটি এইঃ–

۱۱ ۹ ۱۱۱ه ۸ط۱۹۸۱۸ ۱۱ ۱۱۱ ۲ط صادق

۹۱۱ ۱۱۱ ہ ۸۱۸ ۱۱ ۸ط ۱۱ ۱۱ ۲۱ ط صادق

মহামারী থেকে রক্ষার তদবীর

এলাকায় মহামারী দেখা দিলে নিম্নের কবিতাটি (শেয়েরটি) কাগজে লিখিয়া গৃহের দরজায় লটকাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মহামারীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। শেয়েরটি এইঃ–

لِىْ خَمْسَةٌ اُطْفِىْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ

اَلْمُصْطَفٰى وَالْمُرْتَضٰى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ

প্লীহা রোগের তদবীর

প্লীহা রোগের জন্য চন্দ্র মাসের চৌদ্দ তারিখের মধ্যে যে কোন বুধবারে নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া প্লীহার উপর বাঁধিয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে প্লীহা রোগ আরগ্য হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

مح م و	مادمل وعل	ح ما ح ح
وعد مح	مادمد ومد	مى ما ح ح
لح مد مد	م م ر و	ساما و طال
اطامح	رو	ساملہ وما

প্লীহা রোগ নিবারণের তদবীর

প্লীহা রোগীকে নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে প্লীহা রোগ নিবারণ হইয়া যাইবে। তাবিজটি এইঃ- ফলান এবনে ফলানের স্থানে রোগীর ও পিতার নাম লিখিবে।

يقوش يقوش طلطليس هيط هيط انسل السقا بطحال من جنب فلان بن فلان بحرمت الله الوحد القهار بحرمت الرحمن على العرش استواى واسكن كما سكن عرش الرحمن علي الماء وله ماسكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم-

প্লীহা রোগ আরগ্যের তদবীর

প্লীহা রোগের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় প্লীহার উপর ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে প্লীহা রোগ আরগ্য হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٤٤٤١	٤٤٤٤	٤٤٤٧	٤٤٣٣
٤٤٤٦	٤٤٣٤	٤٤٤٠	٤٤٤٥
٤٤٣٥	٤٤٤٩	٤٤٤٢	٤٤٣٩
٤٤٤٣	٤٤٣٨	٤٤٣٦	٤٤٤٨

অর্শরোগ নিবারনের তদবীর

অর্শ রোগের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। এবং এক কেজি পচিশ গ্রাম আটা ও একটাকা পঁচিশ পয়শা তাবিজর উপর রাখিয়া গরীব মিছকিনকে দান করিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অর্শ রোগ ভাল হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٢	٣٥	٣٨	٥
٣٧	٦	١١	٣٦
٧	٤٠	٣٣	١٠
٣٤	٩	٨	٣٩

অর্শরোগ আরগ্যের তদবীর

অর্শ রোগীর জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি রুটির উপর লিখিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে আরগ্য লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ–

لا اله الا الله

محمد

محمد

محمد رسول الله

উচ্চারণঃ– আছতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি জানবিন, সুবহান-াল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

রক্ত অরিশের অন্য তদবীর

মাসের যে কোনসোমবার অথবা শুক্রবার অর্শরোগের জন্য নিম্নোক্ত দোয়াটি কাগজে লিখিয়া রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ আরগ্য হইবে। দোয়াটি এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- يَا رَحِيْمُ كُلَّ صَرِيْخٍ وَمَكْرُوْبٍ يَارَحِيْمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইয়া রাহীমু কুল্লা ছারিহিন অমাকরুবিন ইয়া রাহীমু ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালক্বিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী অ আছহাবিহী আযমায়ীনা।

মিরগী রোগের তদবীর

মিরগী রোগের জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি নীল দ্বারা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর হাঁতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ ভাল হইবে। তাবিজটি এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- يا اثبوتا بثوثا سعاهما بدوس انه عماسئون بحرمت واله اجمعين-

মিরগী রোগ আরগ্যের তদবীর

মিরগী রোগের জন্য সনিবার দিন একটি কালো রংয়ের কবুতর যাহার ঠোট ও নখ কালো, উহা জবেহ করিয়া রক্ত দ্বারা নিম্নের নকশা দুইটি একটি তামার পাতের এক পিঠে একটি নকশা ও অপর পিঠে অন্য নকশাটি খুদিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে মৃগী রোগ আরগ্য হইবে। নকশা দুইটি এইঃ–

٧٨٦

١١٨٠	١١٨٣	١١٨٦	١١٧٢
١١٨٥	١١٧٤	١١٨٩	١١٨٤
١١٧٥	١١٨٨	١١٨١	١١٧٨
١١٨٢	١١٧٧	١١٧٦	١١٨٧

٧٨٦

٥٤٤	٥٤٧	٥٥١	٥٣٧
٥٥٠	٥٣٨	٥٤٢	٥٤٨
٥٤٩	٥٥٣	٥٤٥	٥٤١
٥٤٦	٥٤١	٥٤٠	٥٥٢

মৃগী রোগের অন্যতদবীর

মৃগী রোগের জন্য নিম্নের নকশাটি লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٨	٣	١٠
٩	٧	٥
٤	١١	٦

মৃগী রোগের অন্য তদবীর

মৃগী রোগের জন্য নিম্নের নকশাটি লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। আর একটি নকশা লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

ع	ع	لا	٣
ر	٧	ع	٣
١١	١١	٧٧	ع
٢	٢	٣	١٣

মিরগী রোগের অন্য তদবীর

মিরগী রোগের জন্য সাদা মোরগ জবাই করিয়া উহার রক্ত দ্বারা নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর সঙ্গে বাঁধিয়া

দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ শেফা হইবে। নকশাটি এইঃ-

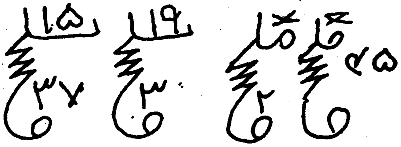

মৃগী রোগের অন্য তদবীর

মৃগী রোগের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া ব্যবহার করিবে। নকশাটি এইঃ-

الله

على الا على على ٢ ٩ ٤ على رسول ٧ ٥ ٣
الله على ٢ ١ ٨ على على على على

মৃগী রোগের অন্য তদবীর

মৃগী রোগের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। নকশাটি এইঃ

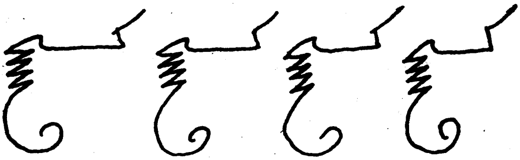

নাকছির বা নাক অরিশের তদবীর

কাহারও নাক দিয়া হাছির সহিত রক্ত বাহির হইলে, তাহাকে নাকছির বা নাক অরিশ বলা হয়। যদি কাহারও এই রোগ হয় তবে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর মাথায় বাঁধিয়া দিবে। এবং রোগীর মাথার উপর হাত রাখিয়া আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া মাথায় ফুক দিবে। আল্লার রহমতে রোগ ভাল হইবে। আয়াত সমূহ এইঃ-

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا- وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا- وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاءُ كَفَ اَيُّهَا الرُّعَافُ بِحَقِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ-

উচ্চারণঃ ইন্নাল্লাহ ইউমছিকুছ ছামাওয়াতি অল আরদ্বা আন্ তাযুলা, অলাইন যালাতা ইন আমছাকাহা মিন আহাদিম মিম্ বা'দিহী ইন্নাল্লাহা কানা হালিমান গাফূরা। অক্বীলা ইয়া আরদ্বুবলায়ী মায়াকি অইয়া ছামাউ আক্বলায়ী অগীদাল মাউ কাফা আইয়ুহার রুয়াফু বিহাক্কিল ওয়াহিদিল ক্বাহ্হারিল আযীযিল জাব্বারি।

নাকছির রোগের অন্য তদবীর

যদি কাহারও নাকছির রোগ হয়, তবে নিম্নোক্ত আয়াত গুলি কাগজে লিখিয়া রোগীর নাকের উপর লটকাইয়া রাখিবে। আয়াত এইঃ-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ اِنْقَلِبْ يَاٰدَمُ بِاَلْفٍ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ-

هج هج هج هج هج هج هج هج -

রাত কানা রোগের তদবীর

যাহাদের রাত কানা রোগ আছে, তাহাদের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া ডান হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লার রহমতে আরগ্য হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

طللله	دادم	ران ما	دها	راوه	حاضرداد	دو
هفت	هـ ن	فن ومان	هـ ن	حاط	دلوما	٢ع ع
رسول الله	محمد	الله	الا	اله	لا	وبحق
فرض الله	بحق فرقان	بحق زبور	انجيل	وبحق	توريت	بحق

পাথরী রোগের তদবীর

কোন লোকের পেশাবের রাস্তায় পাথর জন্ম হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা বরতনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে পাথর বাহির হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٢	٧	٦
٩	٥	١
٤	٣	٨

হাঁচি রোগের তদবীর

যাহাদের হাঁচি রোগ আছে, তাহাদের জন্য সূরায় জুখরুখ চিনা বরতনে অথবা কাগজে লিখিয়া বৃষ্টির পানি দ্বারা ধূইয়া রোগীকে পান করাইলে হাঁচি রোগ ভাল হইয়া যাইবে।

পেশাব বন্ধ হইলে অথবা জালা করিলে বা পাথরী হইলে তদবীর

যদি কাহার পেশাব বন্ধ হইয়া যায় অথবা পেশাবের রাস্তায় জালা যন্ত্রণা করে কিংবা পাথরী হইয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত দোয়া কাগজে অথবা চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধূইয়া রোগীকে পান করাইবে। অথবা দোয়াটি সাত বার পড়িয়া প্রতিবারে রোগীর শরীরে দম

করিবে। আল্লাহর রহমতে শেফা লাভ করিবে। দোয়া এইঃ–

رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِىْ السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ وَاَمْرُكَ فِىْ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ وَغْفِرْ حَوْبَتَنَا وَخَطَايَنَا اَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ- فَاَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةٌ مِّنْ رَّحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ

উচ্চারণঃ– রাব্বানাল্লাহুল্লাজী ফীচ্ছামাই তাক্বাদ্দাছা ইছমাকা অআমরুকা ফীচ্ছামাই অল আরদ্বি কামা রাহমাতুকা ফীচ্ছামাই, ফাজআল রাহমাতাকা ফীল আরদ্বি, অগফির হাওইয়াতানা অখাত্বাইয়ানা আনতা রাববুল আলামীন। ফাআনযিল শিফাউম মিন শিফাইকা অর-াহমাতুম মির বাহমাতিকা আলা হাজাল অজহি।

মানুষ অথবা পশুর পেশাব বন্ধের তদবীর

কোন মানুষের অথবা পশুর পেশাব বন্ধ হইয়া গেলে, নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা বরতনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া পান করাইলে, আল্লাহর রহমতে পেশাব হইবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

ع	ج	ب	بو
ح	ى	ما	و
٢	د	و	ما
١	٥	٣	ک

মানুষ অথবা পশুর পেশাব বন্ধের অন্য তদবীর

কোন মানুষের অথবা কোন জীব জন্তুর পেশাব বন্ধ হইয়া গেলে, উহার

চার হাত পায়ের মধ্যে প্রতিটির উপর নিম্নের ইছিমগুলি হইতে একটি করিয়া ইছিম লিখিবে। আল্লাহর রহমতে বন্ধ পেশাব জারী হইবে।

عيطش - عيطوش - عيطوش - عشت -

রক্ত অরিশের অন্য একটি তদবীর

যাহাদের রক্ত অরিশের রোগ আছে, তাহাদের জন্য নিম্নোক্ত তাবি' .টি রূপার আংটির মধ্যে খুদিয়া হাতে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে রক্ত অরিশ রোগ ভাল হইবে। তাবিজ এইঃ–

المر - المص - الر- الم - كهيعص - طه - طسم - طس - يس

অর্দ্ধাঙ্গ রোগীর তদবীর

যদি কাহারও দেহ অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া যায়, তাহার জন্য নিম্ন নিয়মে খতম পড়িবে এবং আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করিবে। প্রথমে কিছু দুরূদ শরীফ পড়িয়া একচল্লিশবার সূরায়ে মুজ্জাম্মিল পড়িবে। তারপর একচল্লিশবার সূরায়ে ইয়াছীন পাঠ করিবে। তারপর একচল্লিশবার সূরায়ে জুময়া পড়িবে। এই প্রকারে সাত দিন পর্যন্ত আমল করিয়া গোলাপের পানিতে ফুঁক দিয়া ঐ পানি দ্বারা রোগীর শরীরে মালিশ করিবে। আর কিছু পানি ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। সূরা শেষ করিয়া পুনঃ কিছু দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে। আল্লাহর অসীম রহমতে রোগ ভাল হইবে।

কুষ্ঠ রোগ ও শ্বেত রোগের তদবীর

কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগে আক্রান্ত রোগীকে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ শেফা লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٣٤٠٣	٣٤٠٦	٣٤٠٩	٣٣٩٦
٣٤٠٨	٣٣٩٧	٣٤٠٢	٣٤٠٧
٣٣٩٨	٣٤١١	٣٤٠٤	٣٤٠١
٣٤٠٥	٣٤٠٠	٣٣٩٩	٣٤١٠

কম্পন রোগ, শ্বেত রোগ ও কুষ্ঠ রোগের তদবীর

যাহাদের কম্পনরোগ, শ্বেত রোগ বা কুষ্ঠ রোগ হইয়া থাকে, তাহাদের জন্য নিম্নোক্ত আঁয়াতগুলি পাঠ করিয়া শরীরে ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে আরগ্য লাভ করিবে। আয়াত এইঃ

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتٰنِ- يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ- وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا . وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ- كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِىْ الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

উচ্চারণঃ— বাল ইয়াদাহু মাবছুত্বাতানি, ইউনফিক্বু কাইফা ইয়াশাউ, আলাইয়াযীদান্না কাছীরাম মিনহুম মা উনযিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা তুগইয়ানাওঁ ওয়া কুফরান। ওয়া আলক্বাইনা বাইনাহুমুল অদাওয়াতা আলবাগ্দ্বায়া ইলা ইয়াওসিল ক্বিয়ামাতি, কুল্লামা আওক্বাদু নারান্ লিলহারবি আত্বফাহাল্লাহু অইয়াছআওনা ফীল অরদ্বি ফাছাদান। আল্লাহু লাইয়ুহিববুল মুফছিদীন।

শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগের জন্য আমল

উক্ত রোগের শেফার জন্য নিয়াত করিয়া কুরিটি রোজা রাখিবে, এবং এফতারীর পূর্বে 'ইয়া মাজীদু' ইছিম পোনারোবার করিয়া পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ ভাল হইবে।

অগ্নি নিভানোর তদবীর

যদি কোথাও আগুন লাগিয়া বাড়ী ঘর জ্বলিতে থাকে, তখন নিম্নোক্ত আছহাবে ফাহাফ এর নাম কোন পাত্রে লিখিয়া উহা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে সাথে সাথে আগুন নিভিয়া যাইবে। আছহাবে ফাহাফ এর নাম এইঃ

الهى بحرمت يمليخا ملسلمينا كشفوطط اذرا فطيو

نس تبيونس

অনাবৃষ্টির তদবীর

যদি দেশে অনেক দিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হয় তবে, উপরোক্ত আছাহাবে ফাহাফ এর নাম অজুর সহিত কাগজে লিখিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি হইবে।

বৃষ্টি হইবার তদবীর

যদি বৃষ্টি না হয় এবং ইহাতে ক্ষেত ক্ষামারের ক্ষতি হইতে থাকে তবে 'ওয়াও' অক্ষরটি কাগজে চল্লিশবার লিখিয়া উহা গাছের উপর লটকাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি হইবে।

বৃষ্টি বন্ধ করিবার তদবীর

অতিরিক্ত বৃষ্টি বর্ষিত হইলে আর উহাতে ক্ষতি হইতে থাকিলে তখন 'কাফ' অক্ষরটি একচল্লিশবার কাগজে লিখিয়া তাজা বৃক্ষের ডালে লটকাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে অতিবর্ষণ কমিয়া যাইবে।

দুর্বিক্ষ রোধের আমল

দেশে দুর্বিক্ষ দেখা দিলে গ্রামের বা মহল্লার লোক মসজিদে একত্রিত হইয়া সুরায় ইউসুফ একচল্লিশবার পাঠ করিবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে দুর্বিক্ষ দূর হইয়া যাইবে।

মান সম্মান বৃদ্ধির তদবীর

মান সম্মান লাভের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি ভোজ পাতায় লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে সকলের নিকট ইজ্জত লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٤٤	٥١	٢	٧
٦	٣	٤٨	٤٧
٥٠	٤٥	٨	١
٤٣	٤	٤٦	٤٩

মান সম্মান লাভের তদবীর

মান সম্মান ইজ্জৎ পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি ধুতুরার রস দ্বারা কাগজে লিখিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, সর্বত্র ইজ্জৎ লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٧٩	٨٦	٢	٨
٧	٣	٨٣	٨١
٧٥	٨٠	٩	١
٤	٦	٠	٨٢

মানুষের নিকট প্রিয় হওয়ার তদবীর

পাক পবিত্রতার সহিত الرحمن শব্দটি পাঁচশতবার কাগজে লিখিয়া উহার উপর একশত পঞ্চাশবার বিছমিল্লাহ পড়িয়া ফুক দিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে, সকলের নিকট প্রিয় হইবে।

ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধির তদবীর

নিম্নোক্ত সূরায় ইউছুফের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে, সকলের নিকট ইজ্জত ও সম্মান লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٢٥٩٥٤	١٢٥٩٩٨	١٢٦٠٠١	١٢٥٩٥٧
١٢٥٩٨٩	١٢٥٩٨٨	١٢٥٩٩٣	١٢٥٩٠
١٢٥٩٨٩	١٢٦٠٠٣	١٢٥٩٩٩	١٢٥٩٩٢
١٢٥٩٨٩	١٢٥٩٩١	١٢٥٩٩٠	١٢٦٠٠٢

চাকর ও নকর বাধ্য করিবার তদবীর

চাকর ও নকরকে বশে রাখার জন্য সূরায়ে 'শোয়ারা' অজুর সহিত সাতবার পাঠ করিলে, চাকর–নকর বাধ্যগত হইবে। আর ইহার নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া চাকরের গলায় বাঁধিয়া দিলে সে বাধ্যগত থাকিবে। কখনো অবাধ্য হইবে না। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

١٠٠٩٣٤	١٠٠٩٣١	١٠٠٩٤٠	١٠٠٩٢٧
١٠٠٩٤٩	١٠٠٩٣٨	١٠٠٩٣٣	١٠٠٩٣٨
١٠٠٩٤٠	١٠٠٩٤٢	١٠٠٩٣٥	١٠٠٩٣٢
١٠٠٩٣٦	١٠٠٩٣١	١٠٠٩٣٠	١٠٠٩٤١

সম্মান লাভের তদবীর

সম্মান বৃদ্ধির জন্য সূরায় মোহাম্মদ লিখিয়া জমজমের পানি দিয়া ধুইয়া পান করিলে, সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং যে কোন রোগীকে পান করাইলে রোগ আরগ্য হইবে। ইহার নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে শত্রু দমন হয় ও শত্রুর উপর জয়ী হইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٤٥١٦٣	٤٥١٦٦	٤٥١٧٠	٤٥٥٦٠
٤٥١٦٩	٤٥١٥٧	٤٥١٦٢	٤٥١٦٧
٤٥١٥٨	٤٥١٦٣	٤٥١٦٤	٤٥١٦١
٤٥١٦٥	٤٥١٦٠	٤٥١٥	٤٥١٧١

কঠিন সমস্যা দূর করার তদবীর

যদি কাহারও উপর কোন কঠিন সমস্যা দেখা দেয়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া সঙ্গে ধারণ করিলে, আল্লাহর

রহমতে সমস্যা আছান হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٢٢٢٧٢	٢٢٢٧٦	٢٢٢٧٩	٢٢٢٦٥
٢٢٢٧٨	٢٢٢٦٦	٢٢٢٧١	٢٢٢٧٧
٢٢٢٦٨	٢٢٢٦٨	٢٢٢٧٤	٢٢٢٧٠
٢٢٢٦٥	٢٢٢٦٩	٢٢٢٦٨	٢٢٢٨٠

জনপ্রিয়তা লাভের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে জনপ্রিয়তা লাভ করিবে এবং প্রশাশনের সকলে তাহার বাধ্য হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

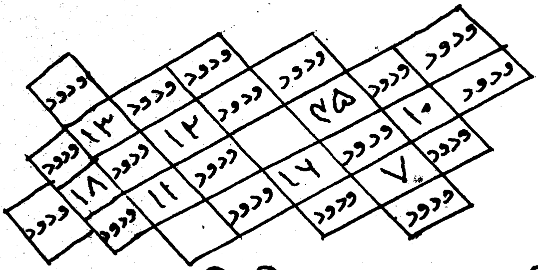

মিরগী রোগ আরগ্যের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া মিরগী রোগীর মাথায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ আরগ্য হইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

الـون	حم ق	طس	عسق حم
رحمن	نافع	سلك كافى	ملك
كفيـل	الله	ملك رب	بكر محمد
ص هى ن	المص	طس	عسق حم

মিরগী রোগের অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া মিরগী রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে, আল্লাহর রহমতে রোগ ভাল হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

ح	ى	ط	ا
ط	م	ح	ى
م	ط	ى	ح
ى	ح	م	ط

দাস্ত রোগের তদবীর

যদি কাহারও দাস্ত হয়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া রোগীর পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

٣٠٢	٢٩٧	٣٠٤
٣٠٣	٣٠١	٣٩٩
٣٩٨	٣٠٥	٣٠٠

কুয়ার পানি শুকাইয়া গেলে উহার তদবীর

কুয়ার পানি শুকাইয়া গেলে, সাতটি নতুন মাটির কলসীতে নিম্নের আয়াত লিখিয়া কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে পানি আসিবে। আয়াত এইঃ–

وهی تجری فی موج کالجبال- ونادی نوح ن ابنه وکان

فی معزل یبنی ارکب معنا ولا تکن مع الکفرین-قال

ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لاعاصم الیوم من
امر الله الامن رحم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین-

শ্বেত রোগের জন্য তদবীর

যাহার শ্বেত রোগ হইয়াছে উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি সে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়িতে জানে তবে নিয়মিত সূরায় 'বাইয়্যেনা' পাঠ করিবে। অথবা উক্ত সুরার নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া উক্ত পানি রোগীর শরীরে মালিশ করিলে, আল্লাহর রহমতে শ্বেত রোগ আরগ্য হইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٧٨٧٩	٧٨٠٠	٧٨١٢	٧٨٩٧
٧٨١١	٧٨٩٩	٧٨٠٤	٧٨٠٩
٧٨٠٠	٧٨١٤	٧٨٠٦	٧٨٠٢
٧٨٠٠	٧٨٠٣	٧٨٠١	٧٨١٣

পাগলামী দূর করার তদবীর

পাগলামী দূর করিবার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া পাগলের গলায় বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে পাগলামী ভাল হইয়া যাইবে। ভ্রমণে নিরাপদে থাকিবে, বনে জঙ্গলে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকিবে। আয়াত এইঃ–

نٓ - وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ - مَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ
وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ وَّاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

নৌকায় ভ্রমণের সময় হেফাজতের তদবীর

নৌকা বা যে কোন যান বাহনে ভ্রমণের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ

করিলে, আল্লাহর রহমতে ছহি ছালামতে থাকিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিবে। দোয়া এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمِ -

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুবছাহা ইন্না রাববী লা গাফুরুর রাহীম।

ঐ অন্য তদবীর

ভ্রমণের সময় নিম্নোক্ত আয়াতুল কুরছির নকশা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে, আল্লাহর রহমতে যে কোন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

١٥٤٣	١٥٣٨	١٥٤٥
١٥٤٤	١٥٤٤	١٥٤.
١٥٣٩	١٥٤٦	١٥٤١

সফরে নিরাপত্তার তদবীর

যদি কোন লোক সফরে যায়, তবে নিরাপত্তার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে, আল্লাহর রহমতে যত দিন সফরে থাকিবে ততোদিন নিরাপদে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٤٤٢٥	٤٤٢٩	٤٤٣٢	٤٤١٨
٤٤٣١	٤٤١٩	٤٤٤.	٤٤٣.
٤٤٢.	٤٤٢٤	٤٤٣٧	٤٤٢٢
٤٤٢٨	٤٤٢٢	٤٤٢١	٤٤٤٣

নাভী টালিয়া গেলে তাহার তদবীর

যদি কাহারও নাভী টলিয়া যায় এবং ব্যাথ্যা হয়, তবে নিম্নোক্ত নকশা রবিবার দিন লিখিয়া নাভীর উপর ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে আরগ্য হইবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

٨٣٨	عر	لاع	١٣ع	١٧١
ع	١٢	٣	٦	١٤
دع	١٢ع	٢	٥ع	١٧

নাভী টলিয়া ব্যথা হইলে উহার তদবীর

কাহারও নাভী টলিয়া ব্যথা হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে। নকশা এইঃ

৭৮৬

٥٥٣	٥٨١	٥٨٦	٥٩١	٥٦٧
٥٧٧	٥٨٧	٥٦٨	٥٧٤	٥٨١
٥٦٩	٥٧٥	٥٨٢	٥٨٣	٥٨٨
٥٧٧	٥٧٤	٥٨٩	٥٧٠	٥٦٦
٥٩٠	٥٧١	٥٧٣	٥٧٩	٥٧٥

হযরত আবুল কাছেম ক্কোরায়শী হইতে রেওয়ায়েতে আছে, তিনি ফরমাইয়াছেন আমার একটি ছেলে কঠিন বিমারে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল। তখন আধপ হযরত নাবীয়ে পাক (ছঃ) কে খাবে দেখিয়াছি। আমি নবীয়ে পাকের খেদমতে আমার ছেলের বিমারের কথা বলিলাম। জওয়াবে রাছুলে পাক (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, তুমি কেন

ক্বোরআন শরীফের আয়াতে শিফা হইতে গাফেল রহিয়াছ! আমি ঘুম হইতে জাগিয়া কোরআন পাকের ভিতরে আয়াতে শিফা তালাশ করিয়া ছয় স্থান হইতে এই আয়াতে শিফা বাহির করিয়া উহা লিখিয়া পানি দিয়া ধুঁইয়া আমার ছেলেকে পান করাইলাম। আল্লাহর রহমতে অতি তাড়াতাড়ি আমার ছেলেরোগ মুক্ত হইয়া গেল।

যে কোন বিমারের জন্য নিম্নে আয়াতে সিফাগুলি ও সূরায় ফাতেহা চিনা মাটির চরতনে লিখিয়া ধৌত করিয়া উহা রোগীকে পান করাইলে আল্লাহর রহমতে বিমার হইতে শেফা লাভ করিবে। আয়াতে শিফা এইঃ

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ - يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ - وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ - قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ -

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, নিম্নোক্ত দোয়া সাতবার পাঠ করিয়া যেই কোন রোগীর শরীরে ফুঁক দিবে, তাহার হায়াত থাকিলে অতিসত্তর আরগ্য লাভ করিবে। দোয়াটি এইঃ

نَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيْكَ -

উচ্চারণঃ নাছয়ালুল্লাহাল আযীমে রব্বাল আরশিল আযীমে আন্ ইয়াশফীকা।

হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে হযরত নবীয়ে পাক (ছঃ) যখন কোন রোগী দেখিতে যাইতেন তখন তিনি তাঁহার পবিত্র হস্ত মোবারকদ্বয় রোগীর শরীরের উপর রাখিয়া নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিতেন।

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَاللّٰهُ اِذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سُقْمًا -

উচ্চারণঃ লা বা'ছা তাহুরুন ইনশায়াল্লাহু এযহাবিল বাছা রাববান্নাছি এশফে আন্তাশ্ শাফী লা শেফায়া ইল্লা শেফাউকা শেফাউল লাইউগাদিরু ছুক্বমা।

যে কোন রোগের তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করিয়া যে কোন বিমারের রোগীর কর্ণে ফুঁক দিবে, আল্লাহর রহমতে রোগ আরগ্য হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ - فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ - وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهٖ - فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ - إِنَّهُ لَايُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ - وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ আফাহাছিবতুম আন্নামা খালাক্বনাকুম আবাছাওঁ ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউ'ন। ফাতাআলাল্লাহুল মালিকুল হাক্ব লা ইলাহা ইল্লা হুয়া রাববুল আরশিল কারীম। ওয়া মাইয়াঁদউ' মআ'ল্লাহি ইলাহান আখারা লা বুরহানা লাহু বিহ্। ফাইন্নামা হিছাবুহু ইন্দা·রাবিবহ। ইন্নাহু লা ইউফ্‌লিহুল কাফিরুনা, ওয়া ক্বুর রাব্বিগ ফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তা খাইরুর রাহিমীন।

বিভিন্ন রোগের জন্য সূরা ফাতেহার তদবীর

যে কোন রোগের জন্য সূরায় ফাতেহার নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা মাটির চরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধূইয়া রোগীকে পান করাইবে। এবং একটি নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ করিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অতি তাড়াতাড়ি আরগ্য লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

٢٥٣٦	٢٥٣٩	٢٥٤٢	٢٥٢٩
٢٥٤١	٢٥٣٠	٢٥٣٥	٢٥٤٠
٢٥٣١	٢٥٤٤	٢٥٣٧	٢٥٣٤
٢٥٣٨	٢٥٣٣	٢٥٣٢	٢٥٤٣

আয়াতে শেফার নকশার তদবীর

যে কোন বিমারের রোগীকে নিম্নোক্ত আয়াতে শিফার একটি নকশা চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দিয়া ধূইয়া রোগকে পান করাইবে। এবং আর একটি নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর হাতে বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ আরগ্য হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٢١٦٨	٢١٧٢	٢١٧٥	٢١٦١
٢١٧٤	٢١٦٢	٢١٦٧	٢١٧٣
٢١٦٣	٢١٧٧	٢١٧٠	٢١٦٦
٢١٧١	٢١٦٥	٢١٦٤	٢١٧٤

কঠিন রোগের জন্য তদবীর

যে কোন কঠিন রোগের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া ব্যাবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে রোগমুক্ত হইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

النوائب	وغم	يا محمد	ناد عليا
بنبوتك	مظهر	فى	سينجلى
العجائب	ياعلى ياعلى	كل	لك
هم	عونا	تجده	بولايتك

যে কোন রোগ সেফার তদবীর

যে কোন রোগের জন্য নিম্নের মোবারক নকশাটি কাগজে লিখিয়া রোগগ্রস্থ লোকের গলায় বাঁধিয়া দিলে, রোগ আরগ্য হইবে। নকশা এইঃ

وكفى باالله عليما	وكفى باالله شهيدا	وكفى باالله حسيبا	وكفى باالله نصيرا	وكفى باالله وكيلا	وكفى باالله وليا
وكفى باالله شهيدا	وكفى باالله وليا	وكفى باالله نصيرا	وكفى باالله عليما	وكفى باالله حيبا	وكفى باالله وكيلا
وكفى باالله وليا	وكفى باالله عليما	وكفى باالله وكيلا	وكفى باالله شهيدا	وكفى باالله نصيرا	وكفى باالله حسيبا
وكفى باالله نصيرا	وكفى باالله وكيلا	وكفى باالله سيبا	وكفى باالله عليما	وكفى باالله وكيلا	وكفى باالله شهيدا
وكفى باالله حسيبا	وكفى باالله نصيرا	وكفى باالله وليا	وكفى باالله وكيلا	وكفى باالله شهيدا	وكفى باالله عليما
وكفى باالله وليا	وكفى باالله شهيدا	وكفى باالله شهيدا	وكفى باالله وليا	وكفى باالله عليما	وكفى باالله نصيرا

যে কোন রোগ আরগ্যের তদবীর

যে কোন রোগগ্রস্ত লোকের জন্য নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া আতর মাখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ ভাল হইবে। নকশাটি এইঃ

৭৮৬

رحيم	من ر ب	قولا	سلام
سلام	قولا	من ر ب	رحيم
من ر ب	رحيم	سلام	قولا
قولا	سلام	رحيم	من ر ب

যে কোন রোগ মুক্তির তদবীর

যে কোন রোগের জন্য বিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ মুক্ত হইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

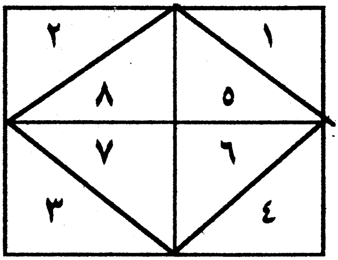

যাবতীয় রোগ মুক্তির তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া যে কোন বিমারগ্রস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে বিমারমুক্ত হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٩٠٧١	٩٠٦٦	٩٠٦١	٩٠٧٢
٩٠٦٥	٩٠٦٨	٩٠٧٥	٩٠١٢
٩٠٧٤	٩٠٦٣	٩٠٦٤	٩٠٦٩
٩٠٢٠	٩٠٧٣	٩٠٧٠	٩٠٦٧

যে কোন বিমারের জন্য একটি মোবারক নকশা

যে কোন বিমার গ্রস্ত ব্যক্তির জন্য নিম্নোক্ত মোবারক নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর

রহমতে বিমার মুক্ত হইয়া সুস্থ হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

يا سلام ١٢٤٩٢٢٣٦٨ يا مؤمن	يا مالك ١٢٤٩٢٢٣٨١ يا قدوس	يا رحيم ١٢٤٩٢٢٣٧٤ يا كريم	يا الله ١٢٤٩٢٢٣٦١ يا رحمن
يا عزيز ١٢٤٩٢٢٣٧٣ يا غفار	يا حفيظ ١٢٤٩٢٢٣٦٢ يا حافظ	يا رافع ١٢٤٩٢٢٣٦٧ يا نافع	يا خالق ١٢٤٩٢٢٣٧٢ يا بارى
يا ستار ١٢٤٩٢٢٣٦٣ يا غفار	يا هادى ١٢٤٩٢٢٣٧٦ يا ودود	يا جامع ١٢٤٩٢٢٣٦٩ يا وهاب	يا مجيب ١٢٤٩٢٢٣٦٦ يا قريب
يا غنى ١٢٤٩٢٢٣٧٠ يا عزيز	يارزاق ١٢٤٩٢٢٣٧٠ يا عزيز	يا رب ١٢٤٩٢٢٣٦٤ يا بر	يا خبير ١٢٤٩٢٢٣٧٥ يا لطيف

অষ্টম অধ্যায়

চোরের যাবতীয় তদবীর, হারানো বস্তু ফেরৎ পাওয়ার তদবীর এবং যৌন শক্তি বৃদ্ধির তদবীর।

চোর চিনিবার তদবীর

একটি পিতলের বদনায় লোবান জ্বালাইয়া ধুনাদিয়া উহার চার পার্শ্বে প্রধান চার ফিরেস্তার যথা জিব্রাঈল (আঃ) মিকাঈল (আঃ) ইস্রাফীল (আঃ) ও জিব্রাঈল (আঃ) এর নাম লিখিয়া লইবে। তাহার পর যাহাদিগকে সন্দেহ হয় তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে দুইজনকে সামনা সামনি বসাইয়া তাহাদের শাহাদত অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা বদনাটি উচুঁ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে এবং সন্দেহকৃত একেক জনের নাম আলাদা ভাবে লিখিয়া একটি করিয়া নামের কাগজ বদনার ভিতরে রাখিয়া সুরায় ইয়াছীন প্রথম হইতে পড়া শুরু করিয়া "ওয়া জাআ'লানী মিনাল মুকর-ামীন" পর্যন্ত পাঠ করিয়া বদনার ভিতরে দম করিবে। যাহার নামে বদনা ঘুরিবে তাহাকেই চোর মনে করিবে।

চোর ধরিবার উপায় বা তদবীর

চোর ধরিবার জন্য বা চোরকে চিনিবার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে ইক্ষুর (কুসাইরের) উপর দম করিবে। তারপর উক্ত ইক্ষু যাহাদের উপর চুরির সন্দেহ হয় তাহাদিগকে খাইতে দিবে। আল্লাহর রহমতে যে চোর হইবে তাহার পেটে ভীষণ বেদনা আরম্ভ হইবে। আয়াত এইঃ-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ *

উচ্চারণঃ ওয়াচ্ছারেকু ওয়াচ্ছিরেক্বাতু ফাক্বত্বাউ' আইদিয়া হুমা জাযাআম্ বিমা কাছাবা নাকালাম্ মিনাল্লাহি, ওয়াল্লাহু আযীযুন হাকীম।

চোর চিনিবার উপায় বা তদবীর

নিম্নোক্ত তাবিজটি কতগুলি আটার রুটির উপর লিখিয়া যাহাদের উপর চুরির সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে একত্র করিয়া একেকজনকে একটি করিয়া রুটি খাইতে দিবে। যে ব্যক্তি প্রকৃত চোর হইবে তাহার গলায় রুটি আটকাইয়া যাইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি চুরির কথা স্বীকার না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ রুটি গলা হইতে পেটের ভিতর যাইবে না।

فلو لا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون - بصرو
في درزبان خشك شود *

চোর চিনিবার আশ্চর্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া গরম ভাতের মধ্যে রাখিয়া দিবে। এবং যে সকল লোকদিগকে চুরির সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে ঐ ভাত খাইতে দিবে। যে ব্যক্তি প্রকৃত চোর হইবে সে ঐ ভাত গিলিতে পারিবে না, তাহার গলায় ভাত আটক হইয়া যাইবে । নকশাটি এইঃ-

ط ||| ـ | ـ

لابد سمد لاجها ص ه

صـــــه

٩ ح ط ـ ح ء

خا لـــــــمصها

চোর ধরিবার পরিক্ষিত তদবীর

নিম্নের আয়াত একখানা কাগজে লিখিয়া একটি গাভীর বাচ্চার (বাছুরের) গলায় বাঁধিয়া দিবে। তারপর যাহাদের উপর চুরির সন্দেহ হয়,

তাহাদের মধ্য হইতে একের পর একজনের হাত উক্ত গাভীর বাচ্চার শরীরে রাখিতে বলিবে। যে লোক চুরি করিয়াছে তাহার হাত গাভীর বাচ্চার শরীরে লাগিবামাত্র আল্লাহর রহমতে ঐ বাচ্চা ডাকিয়া উঠিবে। আয়াত এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم - ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم وذلة فى الحيوة الدنيا وكذالك نجزى المفترين *

চোর মালসহ হাযির করার তদবীর

নিম্নোক্ত নকসাটি একখানা গোলাকার কাগজে লিখিয়া উহার মাঝখানে একটি সুইচ বিদ্ধ করিবে এবং মুখে বলিবে "চোরের চোখ, কলিজা ও নাভী ফুড়িয়া দিলাম"। তারপর ঐ সুইচটির ছিদ্রের ভিতরে অন্য একটি বড় সুইচের মাথা ঢুকাইয়া এই বড় সুইচটিকে এমনি ভাবে মাটির মধ্যে গড়িবে যেন কাগজ খানা ঝুলান অবস্থায় থাকে। ইহার পর উহাকে সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া সূরায় ইয়াছীন ইয়াছীন পাঠ করিতে থাকিবে। কিছুক্ষণ ঐ সুরা পড়িতে থাকিলে উক্ত কাগজখানা ঘুরিতে থাকিবে। যতক্ষণের মধ্যে চোর মাল নিয়া হাযির না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সূরা বারবার পাঠ করিতেই থাকিবে। আল্লাহর রহমতে চোর মালসহ উপস্থিত হইবে। প্রকাশ থাকে যে ফলান চীজ্‌এর স্থানে মালের নাম এবং ফালান আদমী স্থানে চোরের নাম লিখিতে হইবে। নকশাটি এইঃ-

ی س و ا ل ق ر ن ح ك ع ط م

	فلان چيز فلان ادمى	

ت ز ذ ب لا ف ع د ث ج خ ش ص ظ

চোরের পরিচয় জানার তদবীর

রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে পূর্ণ ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত নিম্নের দোয়াটি সাতবার পাঠ করিয়া নিদ্রা গেলে, আল্লাহর রহমতে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের মাধ্যমে যাবতীয় অবস্থা জানিতে পারিবে। ইহার দ্বারা চোরের পরিচয় ও মালের সন্ধান পাইয়া যাইবে। সাতদিন পর্যন্ত একাধারে এই আমল করিলে আল্লাহর রহমতে চোর মাল নিয়া উপস্থিত হইবে। দোয়া এইঃ–

سَيَقُوْلُوْا لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ - قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - اِنْ اَرَادَبِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا - بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا - بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا - وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا *

মালসহ চোর উপস্থিত করার তদবীর

নিম্নের আমল করিলে আল্লাহর রহমতে চোরাই মালসহ চোর উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই আমলে পবিত্র কোরআন পাকের বেকদর হয় বিধায় বিশেষ কারণ বা বিপদ ব্যতীত এই আমল না করা উত্তম। আমলটি এইঃ–

এমন একখানা কোরআন শরীফ যোগাড় করিবে যাহার ভিতরে سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ আয়াতটি একই ছতরের ভিতরে মৌজূদ আছে। তারপর লোবান জ্বালাইয়া ঘরকে সুবাসিত করিয়া পাক জায়গায় বসিয়া সুরায় ইয়াছীন পড়িয়া একখানা চাকু বা ছুরীর উপর দম করতঃ উহা প্রজ্জলিত লোবানে গরম করিবে। এই প্রকারে সুরায় ইয়াছীন তিনবার পড়িয়া দম করিয়া ছুরী বা চাকু খানা তিনবার গরম করিবে। অতঃপর উক্ত চাকু বা ছুরীর ধারাল কিনারা سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ আয়াতটির

তিনটি মীমের উপর রাখিয়া ঐ অবস্থায় কোরআন শরীফ বন্ধ করিয়া জুজদানে ভাল ভাবে বান্ধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ঝুলাইয়া রাখার সময় মুখে মুখে বলিবে আমি অমুক মালের চোরের জ্ঞান, হুশ ও তদবীরকে এই সূরার মোয়োকেকল দ্বারা বাঁধিতেছি যেন সে এখানে মালসহ উপস্থিত হয়।

হারানো মাল ও পলাতক লোককে ফেরত পাওয়ার তদবীর

কোন লোক পালাইয়া গেলে বা নিখোঁজ হইলে অথবা কোন মালছ–ামানা হারাইয়া গেলে, উহা তালাশ করার সময় নিম্নের দোয়া বেশী পরিমানে বার বার পাঠ করিতে থাকিলে, আল্লাহর রহমতে উক্ত মাল বা লোক উদ্ধার লাভ করিবে। আয়াত এইঃ–

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيْهِ - اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ - اِجْمَعْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ كَذَا *

উচ্চারণঃ ইয়া জামেউ'ন্নাছি লিইয়াওমিল্ লা–রাইবা ফীহে, ইন্নাল্লাহা লাইউখ্‌লিফুল মীআ'দ। এজমাঅ'বাইনী ওয়া বাইনা কাযা।

প্রকাশ থাকে যে 'কাযা' كذا শব্দের স্থানে হারানো মাল বা লোকের নাম বলিবে।

চোরের উৎপাত হইতে বাঁচার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত গুলি প্রত্যহ পাঠ করিলে, চোরের উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আয়াত এইঃ–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمٰنَ - اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - وَلَاتَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا - وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا *

উচ্চারণঃ ক্বুলিদউ'ল্লাহা আওয়িদউ'র রাহ্‌মানা। আইয়ামান তাদউ'

ফালাহুল আছমাউ'ল হুছনা, ওয়ালা তাজ্‌হার বিছালাতিকা ওয়ালা তুখাফিত বিহা ওয়াব্‌তাগি বাইনা যালিকা ছাবীলা। ওয়া কুলিল হামদু লিল্লাহিল্লাযী লাম্ ইয়াত্তাখিয্ ওয়ালাদান্ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল্ মুলাকি ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিয়্যিম মিনাজ্জুল্লে ওয়া কাবিরহু তাকবীরা।

চোরের উপদ্রব হইতে বাঁচার তদবীর

মাটির তৈয়ারী পাত্রের চারখানা ভাঙ্গা চারা বা টুকরা লইয়া উহার উপরে নিম্নোক্ত দোয়া লিখিয়া বাড়ীর অথবা ঘরের চার কোনায় এমনি জায়গায় পুতিয়া রাখিবে যাহাতে উহার ভিতরে পানি না পৌছায়। আল্লাহর রহমতে চোরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবে। দোয়া এইঃ–

উত্তর পশ্চিম কোনায় – الله عدة

দক্ষিণ পশ্চিম কোনায় – عند كل شدة

পূর্ব পশ্চিম কোনায় – حسبى الله وحده

উত্তর পশ্চিম কোনায় – اليس الله بكاف عبده

হারানো জিনিষ ফেরত পাইবার তদবীর

سُورَةُ وَالضُّحٰى সুরায় ওয়াদ্দোহা গোলাকার ভাবে লিখিয়া মাঝ খানের খালি স্থানে হারানো জিনিষের নাম লিখিয়া যে কোন গাছের ডালে লটক–াইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে হারানো জিনিষ ফেরৎ পাইবে।

হারানো লোক বা বস্তু ফেরৎ পাওয়ার তদবীর

কোন লোক বা বস্তু হারানো গেলে একটুকরা কাগজে بحق شيخ فريد شكر گنج লিখিয়া কাগজ খানা একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে হারানো লোক বা বস্তু ফেরত পাইলে, ঐ পাথরের ওজন পরিমান জিলাপী অথবা বাতাশার উপর শেখ ফরিদ শকর গঞ্জের নামে ফাতেহা দিয়া উহা মিছকিনদেরকে খাওয়াইবে।

হারানো বস্তু বা লোক ফেরৎ পাওয়ার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত দোয়াটি সাতদিন পর্যন্ত প্রত্যহ এক হাজার বার পাঠ করিলে হারানো বস্তু বা লোককে ফেরত পাইবে। দোয়াটি এইঃ–

أَصْبَحْتُ فِيْ جِوَارِ اللّٰهِ وَأَمْسَيْتُ فِيْ أَمَانِ اللّٰهِ *

উচ্চারণঃ আছ্‌বাহ্‌তু ফী জাওয়ারিল্লাহে ওয়া আমছাইতু ফী আমানিল্লাহে।

চোর ধরিবার তদবীর

কোন লোকের মালপত্র চুরি হইয়া গেলে চোরকে চিনিবার জন্য নিম্নোক্ত অক্ষরগুলি কাগজে লিখিয়া শুইবার বালিশের নীচে রাখিয়া নিদ্রা গেলে স্বপ্নের মাধ্যমে চোরকে দেখিতে পাইবে। অক্ষরগুলি এইঃ–

هج ه ٦ ه عد ع

চোরাই মালপত্র পাওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত নকসাটি কাগজে লিখিয়া অন্ধকার জায়গায় পাথর দ্বারা চাপা দিয়া রাখিলে, চোরাইমাল ফেরত পাওয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٤٤٦	٤٥٠	٤٥٣	٤٣٩
٤٥٢	٤٤٠	٤٤٥	٤٥١
٤٤١	٤٥٥	٤٤٨	٤٤٤
٤٤٩	٤٤٣	٤٤٢	٤٥٤

চুরী যাওয়া মাল ফেরত পাওয়ার তদবীর

নিম্নের নক্সাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া পানির ভিতরে দাফন করিয়া ফেলিবে। আল্লাহর রহমতে শিঘ্রই মালের খোজ খবর পাইবে। নকশাটি এইঃ–

٨٧٦

٦	٧	٣
١	٥	٩
٨	٢	٤

চোর চিনিবার ফলদায়ক তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত আটার রুটির উপর লিখিয়া সন্দেহ ভাজন লোকদিগকে উহা খাইতে দিবে। যে লোক প্রকৃত চোর হইবে সে ঐ রুটি গিলিতে পারবে না। গলায় আটক হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ–

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ - يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَّمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ - اَللّٰهُ الَّذِىْ
يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ -
وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ *

চোর ধরিবার উত্তম তদবীর

বাড়ীর অথবা দোকানের কোন মাল ছামানা চুরি হইয়া গেলে, চার কোনা বিশিষ্ট একটি বড় লোহার পেরেক লইয়া উহার একদিকে يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ লিখিবে। দ্বিতীয় পার্শ্বে وَالْقُرْاٰنِ লিখিবে। তৃতীয় দিকে قٓ وَالْقُرْاٰنِ লিখিবে এবং চতুর্থ দিকে هٰذَا الْيَوْمَ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ * লিখিবে। তারপর মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া উক্ত আয়াত গুলি পাঠ করিতে থাকিবে। অতঃপর যাহাদিগকে চুরির জন্য সন্দেহ করিবে তাহাদিগকে একের পর একজন করিয়া উক্ত পেরেকের উপর দাড়াইতে বলিবে। যে লোক প্রকৃত চোর হইবে সে ব্যক্তি ঐ পেরেকের উপর দাড়াইতে পারিবে না।

মাল চুরি না যাওয়ার তদবীর

যদি নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মালের ভিতরে রাখা হয় তবে ঐ মাল চুরি যাইবে না এবং ঐ মাল চোর নিয়া যাইতে পারিবে না। আর মাল পোকায় ধরিবে না। নক্সাটি এইঃ–

يا ناصر ٧٨٦ يا حافظ

٨ ٣٤١	١١ ١٤٩	١٤ ١٦٩	٩٨٩
١٣ ١٦٨	٣ ٩٩٠	٧ ٣٤٠	١٢ ٢٦٠
٣ ٩٩١	١٦ ١٧١	٩ ٢٤٧	٦ ٣٣٩
١٠ ٢٤٨	٥ ٣٣٨	٤ ٩٩٢	١٥ ١٧٠

يا رحيم يا قدوس

চোর চিনিবার অন্য তদবীর

চোর চিনিবার জন্য ভোরবেলা একটি পাথরের উপর অথবা ঐ জাতীয় কোন শক্ত সাদা বস্তুর উপর একখানা তস্তরী রাখিবে। অতঃপর সাতবার আয়াতুল কুরছি পাঠ করিয়া প্রতিবারে ঐ তস্তুরীর উপর দম করিবে। ইহার পর যাহাদিগকে চুরির জন্য সন্দেহ হয় তাহাদের একের পর একজনের হাত উক্ত তস্তরীর উপর রাখিতে বলিবে। যেই লোক প্রকৃত চোর হইবে তাহার হাত তস্তরীতে রাখা মাত্র উহা বাজিতে থাকিবে। তখন চোরকে চিনিয়া ফেলিবে।

হারানো মাল পাইবার তদবীর

কাহারও কোন মালছামানা হারাইয়া গেলে সে ব্যক্তি প্রথমে দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবে। নামাজের প্রথম রাকয়াতে সুরায় ফাতেহার পর সুরায় ওয়াদ্দোহা পাঠ করিবে এবং দ্বিতীয় রাকরাতে আলাম নাশরাহ্ পাঠ করিবে। ছালাম শেষ করিয়া উভয় হাত তুলিয়া নিম্মোক্ত দুরুদ শরীফ ও দোয়া পাঠ করিয়া মোনাজাত শেষ করিবে। আল্লাহর রহমতে হারান মাস সঙ্গে ফেরত পাইবে। দরূদ ও দোয়া এইঃ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ - يَاهَادِىَ الْمُضِلِّيْنَ اُرْدُوْا عَلَىَّ ضَالَّتِىْ بِعِزَّتِكَ وَبِسُلْطَانِكَ فَاِنَّمَا هُوَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ *

যৌনশক্তি বৃদ্ধির তদবীর

যদি কাহারো যৌনশক্তি কমিয়া যায় তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি দৈনিক সাতবার করিয়া পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। দোয়াটি এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا صَمَدُ يَا وَتْرُ اَنْ تُعَافِيَنِىْ مِنَ الْعُنَّةِ وَتُقْدِرَلِىْ عَلَى الْجِمَاعِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কাফ্–হা–ইয়া আইন ছোয়াদ্ হা–মীম্ আইন–ছীন ক্বাফ্ ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়্যুমু ইয়া ছামাদু ইয়া ওয়াত্‌রু আন্ তুআ'ফিয়ানী মীনাল আ'নাতে ওয়া তাক্বদিরালী আলাল জেমাএ। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী আজ্‌মায়ীন।

মর্দামী শক্তি বৃদ্ধির তদবীর

মর্দামী শক্তি কমিয়া গেলে, স্ত্রীকে খুশী করতে অপারগ হইলে নিম্নোক্ত তাবিজ দুইটি আলাদা ভাবে দুইটি পানের উপর লিখিয়া এক তোলা খাঁটি মধূ ও অল্প পরিমান মেশক ও জাফরান মিলাইয়া দুইদিনে দুইটি পান খাইবে। আল্লাহর রহমতে মর্দামী শক্তি বাড়িয়া যাইবে।

প্রথম দিনে খাইবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَا قَيُّوْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اِلٰهِىْ بِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ وَّفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَّحُسَيْنٍ اَنْ تُعَافِيَنِىْ مِنَ الْعَنَةِ وَتَقْدِرَلِىْ عَلَى الْجِمَاعِ الْحَلَالِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

দ্বিতীয় দিন খাইবে–

حٰمٓ عٓسٓقٓ يَاصَمَدُ يَافَرْدُ يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - اِنْ تُعَافِيَنِىْ مِنَ الْعَنَةِ وَتَقْدِرَلِىْ عَلَى الْجِمَاعِ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

যৌনশক্তি কমিয়া গেলে তাহার তদবীর

কাহারও স্ত্রী সহবাসে শক্তি কমিয়া গেলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া জিহ্বার নীচে অথবা কোমরে বাঁধিয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

و	ن	ن	ما
ما	د	د	ص
س	و	ى	ع
م	ن	هـ	ع

সহবাসের শক্তি বৃদ্ধির তদবীর

নিম্নের নকশাটি কুড়ালের উপর লিখিয়া আগুনের মধ্যে পোড়াইবে এবং উহার উপরে প্রশ্রাব করিবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

محلے٦	كفى١	علم٨
حق٧	لول٥	سم٣
طم٢	عم٩	بامم٤

পুরুষত্বহীনতার তদবীর

কোন লোক যাদু টোনার কারণে অথবা শারীরিক কারণে পুরুষত্বহীন হইয়া যায়, তবে আটটি বরই পাতা শীল পাথরে পিশিয়া এক বালতি পানিতে মিশ্রিত করিবে। তারপর আয়াতুল কুরছী ও কুল আউযু বিরাবিবল ফালাক্ব সুরা এবং কুল আউযু বিরাবিবনাছ সুরা পাঠ করিয়া আলাদা ভাবে ফুঁক দিবে। উহার পর উক্ত পানি নিজ জিহ্বা দ্বারা তিনবার চাটিয়া খাইবে এবং বাকী পানি দ্বারা গোছল করিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ আরগ্য হইবে।

পুরুষত্ব লাভের তদবীর

যাহার পুরুষত্ব শক্তি কমিয়া গিয়াছে সে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত পানি খাইবে। এই আমল কয়েকদিন পর্যন্ত করিবে। আল্লাহুর রহমতে পুরুষত্ব শক্তি ফিরিয়া পাইবে। আয়াতটি এইঃ–

وتركنو بعضهم يومئذ يموج فى بعض

দেরীতে বীর্যপাত হইবার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সুর্যগ্রহনের সময় কোমর সমান পানিতে নামিয়া দাড়াইয়া কাগজে লিখিবে। তারপর স্ত্রী সহবাসের পূর্বে পিঠের উপর বাঁধিয়া রতিকার্যে লিপ্ত হইলে কোন অবস্থায়ই বীর্য বাহির হইবে না। যদি ঐ তাবিজ পিঠের উপর হইতে আনিয়া নাভীর উপর রাখে, তখন বীর্যপাত হইবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

٣٦٦	٢.٢٦.٢	٢٧٥
٢٢٢	٣٣.	٢٥٢
٢٤٧	٤	٢٧٦

যৌনশক্তি বৃদ্ধির উপায়

অজুকরতঃ পবিত্র হইয়া দুইটি মুরগীর ডিম সিদ্ধ করিয়া খোশা ফেলিয়া একটির উপর নিম্নোক্ত ১নং তাবিজটি লিখিয়া স্বামী খাইবে এবং অন্যটির উপর ২নং তাবিজটি লিখিয়া স্ত্রীকে খাওয়াইবে। ইহাতে যৌন শক্তি অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পাইবে।

১ নং তাবিজ– وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

২ নং তাবিজ– وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ

যৌনশক্তি বৃদ্ধির অন্য তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি চিনা মাটির বরতনে সুরায় "বাইয়েনাহ্" সম্পূর্ণ লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত পানি কয়েকদিন পর্যন্ত পান করিলে, আল্লাহর রহমতে যৌনশক্তি অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। এই আমল স্ত্রীর জন্য করিলেও আশ্চর্যজনকভাবে ফল পাইবে।

যৌনশক্তি কমাইবার তদবীর

যদি কোন লোক বিবাহ না করিয়া থাকে অথবা স্ত্রী মারা গিয়াছে কিংবা স্ত্রী সহবাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় পুরুষের যৌনশক্তি কমাইবার জন্য আল্লাহতায়ালার নিরানব্বই নামের ভিতরে যে সকল নামের মধ্যে ى অক্ষর আছে যেমন قدير- عليم- خبير- بصير كريم - ইত্যাদি নাম সমূহ বাছাই করিয়া চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি সকালে পান সাতদিন পর্যন্ত করিলে যৌন শক্তি কমিয়া যাইবে।

যাদুর কারণে যৌনশক্তি নষ্ট হইলে উহার তদবীর

যদি কোন দুষ্ট লোক যাদু করিয়া কাহারও যৌনশক্তি রহিত করিয়া থাকে, তবে তিনটি মুরগীর ডিম সিদ্ধ করিয়া খোসা ফেলিয়া নিম্নোক্ত তাবিজ তিনটি আলাদা ভাবে তিনটি ডিমের উপর লিখিয়া তিনদিনে তিনটি খাওয়াইলে আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর দূর হইয়া যাইবে এবং পূর্বের যৌন শক্তি ফিরিয়া পাইবে।

১ নং তাবিজ- قَالَ مُوْسٰى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ *

২ নং তাবিজ- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا - فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ - اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ *

৩ নং তাবিজ- وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا *

স্ত্রী সঙ্গমে স্বল্প সময়ে বীর্যপাত না হওয়ার তদবীর

স্ত্রীদের সহিত সঙ্গম কালে পুরুষ লোকগন স্ত্রীদের পূর্বেই উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বামীর উত্তেজনা যখন চরম অবস্থায় পৌছে হয়তঃ স্ত্রীর

উত্তেজনা তখন শুরু হয়। এমনি অবস্থায় পুরুষের বীর্যপাত হইবার কারণে যখন স্বামী নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখন স্ত্রী ভীষণভাবে অস্বস্তি অনুভব করে। কোন কোন সময় এহেন অবস্থায় স্ত্রী বেচারী ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যে সকল স্বামীর দ্বারা স্ত্রীদের যৌন তৃপ্তি মেটে না তাহাদিগকে কোন স্ত্রীই পছন্দ করিতে পারে না। এই জন্য স্বামীর বীর্যপাত যাহাতে খুব তাড়াতাড়ি না ঘটে সেইজন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া স্বামীর কোমরে বাঁধিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিবে। আল্লাহর ইচ্ছায় বীর্যপাত দেরিতে হইবে এবং মিলনে উভয়ে আনন্দ পাইবে। ইহা একটি পরীক্ষিত তদবীর। তাবিজটি এইঃ–

٧٨٦

١١ ١١ ٤ ١١١ و ١١١ ے ١١١ ك ١١٩ ١١٩ م
هے اءو ١١١ ١١ هم ح ١١ ١٩ ط اك ١١
وے ء١ م و لا لا لا ١١١٩ ٢٢١٥ و ١١ ء ١١
م ا لا م ح ١ ط ٣ وهے ١١ ١١ عا ١ ء

যৌন দুর্বলতা দূর করিবার তদবীর

পুরুষদের পুরুষত্ব কমিয়া যাওয়ার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে। স্ত্রীর সহিত বেশী বেশী সঙ্গম করিলে যৌনশক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে, বৃদ্ধা বা বয়স্ক নারীদের সহিত অল্প বয়স্ক যুবক সঙ্গম করিলে পুরুষত্ব কমিয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বারবার স্বপ্ন দোষের কারণে ও হস্তমৈথুনের জন্য পুরুষত্ব কমিয়া থাকে। এই সকল কারণে পুরুষগণ দাম্পত্য জীবনে কখনই সুখী হইতে পারে না। এবং তাহাদের স্ত্রীগণও আনন্দ পায় না। অতএব এই সকল অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি

হরিণের চামড়ায় লিখিয়া পুরুষের ডাইন হাতে বাঁধিবে। আল্লাহর রহমতে যৌন দুর্বলতা দুর হইয়া পুরুষত্ব শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তাবিজটি এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم - اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم - ربنا ما خلقت هذا باطلا - سبحانك فقنا عذاب النار *

দেরীতে বীর্যপাত হওয়ার তদবীর

স্ত্রী সহবাসে দেরীতে বীর্যপাত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া কোমরে বাঁধিয়া স্ত্রী সহবাস করিলে দেরীতে বীর্যপাত হইবে। আর যদি বীর্যপাত আদৌ না হয় হবে তাবিজটি খুলিয়া ফেলিলেই সহজে বীর্যপাত হইয়া যাইবে। তাবিজটি এইঃ-

الله موز وتجادات موه ١١ ءة ددوع٥لاخان مان -

স্বপ্নদোষ বন্ধ হইবার তদবীর

সূরায়ে নূর (সম্পুর্ণ) কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে স্বপ্নদোষ বন্ধ হইয়া যাইবে। আর এই সূরা লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া সেই পানি পান করিলে স্ত্রী সঙ্গমের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে।

স্ত্রীলোকের যৌনশক্তি বৃদ্ধির তদবীর

কোন মেয়ে লোকের যৌন শক্তি কমিয়া গেলে জাফরান ও মেশক মিশাইয়া গোলাব পানি দ্বারা কালি বানাইয়া সুরায়ে "লামইয়া কুনিল্লাজীনা" সম্পুর্ণ চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া ঐ পানি পান করিলে আল্লাহর রহমতে স্ত্রী লোকের যৌন কামনা বৃদ্ধি পাইবে।

নবম অধ্যায়

সাপ বিচ্ছুর দংশন, জীবজন্তুর আক্রমণ, ইঁদুর ও পোকামাকড়ের উৎপাত ও ফসল রক্ষা এবং গরু ছাগলের দুধ বৃদ্ধির তদবীরঃ

সাপের বিষ নষ্ট করার তদবীর

একটি রূপার মুদ্রা লইয়া যে পিঠে রাষ্ট্রের মোহার অংকিত তাহার উল্টা দিকে নিম্নের আয়াত বিশবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে ফুঁক দিয়া সাপের দংশিত স্থানে চাকু দ্বারা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া উক্ত স্থানে মুদ্রাটি চাপিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে মুদ্রাটি সমস্ত বিষ চুষিয়া বাহির করিয়া লইবে। আয়াত এইঃ

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ ছালামুল আ'লা নূহিন্ ফীল আ'লামীন্।

সাপের বিষ ও যাবতীয় জন্তুর বিষ নষ্ট করার তদবীর

নিম্নোক্ত সাত ছালাম সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে দংশিত স্থানে দম করিবে। আল্লাহর রহমতে বিষের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। সাত ছালাম এইঃ-

(١) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ- (٢) سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ
(٣) سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ (٤) سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ (٥) سَلَامٌ
عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ (٦) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ (٧) سَلَامٌ
هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

উচ্চারণ ঃ (১) ছালামুন ক্বাওলাম মির রাব্বির রাহীম, (২) ছালামুন আলা নূহিন ফীল আ'লামীন, (৩) ছালামুন আ'লা মূছা ওয়া হারূন, (৫) ছালামুন আ'লা ইল্‌ইয়াছীন, (৬) ছালামুন আ'লাইকুম ত্বিব্‌তুম ফাদ্‌খুলূহা খালেদীন, (৭) ছালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলাই'ল ফাজরি।

সাপের বিষ নষ্ট করার অন্যতদবীর

নিম্নোক্ত সূরা সমুহ সাতবার করিয়া পাঠ করিয়া প্রতিবারে সাপের

কাটা স্থানে দম করিবে। আল্লাহর অসীম রহমতে সাপের বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। সুরা সমুহ এইঃ (১) আয়াতুল কুরছী সাতবার (২) সুরা তাকাছুর সাতবার, ৩। সুরায়ে কাফেরূন সাতবার, ৪। সুরায়ে এখলাছ সাতবার, ৫। সুরায়ে ফালাক্ব সাতবার, ৬। সুরায় নাছ সাতবার ৭। সুরায় ফাতেহা সাতবার।

সাপ বিচ্ছু দংশন করিলে উহার তদবীর

পার্শ্বের নকশাটি লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

٧	٢	٩
٨	٦	٤
٣	١٠	٥

সাপে কাটা রোগীর তদবীর

পার্শ্বের নকসাটি কাগজে লিখিয়া ইক্ষু স্তরের ভিতরে ভরিয়া গুলি বানাইয়া রোগীকে খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

٧٨٦

و	هو	ح	و
مسك	و	ب	ه
لو	حمق	اب	اوء
مرك	من	عرم	ح ح ت

বিচ্ছুর দংশনের তদবীর

নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠকরিয়া দংশিত স্থানে দম করিলে, আল্লাহর রহমতে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। মন্ত্রটি এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ شَجَّةٌ قَرِيْنَةٌ مُلْحَةٌ بَحْرٍ تَفْطًا سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি শাজ্জাতুন ক্বারিনাতুন মুলহাতুন বাহ্‌রিন তাফত্বা ছালামুন আলা নুহিন ফীল আ'লামীন।

বিচ্ছুর বিষ দমনের তদবীর

যদি কোন লোককে বিচ্ছু দংশন করে তবে নিম্নোক্ত সূরায়ে নাছ নিম্নরূপে কাগজে লিখিয়া দংশিত লোকের সঙ্গে বাঁধিয়া দিবে আল্লাহর রহমতে বিচ্ছুর বিষ দমন হইয়া যাইবে। সুরায় নাছ এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ- مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ وَالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ - اَلنَّاسِ وَالنَّاسِ فِيْ صُدُوْرِ النَّارِسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

বিচ্ছুর বিষ নষ্ট করার তদবীর

নিম্নোক্তর মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দংশিত স্থানে দম করিলে আল্লাহর রহমতে বিচ্ছুর বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। মন্ত্রটি এইঃ

آدھی روٹی اوپر ساگ- اوتر بچھو مارگ لاگ- نہ اتر یے
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آن-

উচ্চারণ ঃ আধি রুটি উপর ছাগ, উতর বিচ্ছুর মারগলাগ, না উৎরে তু হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী কি আন্‌।

বিচ্ছুর বিষ ঝাড়িবার তদবীর

কোন লোককে বিচ্ছু দংশন করিলে সুরায় আলাম নাশরাহ্‌ লাকা পাঠ করিয়া দংশিত স্থানে দম করিবে। বিষ যেখানেই যাইবে সেখানে দম

করিবে। আর সূরাটি পাঠ করার সময় "আনকাদা যাহ্‌রাকা" শব্দ দুইটি বাদ দিয়া পাঠ করিবে। সূরাটি এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ- فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

বিচ্ছুর দংশন হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর

পার্শ্বের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরের সঙ্গে রাখিলে, আল্লাহর রহমতে বিচ্ছুর দংশন হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ–

٣٢٢	٦٤	١١٠	١٣١
العلمين	نوح فى	على	سلام
١٠٩	١٣٢	٣٢١	٦٥
١٣٣	١١٢	٦٢	٣٢٠
٦٣	٣١٩	١٣٤	١١١

সাপ ও বিচ্ছু দমন করিবার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত মহরম মাসের প্রথম দিনে কাগজে অথবা চিনা বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া ঐ পানি ঘরের সর্বত্র ছিটাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সাপ ও বিচছুর উৎপাত দমন হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ-

মশা, মাছি ও পিপড়ার উৎপাত বন্ধের তদবীর

যেই ঘরে কিংবা দোকানে মশা মাছি ও পিপড়ার উৎপাত খুব বেশী হয়, সেই ঘরের চতুর্কোণে নিম্নোক্ত তাবিজটি চারটি কাগজে লিখিয়া

লটকাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মশা, মাছি ও পিপড়ার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবে। তাবিজটি এইঃ

يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ - صٓ وَالْقُرْاٰنِ- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكَ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ- اِذْهَبْ الْبَقُّ وَالْبَرْغُوْثُ- وَالنَّمْلُ بِاِذْنِ الْمَلِكِ الْحَقِّ وَبِاَلْفِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

মশার উপদ্রব বন্ধের তদবীর

কোন স্থানে মশার উপদ্রব ভীষণ ভাবে বাড়িয়া গেলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিয়া চতুর্দিকে দম করিবে। আল্লাহর রহমতে মশার উপদ্রব বন্ধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اِسْتَوْدَعُ اللّٰهُ نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ وَاَهْلِىْ وَمَا لِىْ وَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًاوَّ هُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এছতাওদাউল্লাহা নাফছী ওয়া দীনী ওয়া আহলী ওয়ামালী, ওয়াল্লাহু খাইরুন হাফেজাঁও ওয়া হুয়া আরহামুর রাহেমীন।

মশার উৎপাত দূর করার তদবীর

মশার উৎপাত বাড়িয়া গেলে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিয়া সেই স্থানে চতুর্দিকে দম করিবে। আল্লাহর রহমতে মশার উৎপাত বন্ধ হইয়া যাইবে। দোয়াটি এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ دِمَائِ مَعَ دِمَائِكُمْ وَدِمَائِكُمْ مَعَ دِمَائِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি দিমাই মব্দআ’ দিমাইকুম, ওয়া দিমাউকুম মাআ’ দিমই, আলহামদু লিল্লাহি বাইনানা ওয়া বাইনাকুম।

দ্বিতীয় কোনার জন্য লিখিবে–

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ اَلْفَارُ–

তৃতীয় কোনার জন্য লিখিবে

تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ - اَلْفَارُ -

চতুর্থ কোনার –

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا - اَلْفَارُ–

ইদুরের উৎপাত দূর করার তদবীর

যেখানে ইদুরের উৎপাত বেশী হইবে, সেখানের চতুর্দিকে নিচের নকশাটি চার টুকরা কাগজে লিখিয়া চার কোনায় রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ইদুরের উৎপাত দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٦	٧	٢
١	٥	٩
٨	٣	٤

ইদুর দূর করিবার টোটকা তদবীর

যেই ঘরে কিংবা যেই বাড়ীতে বা ক্ষেতে ইদুরের উপদ্রব বেশী হইবে, সেই স্থান হইতে একটি বড় ইদুর ধরিয়া উহার লেজ কাটিয়া ফেলিয়া উহাকে ঐ স্থানে দাফন করিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সমস্ত ইদুর ভাগিয়া যাইবে। আয়াত এই–

ইদুর ও পোকা মাকড় দূর করার তদবীর

পোকামাকড় ও ইদুরের উৎপাত দূর করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত চার টুকরা কাগজে লিখিয়া চার কোনে লটকাইয়া রাখিলে, আল্লাহর রহমতে ক্ষেতের পোকামাকড়ের উৎপাত দূর হইয়া যাইবে

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ–

পঙ্গপাল দূর করার টোটকা তদবীর

যদি কোন শষ্য ক্ষেতে পঙ্গপালের উপদ্রব দেখা দেয়, তবে একটি পঙ্গপাল ধরিয়া আগুন দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিলে, আল্লাহর রহমতে শষ্যক্ষেত হইতে পঙ্গপাল দূর হইয়া যাইবে।

বন্যপশুর আক্রমন হইতে ক্ষেত রক্ষার তদবীর

যদি কোন বণ্য পশু শষ্য ক্ষেত নষ্ট করে তবে নিম্নোক্ত তাবিজটি চার টুকরা কাগজে লিখিয়া চারটি নতুন মাটির পাত্রে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া শস্য ক্ষেতের চারি কোনায় দাফন করিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে শষ্যক্ষেত রক্ষা পাইবে। ফলান এবনে ফলানের স্থানে ক্ষেতের মালিকের নাম ও পিতার নাম লিখিবে। তাবিজ এই

بحق یا محمد ص یا حق یا متین زراعت فلان بن فلان را از شر

دخوك نگهدار 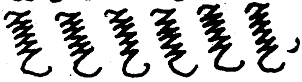 یارب

শষ্য ক্ষেত হেফাজতের তদবীর

ক্ষেতের মধ্যে শষ্যবীজ বুনিবার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি কাগজে লিখিয়া বাঁশের নলের ভিতরে ভরিয়া শষ্য ক্ষেতের মাঝখানে লটকাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে পোকামাকর ও জীব জন্তুর আক্রমন হইতে শষ্য ক্ষেত নিরাপদে থাকিবে। দোয়াটি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ - مَارَازِقَ الْعِبَادِ - وَيَاخَالِقَ الْاَخْلَاقِ - وَيَافَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَامُنْبِتَ الزَّرْعِ فِى الْاَرْضِ وَالنَّبَاتِ - وَيَامُجِيْبَ

الدَّعْوَاتِ اِدْفَعْ مِنْ هٰذَا الزَّرْعِ شَرًّا الْهَوَامِ وَالْوُحُوْشِ وَالْجَرَادِ وَالْخَنَازِيْرِ الْمُفْسِدَةِ - وَرَزَقْنَا بِهَا رِزْقًا - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

শষ্যক্ষেতের ফসল নিরাপদে রাখার তদবীর

হযরত এমাম জাফর ছাদেক (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি জমীনের মধ্যে ফসল বুনিবার আশা করে, তবে ফসলের বীজ বুনিবার পুর্বে উক্ত ক্ষেত হইতে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়া পশ্চিম মুখী হইয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিয়া একমুষ্টি বীজ লইয়া উহাতে দম করিয়া ক্ষেতের মধ্যে উহা ছিটাইয়া দিবে।

আল্লাহর রহমতে সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে শষ্য ক্ষেত নিরাপদে থাকিবে। দোয়াটি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ - اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ - بَلِ اللّٰهِ تَعَالٰى الْاَفْلَانِ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّجْعَلْهُ حَرْثًا مُّبَارَكًا وَّرَزَقْنَا فِيْهِ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالسُّرُوْرَ الْغَبْطَةَ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আফারাইতুম্ মা তুমনূনা আআনতুম তাখলুকূনাহু আম্ নাহ্‌নুল খালেকুন। আফারাআইতুম্ মা তাহ্‌রুছুনা আ আনতুম্ তায্‌রাউ’নাহু আস্ নাহ্‌নুয্ যারেউ’ন। বালিল্লাহ তাআ’লা ইল্লা বিফুলানিন্। আল্লাহুম্মা ছাল্লে আ’লা মুহাম্মাদেওঁ ওয়া আ’লা আলি মুহাম্মাদিওঁ ওয়াজআ’লহু হারছান্ মুবারাকান্ ওয়ারযুকুনা ফীহেচ্ছালামাতা ওয়াল আ’ফিয়াতা ওয়চ্ছু যরূরা ওয়াল গাইযাতা।

বাগানের হেফোজত ও ফলন বেশী হইবার তদবীর

পার্শ্বের সূরায়ে মরিয়মের নকশা কাগজে লিখিয়া অথবা চিনামাটির বরতনে লিখিয়া ধুইয়া ঐ পানি বাগানে ছিটাইয়া দিলে, বাগান হেফাজতে

থাকিবে এবং বেশী ফলন হইবে। আর তাবিজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে ধন দৌলত লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ-

৭৮৬

٩٦٥٤٩	٩٦٩٤٤	٩٦٥٥١
٩٦٥٥٣	١٢٦٤٨	٩٦٥٤٩
٩٦٥٤٥	٩٦٥٥٢	٩٦٥٤٧

গাছে অধিক ফল লাভের তদবীর

ফলদার বৃক্ষে অধিক ফল লাভের জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি নতুন ইটের উপর লিখিয়া উহা ফলদার গাছে লটকাইয়া রাখিলে, আল্লাহর রহমতে অধিক ফল লাভ করিবে। তাবিজটি এইঃ-

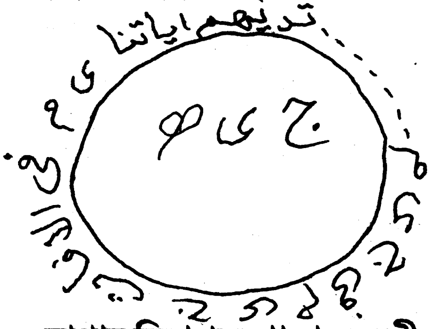

বাগান নিরাপদে থাকার তদবীর

ছেফ ফলের রস দ্বারা জাফরান গুলিয়া কালি তৈরী করিয়া জয়তুনের কাঠে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া আঙ্গুরের রস দিয়া উহা ধুইয়া সেই রস বাগানের গাছের গোড়ায় ছিটাইয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে বাগানের গাছ যাবতীয় বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পাইবে। আয়াত এই—

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ
سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۤءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ
الثَّمَرٰتِ - كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ

يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ اللّٰهِ - وَالَّذِىْ خَبُثَ لَايَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا - كَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ -

কুকুরে কামড়াইলে তাহার তদবীর

যদি কোন লোককে কুকুরে কামড় দেয়, তবে কিছু পানির মধ্যে ইক্ষুর গুর মিশ্রিত করিয়া উহার উপর বিছমিল্লাহ্ সহ নিম্নোক্ত দোয়া সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে দম করিয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে রোগী ভাল হইবে। দোয়াটি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَقْرَبٍ وَّحَيَّةٍ - اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا - فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ক্কুল আউজু বিরাব্বিল কাঅ'বাতি মিন্ শাররি কুল্লে আক্ববাবিন্ ওয়া হাইয়াতিন্ ইন্নাহুম্ ইয়াকিদূনা কাইদাঁও ওয়া আকীছ কাইদা, ফামাহ্‌-হিলিল কাফেরীনা আম্‌হিলহুম রুওয়াইদা।

পাগলা কুকুরে বা শৃগালে কামড়াইলে উহার তদবীর

যদি কোন লোককে পাগলা কুকুরে বা শৃগালে কামড়াইলে, নিম্নোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে বিষের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। আয়াতটি এই—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا -

কুকুরে কামড় দিলে উহার তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া কামড়ের স্থানে প্রতিবারে ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে কুকুরের বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। আয়াত এই—

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া কালবুহুম বাছিতুন যেরাআ'ইহে বিল ওয়াছীদ।

পাগল কুকুর বা শৃগালের কামড়ের অন্য ঔষধ

পাগল কুকুরে অথবা শৃগালে কামড়াইলে নিম্নোক্ত তালিকা অনুযায়ী ঔষধ তৈরী করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। তালিকা এই— ১। কলমী ডাটার গিড়া সাতটি, ২। কাঁচা আম সাতটি, ৩।লাল শুকনা মরিচ সাতটি, ৪। গোল মরিচ তিনটি ৫। সামান্য পরিমান রেশমী কাপড় লইয়া, সমস্ত ঔষধ একত্র করিয়া পিশিয়া চৌদ্দভাগ করিয়া চৌদ্দদিন পর্যন্ত সকাল বেলা রোগীকে সেবন করাইবে। আল্লাহর রহমতে বিষের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

বাঘ বা হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষার তদবীর

নিম্নোক্ত দোয়াটি ফজর ও মাগরিব নামাজের পরে তিনবার করিয়া পাঠ করিলে, আল্লাহর রহমতে কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে আক্রমন করিতে পারবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বিদেশ ভ্রমন কালে প্রতি মঞ্জিলে পদার্পন করিয়া এই দোয়া পাঠ করিতেন। দোয়াটি এই—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -

উচ্চারণ ঃ আউজু বিকালেমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি কুল্লেহা মিন্ শাররে মা খালাক্বা।

হিংস্র জন্তুর আক্রমন বন্ধের তদবীর

নিম্নোক্ত দোয়াটি কয়েকবার পাঠ করিতে করিতে একখানা লাঠি দ্বারা মাটিতে নিজের চতুর্দিকে গোলাকার রেখা টানিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কোন হিংস্র জন্তুর উক্ত রেখার ভিতরে ঢুকিয়া তাহাকে আক্রমন করিতে পারিবে না। দোয়াটি এই—

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاَكِيدُ كَيْدًا - فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কাইদাওঁ ওয়া আকীদু কাইদা, ফামাহ্হিলিল কাফিরীনা আমহিলহুম রুওয়াইদ।

কোন গৃহপালিত পশু অবাধ্য হইলে তাহার তদবীর

কোন গৃহপালিত পশু অবাধ্য হইলে, নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া উহার কানের মধ্যে দম করিবে। আল্লাহর রহমতে পশু বাধ্য হইয়া যাইবে। আয়াত এই—

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আফাগাইরা দীনিল্লাহি ইয়াব্‌গুনা ওয়ালাহু আছ্‌লামা মান্ ফীচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ত্বাওআওঁ ওয়া কারহাওঁ ওয়া ইলাইহে তুরজাউন।

গরু হাল বহনে শুইলে তাহার তদবীর

কোন গরু হাল বহনের সময় কিংবা গাড়ী বহনের সময় শুইয়া পড়িলে, তাহার উভয় শিং এ حوا "হাওয়া" শব্দটি আরবীতে লিখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গরু ভাল হইয়া যাইবে।

গাভী বাছুরকে দুধ না দিলে তাহার তদবীর

যদি গাড়ী তাহার বাছুরকে দুধ না দেয় এবং লাথি মারে তবে একটি কাগজে সুরায় ফাতেহা সুরায় নাছ, সুরায় ফালাক্ব ও সুরায় এখলাছ লিখিয়া তাহার পরে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া গরুর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আয়াত এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ - أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ - وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ - أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

তাহার পর এক মুষ্টি পবিত্র মাটি হাতে নিয়া সাতবার সুরায় ফাতেহা একবার করিয়া সুরায়ে নাছ, সুরায় ফালাক ও সুরায় এখলাছ পাঠ করিয়া প্রতিবারে ঐ মাটিতে দম করিয়া উহা গাভীর চোখে, কানে ও বুকের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে গরু বাছুরকে দুধ দিবে এবং লাথি মারিবে না।

ঘোড়ার পেশাব বন্ধ হইলে তাহার তদবীর

যদি কোন ঘোড়ার পেশাব বন্ধ হইয়া যায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া ঐ পানি ঘোড়াকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে ঘোড়ার পেশাব জারী হইবে। নকসাটি এই—

৭৮৬

ه	ج	ب	بو
ج	ن	ما	و
٢	د	د	ما
١	بر	٢	ك

ঘোড়া অবাধ্য হইলে তাহার তদবীর

যদি কাহারো ঘোড়া অবাধ্য হয়, তাবে রবিবার দিন মাগরিব নামাজের পরে নিম্নোক্ত দোয়া কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া ঘোড়ার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ঘোড়া বাধ্য হইয়া যাইবে। দোয়াটি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ - يَاخَنَّامُ اُسْكُنْ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَبِجَلَالِ اللّٰهِ - اُسْكُنْ بِمَلَائِكَةِ اللّٰهِ - اُسْكُنْ بِاَنْبِيَاءِ اللّٰهِ - اُسْكُنْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ - اُسْكُنْ بِعِزَّةِ اللّٰهِ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ -

সওয়ারী দ্রুতগামী হইবার তদবীর

কোন লোক বিদেশে ভ্রমণ করিতে রওনা করিলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া নিজের গলায় অথবা সওয়ারীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সওয়ারী দ্রুতগামী হইবে। নকসাটি এই—

৭৮৬

١٤	١١	٨	١
٧	٢	١٣	١٢
٧	٢	٣	٦
٤	٥	١٠	١٥

গরু, মহিষ ও ছাগলের দুধ বেশী হওয়ার তদবীর

আটার রুটির উপর নিম্নোক্ত নকসাটি লিখিয়া গরু, মহিষ কিংবা ছাগলকে খাওয়াইলে তাহাদের দুধ বেশী হইবে। নকসাটি এই—

৭৮৬

محمد الرسول الله	الاالله	لااله
اشر اهيا	اهيا	بحق
يانافع	دفع	ياجلال
الرحمين	برحمتك يارحم	ياستار

গাভী , মহিষ ও বরকীর দুধ বৃদ্ধির তদবীর

যে সকল গাভী বা মহিষের কিংবা বকরীর দুধ কমিয়া যায়, তাহার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া উহাদের গলায় বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে দুধ বেশী হইবে। আয়াতটি এই—

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ بَعِيْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ -

দশম অধ্যায়

হায়েজ— নেফাছ, গর্ভ হওয়া, গর্ভ খালাছ, গর্ভনষ্ট, বন্ধ্যানারীর সন্তান লাভ, বন্ধ্যা করণ, ছেলে সন্তান লাভ, স্তনে দুধ বেশী হওয়া ও শিশুদের যাবতীয় তদবীর এবং মেয়েদের বিচ্ছেদের তদবীর

হায়েজ নেছাফ জারির তদবীর

কোন মেয়েলোকের হায়েজ নেফাছ বন্ধ হইয়া গেলে নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া নেকড়ায় পেচাইয়া বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবে, আল্লাহর রহমতে হায়েজ বা নেফাছ ঠিকমত জারী হইবে। **নকশা এইঃ—**

৭৮৬

ى	م	هـ	ح
وه	د	عر	١١٥
مع	١١	١٥	وو
١٩	٢	٣	١١

অনিয়মিত হায়েজ—নেফাছের তদবীর

কোন মহিলার অনিয়মিত রক্তস্রাব হইলে নিম্নোক্ত নক্সাটি কাগজে লিখিয়া উক্ত মহিলার কোমড়ে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অনিয়ম দূর হইয়া যাইবে। **নকশাটি এই—**

৭৮৬

عـه	عـه	عـه	عـه
١٩	١١٩	١٩	١٩
٩	٩	٩	٩
٧	٧	٧	٧

يا قابض يا قابض يا قابض يا قابض

অনিয়মিত রক্তস্রাবের দ্বিতীয় তদবীর

এই নকশাটি লিখিয়া মহিলার বাম রানে বাঁধিয়া দিবে।

٧٨٦

ی	دم	ح	١
ده	د	عد	٥
مع	١١	١٥	دد
١٩	١٢	٣	١١

আর এই নকশাটি লিখিয়া ডান রানে বাঁধিয়া দিবে।

٧٨٦

ھ	١٢	٨	١
١٦	١٠	١٨	٩
١١ع	١٠	٥	٩٩
٤٠	٣	٣٠	٩٩

অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধের তদবীর

যে মহিলার হায়েজ ও নেফাছে অতিরিক্ত রক্ত জারী হয় নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া উক্ত মহিলার কোমরে বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অধিক রক্ত জারী হওয়া কমিয়া যাইবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

٥١عه	٥٨عـ	٢	٧
٦	٣	٥٥عه	٥٤عه
عه	٥٢عه	٨	١
٣	٥	٥٣ عه	٥٦عه

গর্ভ রক্ষার তদবীর

যেই মেয়েলোকের গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া উহার কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ নষ্ট হইবে না। নকশাটি এইঃ–

٧٨٧

٣٧	٣٣	ص
٣٩	٣٧	٣٥
صه٣	اصه	٩٦

গর্ভ রক্ষার অন্য তদবীর

যে মহিলার গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া উহার পেটের এক পার্শে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ রক্ষা পাইবে। **নকশা এইঃ–**

٧٨٧

٨	٤	ع١	٤
١٦	٢	٩	١٣
ع	١٧	١٢	٦
١١	٧	ع	٥

গর্ভ রক্ষা পাওয়ার তদবীর

যে মহিলার গর্ভ কাঁচা অবস্থায় নষ্ট হইয়া যায় তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া মুখবন্ধ করিয়া উহার কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভরক্ষা পাইয়া সন্তান লাভ করিবে। **নকশা এইঃ–**

٧٨٧

١	٨	٤	٨٨
٣٢	٣١	٢٦	٢١
٢٢	٣٥	٢٨	٢٥
٢٩	٢٤	٢٣	٣٣

গর্ভপাত না হওয়ার তদবীর

যে মহিলার গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় কিংবা নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলতে ভরিয়া মোমদিয়া মুখ বন্ধ করিয়া গর্ভবতীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে। এবং আর একটি নকশা কাগজে লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া তাহাকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ রক্ষা পাইয়া সুসন্তান লাভ করিবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٧

٨	١١	٤١٥١	١
٤١٥٠	٢	٧	٢
٣	٤١٥٣	٥	٦
١٠	٥	٤	٤١٥٢

গর্ভপাত রক্ষার তদবীর

যে মহিলার গর্ভনষ্ট হইয়া যায়, গর্ভস্থায়ী হইয়া সন্তান লাভ হয়না তাহার জন্য নীল রংয়ের সাতটি সুতা লইয়া সূরা আররাহমান পাঠ করিতে থাকিবে এবং "ফাবিআইয়্যি আলাই রাবিব কুমাতুকাজ্জিবান" পাঠ করিয়া উক্ত সুতায় একটি গিড়া দিবে। এই প্রকারে প্রতিবার উক্ত আয়াত পাঠ করিবার পরে একটি করিয়া গিড়া দিবে এবং শেষ হইলে পর উহা গর্ভবতীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভপাত রোধ হইয়া সুসন্তান লাভ করিবে।

বন্ধ্যা মেয়েলোকের গর্ভধারনের তদবীর

যে মেয়েলোকের সন্তান হয় না তাহার গলায় নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ ধারণ করিয়া সন্তান লাভ করিবে। **নকশা এইঃ**

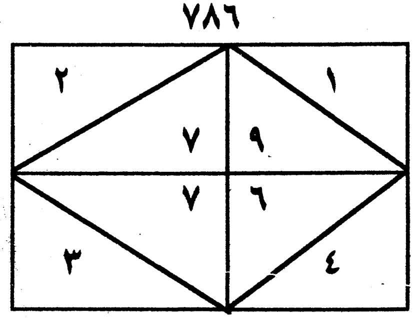

বন্ধ্যা মেয়ে লোকের সন্তান হওয়ার অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটী মেশক জাফরানের কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া বন্ধ্যা মেয়েলোকের কোমরে বাঁধিয়া দিবে। এবং আর একটি তাবিজ লিখিয়া উহা পানি দ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত পানি তাহাকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভধারণ করিয়া সন্তান জন্মলাভ করিবে। **নকশা এইঃ—**

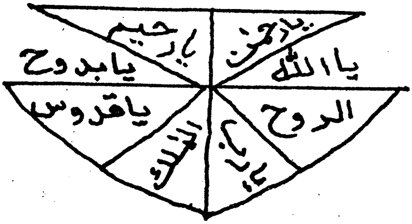

বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার তদবীর

মেশক জাফরানের কালি দ্বারা নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া বন্ধ্যা নারীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ

ধারণ করিয়া সুসন্তান জন্ম হইবে। **নকশাটি এইঃ—**

٧٨٧

٥	٨	١٥	عـه
١٦	٣	٦	٩
٢	١٣	١٢	١٠
١١	٧	١	عـه

গর্ভনষ্ট হইলে তাহার তদবীর

যে নারীর গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় তাহার গর্ভ রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া গর্ভবর্তী নারীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ নষ্ট হইবেনা। **নকশাটি এইঃ—**

٧٨٧

١٣	١٦	١٩	٦
١٨	٧	١٢	١٧
٨	٢١	١٤	١١
١٥	١٠	٩	٢٠

গর্ভ নষ্ট না হওয়ার তদবীর

যে স্ত্রী লোকের গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় উহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ নষ্ট হইবে না। **নকশা এইঃ—**

٧٨٧

٢٧	٣٠	٣٣	٢٠
٣٢	٣١	٢٦	٢١
٢٢	٣٥	٢٧	٢٥
٢٩	٢٤	٢٣	٣٣

অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধের অন্য তদবীর

কোন মহিলার হায়েজ নেফাছের রক্ত বন্ধ না হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কোমড়ে বাধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে সাথে সাথে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাইবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

٥١عـه	٥٨عـه	٢	٧
٦	٣	٥٥عـه	٥٤عـه
عـه	٥٢عـه	٨	١
٣	٥	٥٣عـه	٥٦عـه

অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধের অন্য তদবীর

কোন মহিলার হায়েজ নেফাছের রক্ত বন্দ না হইলে নিমোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কোমড়ে বাধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে সাথে সাথে রক্তস্রাব বন্ধ হইযা যাইবে। **নকশা এইঃ—**

٧٨٦

٢٧٥	٢٦٥	٢٧٢
٦٧١	٢٦٩	٢٦٧
٢٦٦	٢٧٣	٢٦٨

যে কোন রক্ত স্রাব বন্ধের তদবীর

হায়েজ নেফাছের রক্ত কিংবা অন্য যে কোন কারণে পুরুষ অথবা মেয়েলোকের যে কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকুক বা যাদু করার কারণে রক্ত বাহির হইতে থাকিলেও নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। **নকশাটি এইঃ—**

٧٨٦

٢٦٣	٢٥٧	٢٦٥
٢٦٤	٢٦٢	٢٦٥
٢٥٩	٢٦٦	٢٦١

স্বামী—স্ত্রীর কাহার দোষে গর্ভ হয়না তাহা জানিবার তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কাহার দোষে গর্ভ সঞ্চার হয় না উহা জানিবার জন্য উভয়ের নামের আবজাদের সংখ্যা বাহির করিয়া বড় সংখ্যাটি হইতে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করিবে। যদি যোড় সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তবে স্ত্রীর দোষ বুঝিতে হইবে। আর বেজোর সংখ্যা অবশিষ্ট থাকিলে স্বামীর দোষ মনে করিতে হইবে।

গর্ভ হওয়ার তদবীর

যাহার দোষে গর্ভ সঞ্চার হয়না নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ সঞ্চার হইবে। **নকশাটি এইঃ—**

٧٨٦

٥	١٢	١
٢	٦	١٠
١١	ياحي	٧

গর্ভ সঞ্চারের তাবিজ

নিম্নের তাবিজটি কাগজে লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত পানি, যে নারীর সন্তান হয়না তাহাকে পান করাইলে, আল্লাহর রহমতে গর্ভ ধারণ করিবে। **তাবিজটি এইঃ—**

١١ ٢١ ١٩ ٦٥ ١١ ١٦ ١٩ ٨٨ ٦٧ ١١

বন্ধ্যা স্বামী—স্ত্রীর সন্তান হওয়ার তদবীর

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় বন্ধ্যা হইয়া থাকে তাহা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ মেশক জাফরানের কালি দ্বারা দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া কিছু আউখিগুর অথবা চিনির সহিত মিশাইয়া বৃহস্পতিবার দিনগত দুপুর রাত্রে একটি স্বামী খাইবে এবং অন্যটি স্ত্রীকে খাওয়াইবে। পরে স্ত্রী সহবাস করিবে আর এই আমল তিন রাত্র পর্যন্ত করিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ সঞ্চার হইয়া সন্তান পয়দা হইবে। **আয়াত শরীফ এইঃ—**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً - وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا *

যে নারীর সন্তান হয়না তাহার তদবীর

যে নারী বন্ধ্যা, সন্তান হয়না নিম্নোক্ত তাবিজটি রেশমী কাপড়ে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া হায়েজ হইতে পাক হওয়ার পরে তাহার কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ হইয়া সন্তান লাভ করিবে। **তাবিজটি এইঃ–**

على على على على على له له له له له همه همه همه همه همه

ليس ليس ليس ليس ليس ليس اهيا اشر اهيا يا الله

يا قدوس له له له له له له له له له له له

বন্ধ্যা নারীর সন্তান হওয়ার তদবীর

যে নারীর সন্তান হয়না তাহার গলায় নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ হরিনের চামড়ায় মেশক জাফরানের কালি দ্বারা লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সন্তান পয়দা হইবে। **আয়াত এইঃ–**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا *

বন্ধ্যা নারীর সন্তান হওয়ার আমল

যে নারী বন্ধ্যা, সন্তান জন্ম হয়না, সে নারী দশ রাত্রি পর্যন্ত দশ হাজার বার সূরা এখলাছ পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ ধারণ করিয়া পুত্র সন্তান লাভ করিবে। আর গর্ভের বয়স তিন মাস পুরা হইলে পরে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া উক্ত নারীর বাম পাজরে বাঁধিয়া দিবে। **আয়াতএইঃ–**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ - وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ - وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا *

বন্ধ্যা নারী গর্ভবর্তী হওয়ার তদবীর

যে নারীর সন্তান হয়না সে নারী রবিবার দিন হায়েজ হইতে পবিত্র হওয়ার পরে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া তাহার নাভীর উপরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভবর্তী হইবে। **আয়াত এইঃ–**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَاذَا الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَالْمُلْكِ الْقَدِيْمِ
يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ يَا اَحَدُ يَاصَمَدُ وَصَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চারের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া বন্ধ্যা নারীর কোমরে বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে সে গর্ভবর্তী হইবে। **নকশা এইঃ–**

٧٨٦

٥	١٠	١٥	٤
١٦	٣	٦	٩
٢	١٣	١٢	٧
١١	٨	١	١٤

বন্ধ্যা নারীর পুত্র সন্তান হওয়ার তদবীর

যে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়না নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া উক্ত নারীর বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সে গর্ভবর্তী হইয়া পুত্র সন্তান লাভ করিবে। **নকশা এইঃ–**

٧٨٦

و٤	ط ٩	ب ٢
ج٣	هـ٥	د٧
ح٨	ز١	٩٦

সন্তান লাভের তদবীর

যাহার সন্তান হয়না সেই ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ সকাল বেলা সত্তর বার পাঠ করিবে। আর এই আয়াত দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া দুইটি কবজ বানাইয়া একটি স্বামীর গলায় এবং অপরটি স্ত্রীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তান লাভ করিবে। আয়াত শরীফ এইঃ-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا - رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ -

উচ্চারণঃ— রাববানা হাবলানা মিন আয্ওয়াজিনা ওয়া জুরিরয়্যাতিনা ক্বুররাতা আ'য়ুনিন ওয়াজাআলনা লিল্‌মুত্তাক্বীনা ইমামা, রাব্বি হাব্‌লী মিল্লাদুনকা জুরিরয়্যাতান ত্বাইয়েবাতান ইন্নাকা ছামীউ দ্দো আএ'।

ছেলে সন্তান লাভের তদবীর

যে স্ত্রীলোকের ছেলে জন্ম হয় না শুধু মেয়ে সন্তান জন্ম হয়। তাহার জন্য "সুরায় ওয়াল আছরি" কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া কোমরে বাধিয়া দিবে। নাপাক অবস্থায় তাবিজ খুলিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে ছেলে সন্তান লাভ করিবে।

ছেলে সন্তান লাভের অন্য তদবীর

যেই মেয়েলোকের শুধু মেয়ে সন্তান হয় ছেলে সন্তান হয় না তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া তাহার কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ছেলে সন্তান জন্ম হইবে। নকশাত্রইঃ-

٧٨٦

١	٨	٣	٨
٥	٦	٣	٦
٧	٢	٩	٢
٧	عه	٥	صه

গর্ভাবস্থায় কষ্ট হইলে তাহার তদবীর

যেই মহিলার গর্ভাবস্থায় ভিষণ কষ্ট হয় তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সন্তান জন্ম হওয়ার পূর্বে আর কোন প্রকার কষ্ট হইবে না। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١	٨.	٣	٨
٥	٦	٣	٦
٧	٢	٩	٢
٧	٤	٥	٤

গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে ভয় পাইলে তাহার তদবীর

কোন মহিলা গর্ভাবস্থায় স্বপ্নের ভিতরে ভয় পাইলে নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে আর স্বপ্নে ভয় পাইবেনা। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١	٥	٧	١٢
٩	١١	٣	٦
٧	٢	٣	٦
١.	٨	٥	٢

যাঁহার সন্তান বাচেনা তাহার তদবীর

যাহাদের সন্তান বাচেনা ছোট অবস্থায় মরিয়া যায় তাহার জন্য একটি সুপারীর উপর সুরায় মুজ্জাম্মিল সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবার দম করিয়া উক্ত সুপারী শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশু দীর্ঘ জিবী হইবে।

যাহার সন্তান মরিয়া যায় তাহার তদবীর

যাহাদের সন্তান শিশু অবস্থায় মরিয়া যায় তাহার জন্য যখন প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় তখন একটি সাদা রংয়ের মুরগী জবেহ করিয়া উহার রক্ত দ্বারা নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া সন্তান প্রসবের পরে গোছল করাইয়া সন্তানের গলায় কবজটি বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সন্তান দীর্ঘজীবী হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٨	٤٤	٤٧	١
٤٦	٢	٧	٥
٣	٤٩	٤٢	٦
٤٣	٤	١٧	٤٨

যাহার শিশু ছোট বেলায় মারা যায় তাহার তদবীর

যাহাদের শিশু সন্তান মারা যায়, বাচেনা তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি এ গাঢ় মাশা রুপার পাতের উপর খুদিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশু মরিবেনা বরং দীর্ঘায়ু হইবে নকশা এইঃ–

٧٨٦

٢٤	٢٨	٣١	١٧
٣٠	١٨	٢٣	٢٩
١٩	٣٢	٢٦	٢٢
٢٧	٢١	٢٠	٣٢

প্রসব বেদনার তদবীর

গভবতী নারীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া উহাকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে সহজে সন্তান প্রসব করিবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١ ماهو	٦ ماهو	٢ ماهو
٤ ماهو	٥ ماهو	٧ ماهو
٤ ماهو	٢ ماهو	١ ماهو

প্রসব বেদনার অন্য তদবীর

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া উহা পানি দ্বারা ধূইয়া পান করাইলে অতিসহজে সন্তান প্রসব করিবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

ج	ا	و
ح	ه	ز
و	ط	ر

প্রসব বেদনার অন্য তদবীর

কোন মহিলার প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মহিলার উরুতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অতি সহজে সন্তান প্রসব করিবে। প্রসবের পরে তাবিজ খুলিয়া ফেলিবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٢٦٠٢	٢٦٠٦	٢٦٠٩	٢٥٩٥
٢٦٠٨	٢٥٩٦	٢٦٠١	٢٦٠٧
٢٥٩٧	٢٦١١	٢٦٠٤	٢٦٠٠
٢٦٠٧	٢٥٩٩	٢٥٩٨	٢٦١٠

সন্তান না জন্মানোর তদবীর

কোন স্ত্রীলোককে বন্ধ্যা করিবার ইচ্ছা করিলে নিম্নের নকশাটি মেশক জাফরাণের কালি দ্বারা পানের উপর লিখিয়া উক্ত স্ত্রীলোককে খাওয়াইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

ماه	اى	قا	رهو	يا	٥١	لعا	ط
ت	بلا	بلا	هى	ما	عه	٥	ط

সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার তদবীর

কোন গর্ভবতী মহিলার প্রসব বেদনা তীব্রভাবে আরম্ভ হইলে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ কাগজে লিখিয়া তাহার বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সঙ্গে সঙ্গে সন্তান ভুমিষ্ট হইবে। তবে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তাবিজ খুলিয়া ফেলিবে। আয়াত শরীফ এই—

والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت اهيا اشرا هيا-

সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার অন্য তদবীর

কোন গর্ভবতী মহিলার প্রসব বেদনা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হয়, তবে নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া নেকড়ায় পেচাইয়া তাহার বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবে। অতিশিঘ্র সন্তান ভুমিষ্ট হইবে। তবে সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে কবজ খুলিয়া ফেলিবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١	١٤	١١	٨
١٢	٧	٢	١٣
١٥	عـــ	٥	١.

অতিরিক্ত রক্তস্রাবের তদবীর

কোন মহিলার প্রসাবান্তে অথবা হায়েজ অবস্থায় কিংবা যে কোন কারণে অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি হরিণের ঝিল্লিতে

লিখিয়া তাহার বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

৭৮৬

١٣٠	٣٣	٧٥
١٥	٢٦	٢٥٤
٥٤٧		٢٧٦

يا قابض

মেয়েলোকের স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর

কোন মহিলার স্তনে দুধ কম হইলে কিংবা দুধ শুখাইয়া গেলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া বুকের উপর বাঁধিয়া দিলে দুধ বেশী হইবে। নকশা এইঃ–

৭৮৬

٨	١٩	١٤	١
٣	٤	١٧٥	١٤
١٤	٧	١٢	١٣
١٠	يسو	٩	١٦

স্তনে দুধ বেশী হইবার তদবীর

কোন মেয়েলোকের স্তনে দুধ কম হইলে কাগজে সুরায় ইয়াছীন লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করাইয়া উক্ত পানি তাহাকে পান করিইলে স্তনে দুধ বেশী হইবে। অথবা সুরায় ইয়াছীন পাঠ করিয়া নুনের উপর দম করিয়া উক্ত নুন তাহাকে খাওয়াইলে স্তনে দুধ বেশী হইবে।

স্তনে দুধ বৃদ্ধির তদবীর

কোন শিশুর মায়ের স্তনে দুধ কম হইলে তাহাকে সুরায় "হুজরাত" মেশক, জাফরাণের কালি দ্বারা সাদা প্লেটে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া তাহাকে পান করাইলে দুধ বেশী হইবে।

কোন মহিলা কিংবা পশুর দুধ কমিয়া গেলে তাহার তদবীর

কোন মহিলা কিংবা গাভী ও ছাগলের দুধ কমিয়া গেলে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ তামার প্লেটে লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করাইলে আল্লাহর রহমতে দুধ বেশী হইবে। আয়াত এইঃ-

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ - وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ - وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْلَمُوْنَ -

গর্ভবতীর পেট বেদনার তদবীর

কোন গর্ভবতী মহিলার পেট বেদনা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া পেটের উপর বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে পেটের বেদনা দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الْكِرَامِ -

প্রসব বেদনার তদবীর

প্রসবের বেদনা আরম্ভ হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি লাল জবা ফুলের দ্বারা লিখিয়া প্রসবিনিকে খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে সহজে প্রসব করিবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٨	٢	٢٥	٢٨
٣١	٣٢	٣	٧
١	٩	٢٩	٣٤
٣٣	٣٠	٦	٤

গর্ভবতী নারীর গর্ভ রক্ষার তদবীর

গর্ভবতী নারীকে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া তাহার শরীরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ রক্ষা পাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

هرى	هرلنگ	لنگ	جنگ
٢٢٤	٢٤١	٢٤٠	٢٣٩
٢٣٨	٢٣٧	٢٣٦	٢٣٥
٢٣٤	٢٣٣	٢٣٢	٢٣٨

স্তনের দুধ কমিয়া গেলে তাহার তদবীর

কোন মহিলার স্তনের দুধ কমিয়া গেলে নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া মহিলার স্তনের উপর বাঁধিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে দুধ বেশী হইবে। তাবিজটি এইঃ–

الهى بحرمة حليمة ضؤ النبى صلى الله عليه وسلم

وبحرمت ناقاتنا وبقرها وبعرها وغنمها ان تلبين هذه المرأة

কোন স্ত্রীলোকের দুধ কমিয়া গেলে তাহার তদবীর

কোন স্ত্রীলোকের বুকের দুধ কমিয়া গেলে নিম্নোক্ত আয়াত ও নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া গলায় ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে দুধ বেশী হইবে। আয়াত এইঃ–

كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شئ عنده

بمقدار عالم الغيب والشهادة والكبير المتعال -

নকশাটি এইঃ- ফলানের স্থানে মহিলার নাম লিখিবে।

٧٨٦

٣٨	٣٣	٣٤
٣٩	٣٧	٣٥
٢٤	فلان	٣٦

মহিলার স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর

যে মহিলার বুকে দুধ কম হয় তাহাকে নিম্নোক্ত আয়াতটি আটার রুটিতে লিখিয়া সাত দিন পযন্ত বাসী মুখে খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে তাহার বুকে দুধ বেশী হইবে। আয়াতটি এইঃ-

فيهما عينان تجريان - فباى الاء ربكما تكذبان -

দুধ বৃদ্ধি হওয়ার তদবীর

যে মহিলার দুধ কম হয় তাহাকে নিম্নের তাবিজটি চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানিতে ধুইয়া পান করাইলে, আল্লাহর রহমতে দুধ বৃদ্ধি হইবে। তাবিজ এই—

بسم الله الرحمن الرحيم - ١١١ ١١١ ١٧٨و٨٤ ١١ ١٥طـ"

স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর

যাহার স্তনে দুধ কম হয় তাহাকে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া ধুইয়া পানি পান করাইলে আল্লাহর রহমতে দুধ বেশী হইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

٢	١١	٨	١٢
٧	١٤	١	١٢
٩	ص	١٥	٦
١٦	٥	١.	٣

মেয়েলোকের স্তনে দুধ বেশী হওয়ার তদবীর

যে মেয়েলোকের স্তনে দুধ কম হয় তাহাকে নিম্নের নকশাটি চার টুকরা কাগজে লিখিয়া একটি তাবিজ মাদুলিতে ভরিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। বাকী তিনটি তিন দিনে পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে দুধ বেশী হইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٨	٩	٤١١٥	١
٤١١٤	٢	٧	٤١١٢
٣	٤١١٧	٤١١٠٩	٦
٤١١٠	٥	٤	٤١١٦

শিশুকে দুধ ছাড়াইবার তদবীর

যে শিশু সময়মত দুধ ছাড়িতে চায়না তাহাকে ছুরায় বুরুজ সম্পূর্ণ লিখিয়া কবজ বানাইয়া তাহার গলায় বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সে দুধ পান করা ছাড়িয়া দিবে।

দুগ্ধবতী নারীর স্তন ফুলিয়া গেলে তাহার তদবীর

যদি কোন দুগ্ধবতী নারীর স্তন ফুলিয়া যায় এবং সন্তানকে দুগ্ধ পান করান অসম্ভব হইয়া পড়ে তবে ঐ নারীর স্বামী নিজ স্ত্রীর স্তনের উপর ডাহিন হাত রাখিয়া সুরায় আলামতারা সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে স্তনের উপর ফুঁক দিবে। সূরা পড়িবার পূর্বে বিছমিল্লাহ পাঠ করিবে না। যদি ডাইন স্তন ফুলিয়া থাকে তবে বাম স্তনের উপর ফুঁক দিবে আর যদি বাম স্তন ফুলিয়া থাকে তবে ডান স্তনের উপর ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে ফুলা কমিয়া যাইবে।

প্রসবের পরে ফুল পরিবার তদবীর

প্রসবান্তে ফুল বাহির না হইলে নিম্নোক্ত তাবিজটি একটুকরা কাগড়ে লিখিয়া প্রসবিনীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ফুল বাহির হইবে। ফুল বাহির হইবার পরে কবজটি খুলিয়া ফেলিবে। তাবিজটি এই—

دخل جبرائيل وميكائيل واسرافيل الهم رب موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم انزل ايتها المشيمة ص ه ه -

শিশুর বেশী কান্না বন্ধের তদবীর

যে শিশু বেশী কান্না কাটি করে তাহার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া শিশুর শরীরে ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশুর বেশী কান্না বন্ধ হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ-

بِحَقِّ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - وَبِحَقِّ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ - وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

উচ্চারণঃ বিহাক্কি ওয়া ইন্নাকা লাআ'লা খুলুকিন আজীমি ওয়া বিহাক্কি ওয়া লাইছা জ্জাকারু কাল উনছা, ওয়া ইন্নী ছাম্মাইতুহা মারইয়ামা, ওয়া ইন্নী উয়িযুহা বিকা ওয়া যুরিরয়্যাতাহা বিনাশ শাইত্বানির রাজীম।

শিশুর কান্না নিবারণের তদবীর

যেই শিশু তিরিক্ত কান্নাকাটি করে তাহার গলায় নিম্নের আয়াতটি হরিণের চামড়ায় লিখিয়া বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশুর অতিরিক্ত কান্না কমিয়া যাইবে। আয়াত এইঃ-

وَخَشَيَةِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا -

ঘুমের মধ্যে শিশু ভয় পাইয়া কাঁদিলে তাহার তদবীর

ঘুমের ভিতরে কোন শিশু স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলে নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ঘুমে কান্না বন্ধ হইয়া যাইবে। আয়াত লিখিবার পরে উহাতে ছুরায় ফালাক ও নাছ লিখিবে। আয়াত এই—

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ

رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رُشْدًا - فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِتِّيْنَ عَدَدًا وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا -

যে শিশু শুধু কাঁদে ঘুমায়না তাহার তদবীর

যেই শিশু সন্তান শুধু কাঁদিতে থাকে নিদ্রা যায়না তাহার জন্য এই নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশু নিদ্রা যাইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

د	ط	ب
ج	ه	ز
ح	ا	و

যেই শিশু বেশী কাঁদে নিদ্রা যায়না উহার তদবীর

যে শিশু সন্তান বেশী বেশী কাঁদে নিদ্রা যাইতে চায়না তাহার জন্য নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশুর কান্না কমিয়া যাইবে এবং নিদ্রা যাইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

١٢١٧٦	١٢١٧٩	١٢١٨٢	١٢١٦٩
١٢١٨١	١٢١٧٠	١٢١٧٥	١٢١٨٠
١٢١٧١	١٢١٨٤	١٢١٧٧	١٢١٧٤
١٢١٧٨	١٢١٧٣	١٢١٧٢	١٢١٨٣

যেই শিশু বেশী কাঁদে তাহার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে অথবা চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি

দ্বারা ধুইয়া উক্ত পানি শিশুকে পান করাইবে। আল্লাহর রমতে শিশুর কান্না কমিয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

শিশুর অতিরিক্ত কান্না বন্ধের তদবীর

যেই শিশু সন্তান অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে, মাকে সুস্থে থাকতে দেয় না তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া শিশুর শিয়রে বালিশের নীচে রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কান্না কমিয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

ع	ع	لا	ص
و	١٧	ع	١٣
و	٧	١٦	١٣
٢٥	٩	١٢	١٨

যেই শিশু ঘুমের ভিতরে চমকাইয়া উঠে তাহার তদবীর

কোন শিশু সন্তান ঘুমের ভিতরে চমকাইয়া উঠিলে অথবা ভয় পাইলে তাহার গলায় নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে চমকানো বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١٨	٢١	٢٤	١١
٢٣	١٢	١٧	٢٣
١٣	٢٦	١٩	١٦
٢٠	١٥	١٤	٢٥

শিশুর অতিরিক্ত কান্না বন্ধের তদবীর

যেই শিশু অতিরিক্ত কান্না কাটি করে তাহার জন্য নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে বেশী কান্না কমিয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٨	١٩	٢٢	١
٢٣	٨	٧	٢
١٣	٢٦	١٩	١٦
١٨	٥	١٤	٣٥

শিশুর অতিরিক্ত কান্না বন্ধের অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে অথবা চিনা বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া শিশুকে পান করাইবে । আল্লাহর রহমতে অতিরিক্ত কান্না বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٨٩	٩٣	٩٦	٨٣
٩٥	٨٣	٨٨	٩٤
٨٤	٩٨	٩١	٨٧
٩٢	٨٦	٨٥	٩٧

শিশুর দুধ ছাড়াইবার তদবীর

যেই শিশু দুধ পান করা ছাড়িতে চায়না কান্নাকাটি করে তাহাকে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে দুধ পান করা বন্ধ হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٤٨٢	٤٩٧	٤٩٤	٤٨٣
٤٨٨	٤٩.	٤٩٣	٤٨٧
٤٩٢	٤٨٦	٤٨٩	٤٩١
٤٩٥	٤٨٤	٤٨١	٤٩٦

শিশুর দীর্ঘায়ূর জন্য তদবীর

শিশু সন্তানের দীর্ঘায়ূর জন্য নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশু দীর্ঘায়ূ প্রাপ্ত হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٧	٣	٢٩	٢٦	١
يابدوح	٢٢	٢	٨	١٤
٣	٩	١٥	١٦	٢٣
١١	٣	٢٤	٤	١.
٢٥	٥	٦	١٢	١٨

শিশুর জবান পরিষ্কার হইবার তদবীর

কোন শিশু সন্তানের জবান পরিষ্কার না হইলে কিংবা তোতলামি হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি মেশক জাফরাণ দ্বারা লিখিয়া তাঁহাকে চিবাইতে দিবে। আল্লাহর রহমতে জবান খুলিয়া যাইবে এবং তোতলামি বন্ধ হইয়া পরিষ্কার ভাবে কথা বলিবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١٣٧٢٤٥	١٢٧٢٤٩	١٢٧٢٥٢	١٢٧٢٣٨
١٢٧٢٥١	١٢٧٢٣٩	١٢٧٢٤٤	١٢٧٢٥.
١٢٧٢٤.	١٢٧٢٥٤	١٢٧٢٤٧	١٢٧٢٤٣
١٢٧٢٤٨	١٢٧٢٤٢	١٢٧٢٤١	١٢٧٢٥٣

শিশুর পাজর ব্যাথার তদবীর

শিশুর পাজরে ব্যথা হইলে তাহার লক্ষণ হইতেছে, সে অত্যাধিক শ্বাস করিবে এবং পাজরে গর্তের মত হইবে। ইহার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশুর রোগ ভাল হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ-

৭৮৬

يا حاوى ياهادى	يا الله ياالله
يا حاوى يافتاح	يا الله يافتاح

শিশুর পাজর ব্যাথার অন্য তদবীর

ছোট শিশুর গলায় নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া বাঁধিয়া দিলে শিশু যাবতীয় বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে। নকশাটি এইঃ-

৭৮৬

٣١.٢	١٤٧	١..٩	١٤٢
يا شانى	يامؤمن	ياحفيظ	ياسلام
١..٨	١٤٣	٣١.١	١٤٨
١٤٤	١.١١	١٤٥	٣١..
١٤٦	٣.٩٩	١٤٦	١.١.

শিশুর হেফাজতের জন্য তদবীর

ছোট শিশুর গলায় নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া বাঁধিয়া দিলে শিশু যাবতীয় বিপদাপদ হইতে নিরপদে থাকিবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٢٤٧٦٢	٢٤٧٦٨	٢٤٧٧١	٢٥٣٢٠
٢٤٧٧٠	٢٤٧٥٨	٢٤٠٦٣	٢٥٣٤١
٢٤٧٥٩	٢٤٧٧٣	٢٤٧٦٦	٢٣٥٢٥
٢٤٧٦٧	٢٤٧٦١	٢٤٧٦٠	٢٥٣٤٤

উম্মুছ্ছিবইয়ান (মাতৃকা) রোগের তদবীর

যদি কোন শিশুর মাতৃকা হইয়া থাকে তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লোহার পাতে খুদিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মাতৃকা রোগ ভাল হইয়া যাইবে। আর সুস্থ শিশুর গলায় বাঁধিলে মাতৃকা রোগের আক্রমন হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٣٣٣٧ ٥	٣٣٣٤ ٥	١٣٣٧ ٥	٣٢٤٠ ٥
٣٣٣٨ ٥	٣٣٣٩ ٥	٣٣٣٨ ٥	٣٣٣٣ ٥
فلان	٣٣٣٩ ٥	٣٣٣٣ ٥	٣٣٣٥ ٥
٣٣٣١ ٥	٣٣٢٩ ٥	٣٣٢٢ ٥	٣٣٣٣ ٥

মাতৃকা রোগের অন্য তদবীর

মাতৃকা রোগের জন্য নিম্নের নকশাটি তামার পাতে খুদিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে শিশু মাতৃকা রোগ হইতে আরগ্য লাভ করিবে এবং উহার আক্রমন হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

ربى	وهاب	واحد	حى
حى	واحد	وهاب	ولى
وهاب	ولى	حى	واحد
واحد	حى	ولى	وهاب

মেয়ের বিবাহ শিঘ্রই হইবার আমল

যেই অবিবাহিতা মেয়ে প্রত্যহ ফজরের নামাজের পরে নিজের ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিয়া يا فتاح ইয়া ফাত্তাহু এই এসমটি চল্লিশবার করিয়া পাঠ করিতে থাকিবে। আল্লাহর রহমতে চল্লিশ দিনের ভিতরে তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে। আর কোন পুরুষ ছেলে ইহা আমল করিলে তাহার স্ত্রী মিলিয়া যাইবে। অথবা অবিবাহিতা মেয়ে সুরায় মোমতাহেনা পাঁচবার পাঠ করিলে ভাল ছেলের সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

অবিবাহিতা যুবতী কন্যার বিবাহের তদবীর

যে সকল অবিবাহিতা যুবতী কন্যার বিবাহের প্রস্তাব আসেনা মাতাপিতা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পরে। এহেন অবস্থায় নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ জাফরান এর কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া উক্ত কন্যার ডাইন হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ অতিশিঘ্র হইয়া যাইবে। আয়াত শরীফ এইঃ–

وتر الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت

وانبتت من كل زوج بهيج - ذالك بان الله هو الحق و هو

يحى الموتى وانه على كل شئ قدير - وان الساعة اتية

لاريب فيها - وان الله يبعث من فى القبور -

একাদশ অধ্যায়

যাদু টোনা বান, বদনজর ও মুখ দোষের তদবীর

যাদু টোনার লক্ষণ ও উহা দূর করার তদবীর

যাদু টোনার লক্ষন এই যে, যাহার উপর যাদুটোনা করা হয় তাহার শরীর দুর্বল হইয়া যায়, শরীরে বল শক্তি থাকে না, অস্থির অস্থিরভাব হয়, হাড়ে ব্যথা হয় মাথা ঘুরায়, ছেলেমেয়ে এবং সংসারের অন্যান্য লোকজন ও খাওয়া দাওয়া কিছুই ভাল লাগেনা চুপচাপ থাকে এমনকি পাগলের মত হইয়া যায়।

যাদু দমন করার প্রথম তদবীর

যাদুর আছর দমন করার জন্য নিম্নের আয়াত খুব কাল রংয়ের একটি মোরগ জবাই করিয়া উহার রক্ত দ্বারা অথবা মেশ্‌ক জাফরানের কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া কবজ বানানাইয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। এবং সম্পূর্ণ বিছমিল্লাহ্‌ সাত টুকরা কাগজে লিখিয়া সাত দিবস পানি দ্বারা ধুইয়া সকালে পান করিবে। আল্লাহর রহমতে যাদু টোনার আছর দমন হইয়া যাইবে। আয়াতটি এইঃ-

سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ- اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَّلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى- بِحَقِّ اَهْيًا شَرَاهْيًا *

যাদু দমন করার দ্বিতীয় তদবীর

সূরায়ে ফালাক্ব ও সূরায়ে নাছ কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিবে এবং উক্ত সূরাদ্বয় প্রত্যহ তিনবার করিয়া ফজরে ও মাগারিবে পাঠ করিবে। অথবা উক্ত সূরাদ্বয় চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া পান করিবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর দমন হইয়া যাইবে।

যাদুর আছর দমনের তৃতীয় তদবীর

সূরায়ে ফাতেহা মেশ্‌ক জাফরানের কালি দ্বারা চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। এই আমল তিন দিন পর্যন্ত করিবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে যাদুর আছর দমন হইয়া যাইবে।

যাদুর আছর দমন করার চতুর্থ তদবীর

নিম্নোক্ত নকশা দুইটির একটি কাছিদায়ে বোরদার এবং অন্যটি হযরত আলী (রাঃ)–এর দুইটি নকশা মেশক জাফরানের কালিদ্বারা কাজগে লিখিয়া উহার অপর পিঠে ইহা লিখিবে– اقسمت عليكم روقائيل

অতঃপর উক্ত কাগজ একটি নতুন মাটির কলসীতে রাখিয়া ইহার ভিতরে সাত কুয়ার পানি অথবা নদীর পানি ভর্তি করিবে। তারপর উক্ত কলসী চুলার উপর রাখিয়া আগুন দ্বারা গরম করিবে। পানি গরম হইলে উহা নামাইয়া রোগীর দুই পার্শে দুইজন লোক দাড়াইয়া ঐ পানি রোগীর সর্বশরীরে ঢালিবে। পানি শেষ হইয়া গেলে উক্ত পানি মাটি হইতে উঠাইয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে। এই ভাবে একাধারে সাতদিন পর্যন্ত ইহা আমল করিবে। নকশা দুইটি এইঃ–

٧٨٦

١٤٣٤٣٩	١٤٣٤٢٦	١٤٣٤٣٣	١٤٣٤٣٦
١٤٣٤٢٤	١٤٣٤٣٢	١٤٣٤٣٠	١٤٣٤٢٢
١٤٣٤٣٤	١٤٣٤٢١	١٤٣٤٢٨	١٤٣٤٣١
١٤٣٤٣٧	١٤٣٤٣٢	١٤٣٤٢٢	١٤٣٤٤٢

٧٨٦

٣٠٩١٩	٣٠٩٢٤	٣٠٩١٧
٣٠٩١٨	٣٠٩٢٠	٣٠٩٢٢
٣٠٩٢٣	٣٠٩١٦	٣٠٩٢٧

যাদুর আছর দূর করার পঞ্চম তদবীর

দৈনিক ফজরের ছুন্নাৎ ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে বিছমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতেহা একচল্লিশ বার পাঠ করিয়া প্রতিবারে এক গ্লাস পানিতে ফুঁক দিবে এবং ঐ পানি রোগীকে পান করাইবে। এই আমল চল্লিশদিন পর্যন্ত বিরতি ছাড়া পালন করিবে। সূরায় ফাতেহা এই প্রকারে পাঠ করিবেঃ- বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিমিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আররাহমানির রাহীমি মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছতায়ী'ন। ইহ্‌দিনাছ্ ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম। ছিরত্বাল্লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম ওয়ালদ্দালীন। আমীন।

যাদুর আছর দূর করার ষষ্ঠ তদবীর

বিছমিলাহ্ সহ নিম্নোক্ত আয়াতে শিফাগুলি এবং সূরায়ে ফাতেহা চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া উহা রোগীকে পান করাইবে। আলাহর রহমতে যাদুর আছর দুর হইয়া যাইবে। আয়াতে শিফাগুলি এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ- وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ- وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ- قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَاءٌ-

যাদু টোনার আছর নষ্ট করার সপ্তম তদবীর

যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির গলায় নিম্মোক্ত নকশাটি কাজগে লিখিয়া কবজ বানাইয়া বাঁধিয়া দিবে এবং চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া চিনির সরবত দ্বারা ধৌত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। নকশাটি এইঃ-

الهی بحرمت	
حضرت جبرائیل علیه السلام	
یا رحمان یا رحیم محمد صلی الله علیه	یا الله
	وسلم-
الهی بحرمت حضرمیکائیل علیه السلام-	
اسرافیل علیه السلام الهی بحرمت حضرت	
الهی بحرمت حضرت عزرائیل علیه السلام-	

যাদু টোনা নষ্ট করার অমূল্য অষ্টম তদবীর

যদু টোনার আছর নষ্ট করার জন্য সর্বাগ্রে একটি জুময়ার মসজিদের কিছু মাটি লইবে, তারপর অন্য পাঁচটি পাঞ্জেগানা মসজিদ হইতে কিছু কিছু মাটি লইয়া একত্র করিবে। তারপর প্রথম জুমার মসজিদ হইতে পুনঃ কিছু মাটি নিয়া পূর্বের সমস্ত মাটির সহিত মিশাইয়া যাদু গ্রস্থ লোকের সর্ব শরীরে মালিশ করিবে। মালিশ করার পরে মাটিগুলি উঠাইয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিবে। আর রোগীকে গোছল করাইবে আলাহর রহমতে রোগী ভাল হইয়া যাইবে।

যাদু টোনার আছর নষ্ট করার পরীক্ষিত নবম তদবীর

যাদুর আছর অতি কঠিন অবস্থা ধারন করিলে এই তদবীরই যথেষ্ট উপকারী ও পরীক্ষিত। নিম্নোক্ত নকশা দুইটি চিনা মাটিতে বরতনে জাফরান ও গোলাব পানির কালি দ্বারা লিখিয়া সকালে ও বিকালে সাতদিন পর্যন্ত যাদু গ্রস্থ রোগীকে পানি দ্বারা ধুইয়া পান করাইবে। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে যাদু টোনার আছর দূর হইয়া যাইবে। প্রথম নকশাটি এইঃ–

فلما الو قال موسى ما جئتم به السحران الله سيبطله

٥	١٠	١٥	٤
٨٣٤٠	٨٣٤٥	٨٣٥٠	٨٣٣٩
١١	٨	١	١٤
٨٣٤٨	٨٣٤٣	٨٣٣٦	٨٣٤٩
٢٢	١٣	١٢	٧
٨٣٣٧	٨٣٤٨	٨٣٤٧٠	٨٣٤٢
١٦	٣	٦	٩
٨٣٥١	٨٣٣٨	٨٣٤١	٧٣٤٤

ان الله لا يصلح عمل المفسدين

والحق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا

والحق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا

দ্বিতীয় নকশাটি এইঃ-

فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطه

٧٨٦

٢٢٧٤	٢٢٨٧	٢٢٨٣	٢٢٧٧
٢٢٩٠	٢٦٦٨	٢٢٨٣	٢٢٨٨
٢٢٨٩	٢٢٩٣	٢٢٨٥	٢٢٨٢
٢٢٨٦	٢٢٨١	٢٢٨٠	٢٢٩٢

ان الله لا يصلح عمل المفسدين

والحق مافى يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيدا

ساحروا الايفلح الساحر حيث اتى-

ছোটবালক-বালিকাদের যাদুর আছর দূর করার তদবীর

যদি কোন যাদুগীর কোন বালক বা বালিকার উপর যাদু টোনা করিয়া থাকে, তবে নিম্মোক্ত দোয়াটি পাঠ করিয়া ইক্ষু গুর অথবা কিছু পানিতে দম করিয়া উক্ত বালক বা বালিকাকে খাওয়াইবে। যদি ইহা খাওয়ার পরে বমি করিয়া দেয় তবে মনে করিবে যে যাদুর আছর দূর হইয়াছে। আর যদি বমি না করে, তবে একখানা ধারালো চাকু লইয়া উহার উপর দোয়াটি সতারো বার পাঠ করিয়া প্রতিবারে চাকুর উপর দম করিবে। তারপর এ চাকু দ্বারা নিজের রানের পশম ছাচিতে। ইহাদ্বারা যাদু গীরের মাথার চুল ছাচা হইয়া যাইবে এবং তখন কে যাদুগীর তাহা চিনিতে পারিবে। দোয়াটি এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِلَّا هُوَا وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامْ- بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ-

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সাহেদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা আনৃতা ইল্লা হুয়া, ওয়াল মালাইকাতি ওয়া উলুল এলমে কাএমান্ বিলক্কিছ্তি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আযীযুল হাকীম। লা ইলাহা ইল্লা আনৃতা ছুবৃহানাকা ইন্নী কুনৃতু মিনাযৃযালেমীন। ইন্নাদ্দীনা ইনৃদাল্লাহিল ইছলাম। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।

যাদু টোনার আছর নষ্ট করার দশম তদবীর

যদি কোন লোকের উপর যাদু টোনা করা হইয়া থাকে , তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি তিনশত ষাটবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে তাহার শরীরে দম করিলে আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর নষ্ট হইয়া যাইবে। দোয়াটি এইঃ-

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ

مُقْمَحُوْنَ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّاوَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
- فَاَغْشَيْنَاهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ- يَا حَمِيْدَ الْفِعَالِ ذَالْمَنِّ عَلٰى
جَمِيْعِ خَلْقِهٖ بِلُطْفِهٖ يَا حَمِيْدُ-

উচ্চারণঃ ইন্না জআ'লনা ফী আ'নাক্বিহিম আগ্‌লালান্ ফহিয়া ইলাল অয্‌নি ফাহুম মুক্বমাহুন। ওয়া জাআ'লনা মিম্‌বাইনি আইদীহিম ছাদ্দাওঁ ওয়া মিন খাল্‌কিহিম্ ছাদ্দা। ফাআগ্‌সাইনাহুম লাইয়ুবছিরূন। ইয়া হামীদাল ফিআ'লি জ্বালমান্নি আলা জামীয়ে' খালক্বিহী বিলুত্বফিহী ইয়া হামীদু।

যাদু টোনা নষ্টের একাদ্বশ তদবীর

নিম্নোক্ত সূরায় নাছ এর নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীরহাতে বাঁধিয়া দিলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

٢٠١٨	٢٠١١	٢٠١٥	٢٠٠١
٢٠١٤	٢٠٠٣	٢٠٠٧	٢٠١٢
٢٠٠٣	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠٠٦
٢٠١٠	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠١٦

যাদুটোনার আছর নষ্টের দ্বাদশ তদবীর

যাদুর আছর নষ্ট করার জন্য পার্শের সূরায় ফালাক্ব এর নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া একটি কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে এবং অন্যটি পানি দ্বারা ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

١٢٧٣	١٢٧٦	١٢٧٩	١٢٦٥
١٢٧٨	١٢٦٦	١٢٧٢	١٢٧٧
١٢٦٧	١٢٨١	١٢٧٤	١٢٧١
١٢٧٥	١٢٧٠	١٢٦٨	١٢٨٠

যাদুর আছর নষ্ট করার এয়োদ্বশ তদবীর

যাদু গ্রস্থ লোককে নিম্নের দোয়াযে ছায়ফীর নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া যাদুগ্রস্থ লোকের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। যাদুতে ক্রিয়া করিবে না। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

٧٨ع ١٧١	٧١ع ١٧١	٧٦ع ١٧١
٧٣ع ١٧١	٧٤ع ١٧١	٧٧ع ١٧١
ع ٧ع ١٧١	٧٩ع ١٧١	٧٢ع ١٧١

যাদুর আছর নষ্ট করর চতুর্দশ তদবীর

যাদু গ্রস্থ ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা মাটির বরতনে মেশ্‌ক জাফরানের কালি দ্বারা লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া পান করাইলে আল্লাহর রহমতে যাদুটোনার ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

٤١٥ عمل المفسدين	٢٨٨ ان الله لا يصلح	٢٣٣ ان الله سيبطله	٨.. ماجئتم به السحر	٣٨٥ فلما القوا قال موسى	٩.٩ ما انتم ملقون	٤٩ قال لهم موسى القوا	٨٥٥ فلما جاء السحرة
٤٥٩	٢٥٦	٣٨٤	٩١.	٢٣٢	٨.١	٤١٤	٢٨٧
٨.١	٢٣٥	٢٨٤	٤١٣	٨٥٧	٤٦٢.	٩.٧	٣٨٢
٩.٨	٣٨٢	٢٥٨	٣٦١	٢٨٥	٤١٢	٨.٣	٢٣٤
٧٥٩	٤٥٦	٩١٣	٣٨١	٨.٤	٢٢٩	٢٩.	٤١١
٣٧٩	٩١١	٤٥٨	٨٦١	٤.٩	٢٨٨	٢٣١	٨.٦
٢٩١	٤١.	٨.٥	٢٢٨	٩١٤	٣٨.	٣٦.	٢٥٥
٣٣.	٨.٧	٤.٨	٣٨٩	٤٥٧	٨٦٢	٣٧٨	٩١٢

যাদুটোনার আছর দূর করার উনিশতম তদবীর

যাদু গ্রস্থ ব্যক্তির গলায় নিম্মোক্ত নকশা দুইটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

নকশা দুইটি এইঃ–

٧٨٦

العلی العظیم	الا با الله	ولا قوة	لاحول
ولا حول	ولا قوة	الابا لله	العلی العظیم
الا باالله	العلی العظیم	ولا قوة	ولا حول
ولا قوة	لاحول	العلی العظیم	الا با لله

٧٨٦

٣٦٩١	٣٦٨٤	٣٦٩٠	٣٦٨١
٣٦٨٣	٣٦٨٦	٣٦٩٥	٣٦٩٢
٣٦٨٥	٣٦٩٤	٣٦٨٨	٣٦٩٦
٣٦٨٩	٣٦٨٧	٣٦٩٣	٣٦٨٧

বান ও যাদুর আছর দূর করার বিশতম তদবীর

কোন কোন সময় দেখা যায় যে, মানুষরুপী শয়তান আল্লাহর দুষমনরা কোন মানুষের উপর যাদুর বান মারে যাহার কারণে বান মারা ব্যক্তির বমী আরম্ভ হইয়া যায়, এমনকি রক্ত বমী ও রক্ত দাস্ত আরম্ভ হইয়া যায়। কোন কোন সময় দেখা যায় বানকৃত ব্যক্তি ২/৩ ঘন্টার ভিতরে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পরে। এই বান কয়েক প্রকারে করিয়া থাকে, কখনো কোন গাছের উপর বা মাটির মুর্তি বানাইয়া অথবা কাগজের উপর ছবি আঁকিয়া

কিংবা মাছের উপর বান মারিয়া থাকে। ইহার জন্য পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত নিম্নোক্ত তদবীরটি করিলে আল্লাহর রহমতে সর্ব প্রকার বান কাটিয়া যাইবে।

যদি কোন লোক সকালে ও সন্ধ্যায় সাতবার আয়াতুল কুরছি পাঠ করিয়া প্রতি বারে শরীরের উপর ফুঁক দেয় তবে তাহার উপর যাদুর আছর পতিত হইঁবে না। যদি কোন লোকের উপর বান বা যাদুর আছর দেখা যায় তবে নদী কিংবা পুকুর হইতে পবিত্র গ্লাসে পানি নিয়া নিম্নোক্ত আয়াত রোগীকে পাঠ করিয়া প্রতিবারে পানিতে ফুক দিয়া ঐ পানি রোগীকে পান করাইবে, আল্লাহর রহমতে যাদু বা বানের আছর কাটিয়া যাইবে। আয়াত এইঃ–

أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

উচ্চারণঃ আম আবরামূ আমরান ফাইন্না মুবরিমূন।

তারপর যাদুর আছর সম্পূর্ণ দূর করিবার জন্য পূর্ণ বিশ্বাস ও একিনের সহিত একখানা চাকু বা দা–কাঁচি হাতে লইয়া বিছমিল্লা সহ সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করিয়া উহার মাথা দ্বারা মাটিতে দাগ কাটিতে থাকিবে এবং "অলাদ্বালীন" ولا الضالين পাঠ করিবার সময় মনে–মনে খেয়াল করিবে যে যাদু গ্রস্থ লোকের উপর হইতে যাদু বানের তাছির কাটিয়া ফেলিলাম। এই প্রকারে কিছু সময় করিতে থাকিবে আল্লাহর রহমতে যাদুকৃত ব্যক্তি আস্তে আস্তে সুস্থ হইয়া যাইবে।

যাদুর আছর নষ্ট করার একুশতম তদবীর

যদি কাহারও উপর যাদু করা হইয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি মেশক জাফরানের কালি দ্বারা একটি পেয়ালা লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর দূর হইয়া যাইবে। তবে এই আমল তিন দিন পর্যন্ত করিবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

با الله	يا الله	يا الله	يا الله	يا الله	يا الله
يا كما	يارحمن	ياعلى	يا الله	ياكريم	يارحمن
على	على	على	على	بلده	ام
ى	ى	ح	محمد	ع	ع
ام	الله	رسول	محمد	الا الله	لا اله
م	م	م	م	ولد	على

যাদুর আছর ব্যর্থ হইবার তদবীর

যদি কাহারও উপর যাদু করা হইয়া থাকে তবে নিম্মোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া যাদু গ্রস্থ রোগীর গলায় বা হাতে বাঁধিয়া দিবে। আলাহর রহমতে যাদুর ক্রিয়া ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাবিজ এইঃ–

١١١ط ح ح ١١١١م لا ٥١٥٢ ١١

জ্বীনের মাধ্যমে যাদুর আছর দূর করার তদবীর

যদি কোন মানুষ রুপী শয়তান জ্বিন শয়তানের মাধ্যমে কোন লোকের উপর যাদু করিয়া বান মারিয়া থাকে তবে নিম্মোক্ত নকশাটি চিনা মাটির বরতনে জাফরানের কালি দ্বারা লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া যাদু গ্রস্থ লোককে পান করাইবে এবং কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে, আলাহর রহমতে যাদুর প্রভাব নষ্ট হইয়া যাইবে রোগী আস্তে আস্তে সুস্থ হইয়া উঠিবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١٩٣٣	٢٠٢٦	١٩٢٩	١٩١٦
١٩٢٨	١٩١٨	١٩٢٢	١٩٢٣
١٩٢٨	١٩٣١	١٩٢٤	١٩٢١
١٩٢٥	١٩٢٠	١٩٢٩	١٩٣٠

জ্বিন শয়তানের যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার তদবীর

যদি কাহারও উপর জ্বিন শয়তান যাদু করিয়া থাকে বা বান মারিয়া থাকে তবে নিম্নোক্ত নকশাটি মাটির বরতনে জাফরান কালি দ্বারা লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে এবং কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া একটি গলায় ও একটি হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে যাদু বা বানের আছর দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

١٩١٣	١٩٦٨	١٩٢٩	١٩١٦
١٩١٨	١٩١٨	١٩٢٤	١٩٢ سے
١٩١٨	١٩٢٢	١٩٢٤	١٩٢١
١٩٢٥	١٩٢٠	١٩١٩	١٩٢٠

[বদ নজরের বিভিন্ন তদবীর]

বদনজর বা মুখ দোষ চিনিবার তদবীর

কাহারও উপর বদনজর বা মুখদোষ লাগিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করার জন্য তিন অঙ্গুলী পরিমাণ একটা সুতা বা কাল তাগা লইয়া নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিয়া ফুঁক দিবে। তারপর সুতা মাপিয়া দেখিবে যে সুতা ছোট বড় হইয়াছে কিনা। যদি সুতা ছোট অথবা বড় হইয়া যায় তবে

মনে করিবে যে বনুজর বা সূখ দোস লাগিয়াছে। এরপর পুনঃরায় দোয়া সমুহ পাঠ করিয়া সূতার উপর দম করিয়া সূতা মাপিয়া দেখিবে যদি সূতা ছোট বড় না হয় তবে মনে করিবে ঠিক আছে, আর যদি প্রতিবারে সূতা ছোট বা বড় হয় তবে মনে করিবে কিছুই হয় নাই।, বদনজর বা মুখদোষ পুরাপুরি লাগে নাই বা দোয়া সমূহ ঠিক মত পড়া হয় নাই। দোয়াগুলি এইঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا بَلَاءَ اِلَّا بِا للّٰهِ

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহি ওয়ালা বালাআ ইল্লা বিল্লাহি।

তিনবার ইহা পাঠ করিয়া তিনটি ফুক দিবে, তারপর সূরায় ফাতেহা তিনবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে তিনটি ফুক দিবে, তারপর নিম্নোক্ত দোয়া সমূহ পাঠ করিয়া ফুক দিবে।

عَزَمْتُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا الْعَيْنُ الَّتِىْ فِىْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانَةَ اَوْ فِى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانَةَ لِعِزَّةِ اللّٰهِ وَبِنُوْرِ عَذْمَةِ وَجْهِ اللّٰهِ وَبِمَا جَرَاىَ بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِلٰى خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَزَمْتُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْعَيْنُ الَّتِىْ فِىْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِحَقِّ اَهْيَانِ اَشْرَاهِيَا بَرَاهَا اذوبنا اِصْبَاتِ اِلٰى شُدَاىَ- عَزَمْتُ عَلَيْكَ اَيَّتُهَا الْعَيْنُ الَّتِىْ فِىْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِحَقِّ شَهَتْ بَهَتْ اِنْتَهَتْ يَاقَنْطَاءَ النَّجَا بِالَّذِىْ لَايَقْرَاىْ عَلَيْهِ اَرْضٌ وَلَاسَمَاءٌ اُخْرُجِىْ يَانَفْسَ السُّوْءِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ كَمَا خَرَجَ يُوْسُفُ مِنَ الْمُضِيْقِ وَجُعِلَ لِمُوْسٰى فِىْ الْبَحْرِ طَرِيْقٌ وَ الَّا اَنْتَ بَرِيْئَةٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهُ بَرِىٌّ مِّنْكَ اُخْرُجِىْ يَانَفْسَ السُّوْءِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فَلَانَةَ بِاَلْفِ اَلْفِ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ- فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ- وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ- وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ-

উপ্‌রের দোয়ার ভিতরে যতখানে ফুরান এবনে ফুলানাতা আছে সেই সব স্থানে রোগীর ও তাহার মায়ের নাম লিখিতে হইবে।

বদনজরেরতদবীর

যদি কাহারও উপর বদনজর লাগিয়া থাকে তবে নিম্নোক্ত আয়াতে কুতুবপাঠ করিয়া তাহার শরীরে ফুঁক দিবে এবং নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে বদনজরের আছর দূর হইয়া যাইবে। আয়াতে কুতুব এইঃ-

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ-

নকশাটি এইঃ-

৭৮৬

٥٥٤٢	٥٥٤٥	٥٥٤٨	٥٥٣٥
٥٥٤٧	٥٥٣٦	٥٥٤١	٥٥٤٦
٥٥٣٧	٥٥٥٠	٥٥٤٣	٥٥٤٠
٥٥٤٤	٥٥٣٩	٥٥٣٨	٥٥٤٩

বদ নজর দূর করার তদবীর

নিম্মোক্ত সূরায়ে আল ক্বারিয়ার নকশা চিনা বরতনে লিখিয়া বদনজর গ্রস্থ রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে বদনজরের আছর দূর হইয়া যইবে।

নকশাটি এইঃ-

৭৮৬

٣٣٦٥	٣٣٦٨	٣٣٧٢	٣٣٥٨
٣٣٧١	٣٣٥٩	٣٣٦٤	٣٣٦٩
٣٣٦٠	٣٣٧٤	٣٣٦٦	٣٣٦٣
٣٣٦٧	٣٣٦٢	٣٣٦١	٣٣٧٣

বদনজরের আছর দূর করার তদবীর

যদি কোন লোকের উপর বদনজর লাগিয়া থাকে তবে নিম্মোকত আয়াত ও নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর হাতে বাঁচিবে। আলাহর রহমতে বদনজরের আছর দূর হইয়া যাইবো আয়াত ও নকশা এইঃ-

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا
الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ- وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ-

٧٨٦

١١٧٣	١١٧٦	١١٧٩	١١٦٦
١١٧٨	١١٦٧	١١٧٢	١١٧٧
١١٦٨	١١٨١	١١٧٤	١١٧١
١١٧٥	١١٧٠	١١٦٩	١١٨٠

বদনজর হইতে রক্ষার তদবীর

নিম্নোক্ত সূরায় ওয়াল আদিয়াতের নকশাটি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে আল্লাহর রহমতে বদনজর হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং এই সূরা দৈনিক তিনবার পাঠ করিলে তাহার উপর বদনজর লাগিবে না। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٧٩٠٥	٧٩٠٨	٧٩١٢	٧٨٩٨
٧٩١١	٧٨٩٩	٧٩٠٤	٧٩٠٩
٧٩٠٠	٩٩١٤	٧٩٠٢	٧٩٠٣
٧٩٠٧	٧٩٠٢	٧٩٠١	٧٩١٣

يا حى حين لاحى فى ديمومة ملكه وبقائه

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

يا حافظ الحفظ يا حفيظ

سلام قولا من رب الرحيم–

বদনজর দুর করার অন্য তদবীর

যদি কোন লোকের উপর বদনজর লাগিয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া একটি কবজ বানাইযা রোগরি গলায় বাঁধিয়া দিবে এবং অন্যটিতে গাওয়া ঘৃত মাখিয়া আগুনে জ্বালাইয়া ফেলিবে। আল্লাহর রহমতে বদনজরের আছর দুর হইয়া যাইবে। নকশা এই ঃ-

٧٨٦

٣ ٥١٦	٣ ٥١٩	٣ ٥٢٢	٣ ٥٠٩
٣ ٥٦١	٣ ٥١٠	٣ ٥١٥	٣ ٥٢٠
٣ ٥١٨	٣ ٥٢٤	٣ ٥١٧	٣ ٥١٤
٣ ٥١١	٣ ٥١٣	٣ ٥١٢	٣ ٥٢٣

বদনজর ও জ্বিন ভূতের আছর হইতে রক্ষার তদবীর

٧٨٦

٨	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

كل	فى النوائب	لك	عونا	تجده	العجائب	مظهر	عليا	ناد
هم	كل	فى النوائب	لك	محونا	تجده	العجائب	مظهر	عليا
وغم	هم	كل	فى النوائب	لك	عونا	تجده	العجائب	مظهر
سينجلى	وغم	هم	كل	فى النوائب	لك	عونا	تجده	
يامحمد	بنبوتك	سينجلى	وغم	هم	كل	فى النوائب	لك	عونا
بولايتك	يامحمد	بنبوتك	سينجلى	وغم	هم	كل	فى النوائب	
ياعلى	ياعلى	بولايتك	يامحمد	بنبوتك	سينجلى	وغم	هم	كل

উপরোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া বদনজর গ্রস্থ লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিলে আল্লাহর রহমতে জ্বিন ভূত মানুষের বদনজরের আছর দূর হইয়া যাইবে। আর এই নকশা লিখিয়া বন্ধ্যা নারীর সঙ্গে রাখিলে তাহার সন্তান হইবে আর ইহা লিখিয়া শিশুদের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে মাতৃক রোগে ইহতে মুক্তি পাইবে।

বদনজরের অন্য তদবীর

বদনজর লাগা লোকের গলায় নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে বদনজর দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

৭৮৬

٧٩٠٦	٧٩٠٩	٧٩١٣	٧٩١٩
٧٩١٣	٧٩٠٠	٧٩٠٥	٧٩١٠
٧٩٠١	٧٩١٦	٧٩٠٧	٧٩٠٤
٧٩٠٨	٧٩٠٣	٧٩٠٢	٧٩١٥

বদনজরের অন্য তদবীর

বদনজর গ্রস্থ রোগীর জন্য নিম্নের তাবিজটি কাগজে লিখিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিবে। আলাহর রহমতে বদনজরের আছর দূর হইবে। তাবিজ এইঃ–

ما ما صه صه صه حم حم حم د ه د ع ع

জ্বিন ও মানুষের বদনজরের তদবীর

যদি কোন লোকের উপর জ্বিন অথবা মানুষের বদনজর লাগিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির হাতের দুই মুষ্টি মাটি একটি নতুন মাটির পাতিলের ভিতরে রাখিয়া উহার মুখে সরা দিয়া ঢাকিয়া সরার চতুর্দিক আটা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। তাহার পর উক্ত পাতিলে নিম্নের আয়াত তিনবার লিখিবে এবং নকশাটি একবার লিখিবে। ইহারপর শনিবার অথবা রবিবার রাত্রে উক্ত পাতিল প্রজ্জলিত চুলার উপর রাখিবে। যদি রোগীর উপর জ্বিন অথবা

মানুষের বদনজর লাগিয়া থাকে, তবে পাতিলের মধ্য হইতে লাল রং এর রক্তের মত পানি বাহির হইবে। আর যদি বদনজর না হয় অন্য রোগ হয় তবে পাতিলের মধ্য হইতে সাদা পানি বাহির হইবে। অবশেষে পাতিলটি মাটির ভিতরে গাড়িয়া রাখিবে। আয়াত ও নকশা এইঃ-

اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

٧٨٦

١١٧٣	١١٧٦	١١٧٩	١١٦٦
١١٧٨	١١٦٧	١١٧٢	١١٧٧
١١٦٨	١١٨١	١١٧٤	١١٧١
١١٧٥	١١٧.	١١٦٩	١١٨.

বদনজরের অন্য তদবীর

বদনজরের জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। তাবিজ এইঃ-

بسم الله اوقيك من كل شئ يوذيك من حاسد وعين الله يشفيك اذهب الباس رب الناس- واشف انت الشفاء الا شفائك شفاء-

বদনজর ও মুখ দোষের তদবীর

যদি কোন লোকের উপর বদনজর বা মুখদোষ লাগিয়া থাকে, তবে নিম্মোক্ত আয়াতটি পড়িয়া রোগীর শরীরে ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগী আরগ্য হইবে। আয়াত এইঃ-

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ - فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ - وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ

بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ - وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ *

উচ্চারণঃ লা খালকুচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি আকবারু মিন খালক্বিন নাছি, ওয়ালাকিন্না আক্‌ছারান্নাছি লা ইয়াঅ'লামুন। ফারাজিয়ি'ল বাছারা কাররাতাইনি ইয়ানক্কালিবু ইলাইকাল বাছারু খাছি য়াওঁ ওয়া হুয়া হাছীর। ওয়া ইয়্যাদূল্লাজীনা কাফারূ লিইউয্‌লিকূনাকা বি আবৃছারিহিম লাম্মা ছামিউজ্জিকরা ওয়া ইয়াকুলূনা ইন্নাহু লা মাযনূন। ওয়া মা হুয়া ইল্লা যিকরুন লিল আ'লামীন।

বদনজর দূর করার অন্য তদবীর

নিম্মোক্ত তাবিজটি জাফরানের কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে বদনজর লাগিবে না এবং লাগিয়া থাকিলে উহা দূর হইয়া যাইবে। তাবিজ এইঃ–

٧٨٦

رب العلمين	الحمد لله	الرحمن الرحيم	بسم الله	بسم الله
واياك نستعين	اياك نعبد	يوم الدين	مالك	الرحمن الرحيم
عليهم	انعمت	صراط الذين	المستقيم	اهدنا الصراط
امين	الضالين	ولد	عليهم	غير المغضوب

শিশুদের উপর বদনজরের তদবীর

কোন শিশু বাচ্চার উপর বদনজর লাগিয়া থাকিলে নিম্মোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে বদনজর দূর হইয়া যাইবে। নকশাটি এইঃ–

٧٨٦

٣	١١	٤
٩	٧	٤
٨	٢	١.

মুখ দোষের তদবীর

কাহারও উপরে মুখ দোষ লাগিয়া থাকিলে নিম্নোক্ত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া অথবা চাঁদির পাতে খুচিয়া সঙ্গে রাখিলে আল্লাহর রহমতে মুখ দোষের আছর দূর হইয়া যাইবে। তাবিজটি এইঃ-

الٓمٓ- الٓمٓ- الٓمٓصٓ- الٓرٰ- الٓرٰ- الٓرٰ- الٓمٓرٰ- الٓرٰ- الٓرٰ-

كٓهٰيٰعٓصٓ- طٰهٰ- طٰسٓمٓ- طٰسٓمٓ- الٓمٓ- الٓمٓ- الٓمٓ- يٰسٓ- صٓ-

حٰمٓ- حٰمٓ- عٓسٓقٓ- حٰمٓ- حٰمٓ- قٓ- نٓ-

বদনজর মুখদোষের আছর দমন করার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি জাফরানের কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে বদনজর ও মুখ দোষের আছর দূর হইয়া যাইবে। যাদু গ্রস্থ ও জ্বিন পাওয়া রোগীর গলায় বাধিলেও উপকার হইবে। নকশাটি এই ঃ-

٧٨٦

٦٥٦	٦٦١	٦٥٣	٦٥١	٦٥٦	٦٦٩	٢٣٨	٢٣٣	٢٣٦
٦٥٥	٦٥٧	٦٥٢	٦٥٥	٢٥٥	٢٥٣	٢٣٧	٢٣٥	٢٣١
٦٣٧	٦٨٣	٦٥٨	٦٥٨	٦٥٧	٦٥٣	٥٤٢	٦٣٥	٦٣٥
٦٢٧	٦٦٢	٦٦٢	٦٤٥	٦٢٥	٦٧٥	٦٦٣	٦٨٨	٦٨١
٦٥١	٦٤٥	٦٦٥	٦٧٥	٦٧٨	٦٦٣	٦٣٨	٦٣٨	٦٧٦
٦٩٢	٦٦١	٦٣٣	٦٥١	٦١٩	٦٦٢	٦٦٧	٦٨٩	٦٨٥
٦٩٦	٦٣٩	٦٩٣	٦٩٥	٦٢٨	٦٣٥	٦٨٣	٦٧٥	٦٧٧
٦٩٢	٦٩١	٦٩٧	٦٢٩	٦٣٧	٦٦٠	٦٧٢	٦٧٥	٦٧٣
٦٥٦	٦٨٩	٦٩١٧	٦٣٣	٢٣١	٦٦١	٦٦٧	٦٧١	٦٧٦

মুখ দোষের তদবীর

চল্লিশ টুকরা কাগজে চল্লিশটি ش 'শীন' অক্ষর লিখিবে এবং ঐ কাগজের একটুকরা কাগজ একটি আটার রুটির ভিতরে দিয়া এইভাবে চল্লিশটি রুটি বানাইবে তাহার পর আটার রুটি গরম করিয়া ভাজিয়া লইবে। মুখ দোষকারীর মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সে আর মন্দ কথা বলিতে পারিবে না।

বদনজরের আছর দূর করার তদবীর

নিম্মোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া বদনজর গ্রস্থ রোগীর গলায় বাধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে বদনজর দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

৭৮৬

١٦٦٣٩	١٢٢٤٢	١٦٦٤٥	١٢٦٣٢
١٦٦٤٤	١٦٦٣٣	١٦٦٣٨	١٦٦٤٣
١٦٦٤٠	١٦٦٤٠	١٦٦٤٠	١٦٦٣٧
١٦٦٤١	١٦٦٣٦	١٦٦٣٥	١٦٦٤٦

বদনজর দূর করার অন্য তদবীর

যদি কোন লোকের উপর বদনজর লাগিয়া থাকে তবে নিম্মোক্ত নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া একটি কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে এবং অন্যটিতে গাওয়া ঘৃত মাখিয়া আগুনে জ্বালাইয়া ফেলিবে। আল্লাহর রহমতে বদনজরের আছর দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

৭৮৬

٤٤٦٦	٤٤٣٩	٤٤٧٢	٤٤٥٩
٤٤٧١	٤٤٢٠	٤٤٢٥	٤٤٧٠
٤٤٢١	٤٤٦٧	٤٤٧٤	٤٤٦٤
٤٤٦٧	٤٤٦٣	٤٤٦٢	٤٤٧٣